নগর সংস্করণ

প্রথম আলো

সোমবার

২১ অক্টোবর ২০২৪

৫ কার্তিক ১৪৩১, ১৭ রবিউস সানি ১৪৪৬

মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৪০

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ফিরল

বিচারপতি অপসারণ

ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের রিভিউ আবেদন পর্যবেক্ষণসহ নিষ্পত্তি করে রায় দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণ করা যাবে। গতকাল রোববার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এক রায়ে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বিচারপতিদের অপসারণের বিষয়টি জাতীয় সংসদের পরিবর্তে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে ফিরল।

বিচারপতিদের অপসারণের এই ক্ষমতা জাতীয় সংসদের কাছে নিতে ১০ বছর আগে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী এনেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। ২০১৭ সালে রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ।

সেই আবেদন পর্যবেক্ষণসহ নিষ্পত্তি করে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ গতকাল রায় দেন। রায়ে সংবিধানের এ-সংক্রান্ত ৯৬ অনুচ্ছেদের ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ উপ-অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা হয়।

এই রায়ের ফলে কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ উঠলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। আর রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে নিজের সই করা পত্র দিয়ে কোনো বিচারক চাইলে পদত্যাগ করতে পারবেন। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হয় প্রধান বিচারপতি ও পরবর্তী জ্যেষ্ঠ দুজন বিচারপতিকে নিয়ে।

আপিল বিভাগের রায়ের পর অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল হওয়া মানে বিচার বিভাগ দুর্বৃত্তায়ন ও রাজনীতির খপ্পর থেকে বেরিয়ে এল। বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের একটা জায়গায় গেল।' তিনি বলেন, রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তি করে আপিল বিভাগের রায়ের মধ্য দিয়ে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ৯৬ অনুচ্ছেদে যা ছিল, তা চলে এল।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

> রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তি করে আপিল বিভাগের এই রায়ের মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগের ওপর অন্য দুটি অঙ্গের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কমে গেল, যা খুবই ইতিবাচক।
>
> **এম এ মতিন,** আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

ও আইনজীবীদের একাধিক সংগঠন 'দলবাজ', 'দুর্নীতিবাজ' ও 'আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্ট' বিচারপতিদের পদত্যাগের দাবি তোলে। আন্দোলনের মুখে গত ১০ আগস্ট তখনকার প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগের ছয় বিচারপতি পদত্যাগ করেন।

এরপর একই দাবিতে ১৬ অক্টোবর হাইকোর্ট ঘেরাও ও বিক্ষোভ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, জাতীয় নাগরিক কমিটির আইনজীবী শাখা ও বৈষম্যবিরোধী আইনজীবী সমাজ। ওই দিন বিক্ষোভের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগের ১২ বিচারপতিকে বেঞ্চ না দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানায় সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। এমন একটা প্রেক্ষাপটে বিচারপতিদের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বিচারকদের নিয়ে ছাত্র-জনতার ক্ষোভ নিষ্পত্তির পথ খুলল

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আসিফ নজরুল

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, হাইকোর্টে কিছু বিচারক আছেন, তাঁদের ব্যাপারে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। তাঁরা গত জুলাই গণবিপ্লবে পতিত ফ্যাসিস্ট শক্তির নিপীড়ক যন্ত্রে পরিণত হয়েছিলেন। এ ছাড়া কারও কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এ জন্য তাঁদের নিয়ে ছাত্র-জনতার অনেক ক্ষোভ রয়েছে। এসব ক্ষোভ সাংবিধানিকভাবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার একটি পথ খুলে গেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

নগরের নির্মাণ ও দর্শন কার ভাবনায় বিকশিত হবে

প্রতিটি জনপদের নিজস্ব কিছু ভাষা থাকে। বাংলাদেশে নগর নির্মাণের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের সেই ভাষা বোঝার সক্ষমতা খুবই কম। লিখেছেন **আমিমুল এহসান।**

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

রাজধানীর গুলশান লেকের একটা অংশ দখলে নিয়ে এভাবে টিন, বাঁশ ও নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনের পাশ থেকে তোলা। ছবি : সাজিদ হোসেন

টিন-জালের বেড়া দিয়ে গুলশান লেক দখলের অভিযোগ

শিশির মোড়ল, *ঢাকা*

রাজধানীর গুলশান লেকের ১০ কাঠা বা ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ জমি দখলকারী ব্যক্তি অনুরোধ করেছেন, তাঁকে যেন 'ভূমিদস্যু' বা 'লেকখেকো' বলা না হয়। প্রকাশ্যে জলাশয় বা লেক দখলের ঘটনা খুব একটা দেখা যায় না। তবু ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটেছে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর।

রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইনের বহুতল ভবনের পাশেই পারটেক্সের একটি কার্যালয়। সেই কার্যালয়ের পূর্ব পাশেই গুলশান লেক। নতুন টিন, বাঁশ আর নাইলনের নীল জাল দিয়ে লেকের অনেকখানি জায়গা ঘিরে ফেলেছেন সৈয়দ আহম্মেদ নামের এক ব্যক্তি। ঠিক এখানেই লেকের ওপর গুলশান-১ ও মহাখালী যাওয়া-আসার কালভার্ট।

গতকাল রোববার বেলা ১১টায় মহাখালী-গুলশানের ওই এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ঘের দেওয়া জায়গাটিতে একটি টিনের দরজা আছে। তবে সেটি বন্ধ। টিনের ঘেরের ভেতর উঁচু একটি সাইনবোর্ডে লেখা, 'আইনগত বিজ্ঞপ্তি'। তাতে আরও লেখা, গুলশান মৌজার আবাসিক

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

রাজনীতি ও ভোট থেকে বিরত রাখার প্রশ্নে নতুন বিতর্ক

রাজনীতি

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ১৫ বছরের শাসনের পতনের পর আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে নানা মহলে আলোচনা চলছে।

কাদির কল্লোল, *ঢাকা*

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগসহ যেসব দল গত তিনটি নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেবে এ সরকার। এ ধরনের একটি বক্তব্য নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিএনপিসহ বিভিন্ন দল বলেছে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সঙ্গে আলোচনা না করে নির্বাচন ও রাজনীতি নিয়ে বা দলগুলোকে রাজনীতি থেকে বিরত রাখার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সমস্যা তৈরি হবে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের পতনের পর দলটির রাজনীতি নিষিদ্ধ করার প্রশ্নে নানা মহলে আলোচনা চলছে। এমন প্রেক্ষাপটে প্রথমবারের মতো অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে কোনো ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে না দেওয়ার বিষয়ে বক্তব্য এসেছে।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ শেষে গত শনিবার সরকারের পক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার বিষয়ে প্রশ্ন করেন একজন সাংবাদিক। জবাবে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম বলেন, যারা গত তিনটি নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, অবৈধভাবে নির্বাচিত হয়ে

> কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।
>
> **আমীর খসরু মাহমুদ,** স্থায়ী কমিটির সদস্য, বিএনপি

তারা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট—তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা তৈরি করবে। কীভাবে বাধা বাস্তবায়িত হবে, সেটা দেখতে পাবেন। এটার আইনি ও প্রশাসনিক দিক আছে। যখন নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু হবে, তখন বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তবে অন্তর্বর্তী সরকার কোনো দলকে রাজনীতি থেকে বিরত রাখার বা নির্বাচনে অংশ নিতে না দেওয়ার কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি না, সেটা স্পষ্ট নয় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে। কারণ, ৫ অক্টোবর ও গত শনিবার প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপে সরকারের এমন কোনো সিদ্ধান্ত বা নীতির কথা জানানো হয়নি। দু-একটি দল আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের নিষিদ্ধ করার কথা বলেছে। বিএনপিসহ কয়েকটি দল মনে করে, নির্বাচন ও রাজনীতি থেকে বিরত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে জনগণ।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী গতকাল রোববার *প্রথম আলোকে* বলেন, বিএনপিসহ বিভিন্ন দল ১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আন্দোলন করে রক্ত দিয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে। ফলে রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে। তিনি উল্লেখ করেন,

> কাউকে নির্বাচন ও রাজনীতি থেকে বিরত রাখা বা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।
>
> **মাহফুজ আলম,** প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী

কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

একই রকম বক্তব্য পাওয়া গেছে আরও কয়েকটি দলের কাছ থেকে। গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম নেতা জোনায়েদ সাকি *প্রথম আলোকে* বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী শাসনে হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে রাজনীতি থেকে বিরত রাখার বিষয়ে আদালত ও জনগণের ওপর নির্ভর করা উচিত।

'সরকার সিদ্ধান্ত নেয়নি'

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম অবশ্য গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, বিতর্কিত গত তিনটি নির্বাচনে অংশ নিয়ে যাঁরা অবৈধভাবে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের নিয়ে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও প্রশ্ন রয়েছে। সেটাই তিনি শনিবারের প্রেস ব্রিফিংয়ে তুলে ধরেছেন। তিনি আরও বলেন, কাউকে নির্বাচন ও রাজনীতি থেকে বিরত রাখা বা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে সরকার এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠিত হওয়ার পর সরকার সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ট্রফি নিয়ে দুই অধিনায়ক নাজমুল হোসেন ও এইডেন মার্করাম। ছবি : বিসিবি

বাংলাদেশ-দ. আফ্রিকা সিরিজ

'সাকিবের টেস্টে' ভালো সুযোগ দেখছেন নাজমুল

তারেক মাহমুদ, *ঢাকা*

মিরপুর টেস্ট কি তাহলে শুরুর আগেই শেষ! অবশ্যই তা নয়। বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টটা শুরুই তো হবে আজ। পাঁচ দিনের ম্যাচ, মাঝে যদিও চার দিনই বৃষ্টির শঙ্কা, সেটা তো অনেক টেস্টেই থাকে। তাই বলে খেলা শুরুর আগেই একটা টেস্ট ম্যাচকে 'শেষ' বলতে হবে কেন!

রূপক অর্থে সেটা বলার কারণ, এই টেস্ট নিয়ে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামেই গতকাল ক্রিকেটীয় আলোচনা বলতে তেমন কিছু ছিল না।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ছাত্রদের পক্ষে ছিলেন, এখন তিনিও আসামি

হত্যাচেষ্টা মামলা

আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী জেড আই খান পান্না শিক্ষার্থীদের পক্ষে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জেড আই খান পান্না

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীদের পক্ষে আদালতে যাওয়া সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্নাকে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি করা হয়েছে। রাজধানীর খিলগাঁও থানায় ১৭ অক্টোবর মামলাটি করা হয়। এই মামলায় নাম উল্লেখ করা আসামি মোট ১৮০ জন। ৯৪ নম্বর নামটি জেড আই খান পান্নার।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) চেয়ারপারসন জেড আই খান পান্না। তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ মানবাধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী নানা আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালানো বন্ধ করার আদেশ চেয়ে গত ২৯ জুলাই আইনজীবীদের একটি দল হাইকোর্টে আবেদন করে। তাঁদের একজন ছিলেন জেড আই খান পান্না। শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণের সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ২৯ জুলাই নাগরিক উদ্যোগে গঠিত জাতীয় গণতদন্ত কমিশনের সদস্যও ছিলেন তিনি।

'গণহত্যার বিচার চাই, গায়েবি মামলা-গ্রেপ্তার ও নির্যাতন বন্ধ কর' শিরোনামে ২৯ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে একটি মানববন্ধন করা হয়। 'আইনজীবী সমাজ'-এর ব্যানারে আয়োজিত সেই মানববন্ধনে ছিলেন জেড আই খান পান্না।

> এভাবে চলতে থাকলে প্রকৃত অপরাধীদের বিচার করা আর হবে না, যেটা এই অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। শুধু তা-ই নয়, এতে এই সরকারের প্রতি মানুষের আস্থাও নষ্ট হবে।
>
> **আনু মুহাম্মদ,** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাম্প্রতিক সময়ে কিছু বিষয়ে সমালোচনামুখর ছিলেন জেড আই খান পান্না। সংবিধান নতুন করে লেখার যে কথা বলা হচ্ছে, তারও তীব্র সমালোচনা করছিলেন তিনি। জেড আই খান পান্না গণমাধ্যমে বলেছেন, ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত

আসামি নিয়ে বাদীরই প্রশ্ন

প্রতিনিধি, *শরীয়তপুর*

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট ঢাকার সাভারের বাইপাইলে গুলিতে নিহত হন শরীয়তপুরের নড়িয়ার আল আমীন (২৯)। এ ঘটনায় ৯ অক্টোবর ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে ১৫৪ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন তাঁর বাবা ইসমাইল। মামলাটি করতে তাঁকে সহায়তা করেন শরীয়তপুর বিএনপির কয়েকজন নেতা। এখন দেখা যাচ্ছে, মামলায় এত

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বিক্ষোভ

'বৈষম্যহীনভাবে' এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দাবিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে একদল শিক্ষার্থী বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে তাঁরা তালা ভেঙে ভবনের ভেতরে ঢুকলে কর্মচারীরা তাঁদের ওপর হামলা চালান বলে অভিযোগ। হামলায় এক শিক্ষার্থী আহত হন। গতকাল দুপুরে রাজধানীর বকশীবাজার এলাকায়। ছবি : সাজিদ হোসেন খবর পৃষ্ঠা ২

নিয়মিত আয়কর দেয় ১ শতাংশ সংবাদপত্র

গণমাধ্যমের হালচাল ২

সংবাদপত্র

নিজেদের আয়-ব্যয়ের হিসাব জানিয়ে সর্বশেষ বছরে এনবিআরে রিটার্ন জমা ও কর দিয়েছে মাত্র ছয়টি সংবাদপত্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান।

- মোট ২৮টি সংবাদপত্র আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছে।
- সেবামূলক শিল্প হলেও প্রণোদনা পায় না সংবাদপত্র।
- সংবাদপত্রে করপোরেট করের হার বেশি। নিউজপ্রিন্ট আমদানিতেও বেশি শুল্ক-কর দিতে হয়।

জাহাঙ্গীর শাহ, *ঢাকা*

দেশের মাত্র ছয়টি দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিত আয়কর দেয়, যা মোট সংবাদপত্র সংখ্যার ১ শতাংশ। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) গত আগস্ট মাসের হিসাব অনুসারে, বর্তমানে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে থেকে ৫৮৪টি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে (২০২৩-২৪) এই ছয় সংবাদপত্র বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমা ও আয়কর দিয়েছে। আরও ২২টি সংবাদপত্র রিটার্ন জমা দিয়েছে। তবে তাদের করযোগ্য আয় ছিল না। সব মিলিয়ে রিটার্ন জমা দিয়েছে ২৮টি সংবাদপত্র।

সর্বশেষ অর্থবছরে আয়কর দেওয়া সংবাদপত্রগুলো হলো *প্রথম আলো*, *দ্য ডেইলি স্টার*, *সমকাল*, *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, *বাংলাদেশ প্রতিদিন* (ইস্ট-ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ) এবং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত *দৈনিক আজাদী*। এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, করপোরেট কর হিসেবে প্রতিবছর গড়ে ২৫ কোটি টাকা কর দেয় ওই ছয় সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের ওপর করপোরেট করের হার উচ্চ (২৭ দশমিক ৫ শতাংশ)। পাশাপাশি নিউজপ্রিন্ট আমদানিতেও বেশি হারে শুল্ক-কর দিতে হয় সংবাদপত্রকে। যদিও সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা ও বিজ্ঞাপন কমছে। মালিকেরা সংবাদপত্রের করপোরেট কর কমানো এবং নিউজপ্রিন্ট আমদানিতে শূন্য শুল্ক-হার নির্ধারণের দাবি জানিয়ে এলেও তা পূরণ হয়নি।

প্রথম আলোর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মিডিয়াস্টার লিমিটেড বৃহৎ করদাতা ইউনিটে (এলটিইউ) নিবন্ধিত। গণমাধ্যম শ্রেণিতে এই প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ কর দেয়। বাকি সংবাদপত্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো কর অঞ্চল-৫ এর নিবন্ধিত করদাতা। *দৈনিক আজাদী* চট্টগ্রাম কর অঞ্চলে নিবন্ধিত।

প্রতিবছর সেরা করদাতাদের সম্মাননা দেয় এনবিআর। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিক শ্রেণিতেও এই সম্মাননা দেওয়া হয়। প্রতিবছর চার-পাঁচটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এই সম্মাননা পায়। টানা আটবার মিডিয়াস্টার লিমিটেড তথা *প্রথম আলো* এই সম্মাননা পেয়েছে। চারবার এই সম্মাননা পেয়েছে মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড (ইংরেজি দৈনিক *দ্য ডেইলি স্টার*-এর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)। *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান ও *দ্য ডেইলি স্টার* সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম সাংবাদিক শ্রেণিতে টানা আটবার অন্যতম সেরা করদাতা হয়েছেন। আট বছর ধরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার করদাতা ও প্রতিষ্ঠানকে কর কার্ড ও সম্মাননা দিচ্ছে এনবিআরের আয়কর বিভাগ।

বিষয়টি নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, সংবাদমাধ্যম তথা সংবাদপত্রের জবাবদিহির মধ্যে আসা উচিত। কারণ, সংবাদপত্রের অন্যতম ভূমিকা হলো রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

আজকের আবহাওয়া

চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ২৭ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৯ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনীতে ৩৪.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২১° সেলসিয়াস

লক্ষ করুন

অনিবার্য কারণে আজ প্র বাণিজ্য প্রকাশিত হলো না। **বা. স.**

ডিসেম্বরের মধ্যে পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠকে আগ্রহী দিল্লি

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশের পর্যটকদের জন্য ভারতীয় ভিসা শিগগির চালু হচ্ছে না। শুধু যাঁদের জরুরি প্রয়োজন, তাঁদের ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন থেকে ভিসা দেওয়া হচ্ছে। গতকাল রোববার ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ তথ্য জানান। তিনি এদিন দুপুরে পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

বৈঠকের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তৌফিক হাসান গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, ভারত ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠক করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ভারত কবে থেকে পর্যটক ভিসা চালু করবে, সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে প্রণয় ভার্মা বলেন, 'এখন যাঁদের জরুরি প্রয়োজন, তাঁদের ভিসা দেওয়া হচ্ছে। কারণ, আমাদের লোকবল কম। আমাদের কার্যক্রম স্বাভাবিক হলে এটি (ট্যুরিস্ট ভিসা) শুরু করা সম্ভব হবে। তবে এখন যাঁদের জরুরি, তাঁদের মেডিকেল ভিসা দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া ভারতে গিয়ে তৃতীয় কোনো দেশের ভিসার আবেদন যাঁরা করছেন, তাঁদের আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি।'

ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রসঙ্গটি পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে আলোচনায় এসেছিল কি না, জানতে চাইলে প্রণয় ভার্মা বলেন, এই ইস্যুতে কোনো আলোচনা হয়নি। বৈঠকটি ছিল নিয়মিত বৈঠক।

বাংলাদেশের সঙ্গে স্থিতিশীল ইতিবাচক গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার ওপর জোর দেন ভারতীয় হাইকমিশনার। তিনি বলেন, 'আমরা চাই আমাদের মধ্যে যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে, সেটা আরও বাড়ুক। বাংলাদেশ ভারতের ওপর নির্ভর করে এবং ভারত নির্ভর করে বাংলাদেশের ওপর। অর্থাৎ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। আমরা চাই এটা বাড়ুক। আমরা উন্নয়ন ও নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছি। আমরা মূলত আলোচনা করেছি কীভাবে আমরা কাজগুলো এগিয়ে নিতে পারি।'

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এরই মধ্যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। এ নিয়ে জানতে চাইলে তৌফিক হাসান বলেন, ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করতে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কোনো নির্দেশনা এখন পর্যন্ত আসেনি।

এদিকে ভারতীয় হাইকমিশনারের সঙ্গে পররাষ্ট্রসচিবের সৌজন্য সাক্ষাতের পর সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। এতে বলা হয়েছে, ভারতীয় ভিসা কার্যক্রম, ভারতীয় ঋণ চুক্তির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে কর্মরত ভারতীয় লোকজনের বাংলাদেশে ফেরার পরিস্থিতি কী, নবায়নকৃত ট্রাভেল অ্যারেঞ্জমেন্টের পুনর্নবায়ন, বাংলাদেশে আটক জেলেদের বিষয়ে দ্রুত কনস্যুলার সুবিধা দেওয়া ও তাঁদের ফেরত পাঠানো এবং দুই দেশের মধ্যে পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠকসহ নানা ধরনের নিয়মিত বৈঠক শুরুর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

কুয়াশা ভোরবেলায় কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। কুয়াশাচ্ছন্ন পথে চলছে যানবাহন। গতকাল সকাল সাড়ে ছয়টায় রাজধানীর ক্রিসেন্ট লেকসংলগ্ন সড়কে। ছবি : জাহিদুল করিম

বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদনের শুনানি বৃহস্পতিবার

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে করা পৃথক আবেদন আপিল বিভাগে পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য ২৪ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক গতকাল রোববার এই দিন নির্ধারণ করেন।

এর আগে ২০১১ সালের ১০ মে আপিল বিভাগের সাত বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করে রায় দেন। হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল মঞ্জুর করে ওই রায় দেওয়া হয়। এই রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে গত সপ্তাহে একটি আবেদন করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে এর আগে অন্য আবেদনটি করেন সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারসহ পাঁচ বিশিষ্ট ব্যক্তি। অন্যরা হলেন তোফায়েল আহমেদ, এম হাফিজউদ্দিন খান, জোবাইরুল হক ভূঁইয়া ও জাহরা রহমান।

মির্জা ফখরুলের আবেদনের পক্ষে আদালতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। পাঁচ বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শরীফ ভূঁইয়া।

পরে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির *প্রথম আলোকে* বলেন, আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে দুটি রিভিউ আবেদন একসঙ্গে শুনানির জন্য ২৪ অক্টোবর দিন নির্ধারণ করেছেন চেম্বার আদালত।

১৯৯৬ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সংশোধনীর বৈধতা নিয়ে ১৯৯৮ সালে হাইকোর্টে রিট করা হয়। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুল দেন। হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ চূড়ান্ত শুনানি শেষে ২০০৪ সালের ৪ আগস্ট রায় দেন। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীকে বৈধ ঘোষণা করে দেওয়া রায়ে বলা হয়, ১৯৯৬ সালের ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানসম্মত। এ রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে আপিল করে রিট আবেদনকারীপক্ষ। এই আপিল মঞ্জুর করে ২০১০ সালের ১০ মে আপিল বিভাগ রায় ঘোষণা করেন। ঘোষিত রায়ের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যানের পদত্যাগের ঘোষণা

এইচএসসি পরীক্ষা

ঢাকা বোর্ডে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, চেয়ারম্যানের কক্ষ তছনছ। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডেও বিক্ষোভ।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এবার এসএসসির সব বিষয় 'ম্যাপিং' করে 'বৈষম্যহীনভাবে' এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দাবিতে একদল শিক্ষার্থীর অবরোধের মুখে পদত্যাগ করার ঘোষণা দিয়েছেন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।

গতকাল রোববার রাতে *প্রথম আলোকে* পদত্যাগ করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন অধ্যাপক তপন কুমার সরকার। তিনি বলেন, বোর্ডে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের কাছেও তিনি এই ঘোষণা দিয়েছেন।

এর আগে গতকাল দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রাঙ্গণে ঢুকে বিক্ষোভ ও অবরোধ করেন একদল শিক্ষার্থী। তাঁরা বলছেন, বিক্ষোভ চলাকালে তাঁদের ওপর হামলা হয়েছে। হামলায় কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। অন্যদিকে বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, কিছু শিক্ষার্থী ভবনের ভেতরে ঢুকে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কক্ষেও ভাঙচুর চালিয়েছেন। একই দাবিতে গতকাল চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডেও বিক্ষোভ হয়েছে।

এ বছরের এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ৩০ জুন। সাতটি পরীক্ষা হওয়ার পর সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে কয়েক দফায় পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। তখন পর্যন্ত ছয়টি বিষয়ের পরীক্ষা বাকি ছিল। ব্যবহারিক পরীক্ষাও বাকি ছিল। একপর্যায়ে স্থগিত পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে গত ২০ আগস্ট সচিবালয়ের ভেতরে ঢুকে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। তখন স্থগিত পরীক্ষাগুলো বাতিল করতে বাধ্য হয় শিক্ষা বিভাগ।

১৫ অক্টোবর এইচএসসি-সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। স্থগিত হওয়া বিষয়গুলোর পরীক্ষা আন্দোলনের মুখে বাতিলের কারণে এবার এইচএসসি পরীক্ষার মূল্যায়ন হয়েছে ভিন্ন পদ্ধতিতে। বাতিল হওয়া পরীক্ষাগুলোর মূল্যায়ন হয়েছে পরীক্ষার্থীদের এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে (বিষয় ম্যাপিং)। অর্থাৎ এসএসসিতে যে নম্বর পেয়েছিলেন শিক্ষার্থী, সেটা এইচএসসিতে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আর এইচএসসিতে যে বিষয়গুলোর পরীক্ষা হয়েছিল, সেগুলোর উত্তরপত্রের ভিত্তিতে মূল্যায়ন হয়েছে। এ দুই মূল্যায়ন মিলে এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করা হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে বিক্ষোভে যাওয়া শিক্ষার্থীরা বলছেন, ইতিমধ্যে যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তা বৈষম্যমূলক। এ জন্য এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সব বিষয়ের ওপর 'ম্যাপিং' করে ফলাফল নতুন করে প্রকাশ করতে হবে।

গতকাল দুপুরের দিকে 'এইচএসসি ব্যাচ ২০২৪'-এর ব্যানারে একদল শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে যান। তাঁদের মধ্যে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কৃতকার্য শিক্ষার্থীরাও ছিলেন।

একপর্যায়ে ফটকের তালা ভেঙে শিক্ষার্থীরা বোর্ডের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তাঁরা ভবনের ভেতরেও ঢুকে পড়েন। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বলেছেন, বোর্ডের ভেতরে তাঁদের ওপর হামলা হয়। হামলায় কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাঁরা এই হামলার বিচার চান। অন্যদিকে বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, শিক্ষার্থীরা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কক্ষে, এমনকি কক্ষের সামনেও ভাঙচুর চালান।

রাত সাড়ে নয়টার দিকে বোর্ডের একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন, বোর্ডের ভেতরের চত্বরে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থীরা কিছুক্ষণ আগে চলে গেছেন।

বিচারকদের নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা বহাল রেখে আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন নিষ্পত্তি করে গতকাল রোববার আদেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। এই রায়ের ফলে কোনো বিচারপতির বিরুদ্ধে অসমর্থতা ও পেশাগত অসদাচরণের কোনো অভিযোগ উঠলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ের পর সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। পরে মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তা জানানো হয়।

অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ের পর্যালোচনার আবেদন নিষ্পত্তির মাধ্যমে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনরুজ্জীবিত হয়েছে বা পুনরায় কার্যকর হয়েছে। এটি নিয়ে কিছুটা 'কনফিউশন' ছিল। আদালতের রায়ের মাধ্যমে তা দূর হয়েছে। অর্থাৎ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এখন সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা যাবে।

আইন উপদেষ্টা বলেন, 'উচ্চ আদালত সম্পূর্ণ স্বাধীন। উচ্চ আদালত তাঁদের মতো করে ব্যবস্থা নেবেন। তবে আমরা মনে করি, এখন অন্তত ছাত্র-জনতা তাদের অভিযোগ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার জন্য একটা উপযুক্ত ফোরাম পেল। আমরা এটাকে একটা ইতিবাচক অগ্রগতি দেখতে চাই।'

আসিফ নজরুল বলেন, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিষয়ে সংবিধানেই বলা আছে। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম দুজন বিচারক মিলে এই কাউন্সিল গঠিত হয়। কেউ যদি আজই সেখানে কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেন, তাহলে সেটির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।

আইন উপদেষ্টা বলেন, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল যখন বাতিল ছিল, তখন উচ্চ আদালতের বিচারকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ফোরাম ছিল না। আবার জবাবদিহি নিশ্চিত করার ইচ্ছাও তৎকালীন উচ্চ আদালতের প্রশাসনের ছিল না। কারণ, তখন তাঁদের ফরমায়েশি রায় হয়েছিল। আপনারা জানেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কী রকম রায় হয়েছে! তারেক রহমানকে বাংলাদেশে কথাই বলতে দেওয়া হয়নি! বাক্‌স্বাধীনতা রুদ্ধ করার মতো এমন রায়ও হয়েছে। এ ছাড়া বহু মানুষ তাঁদের মানবাধিকার রক্ষা করার সুযোগ পাননি। বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, 'বর্তমানে যাঁরা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন, আদালতের জবাবদিহি নিশ্চিত করার সদিচ্ছা তাঁদের আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। এবার সেটা বাস্তবায়ন করার ফোরামও পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এটিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছি।'

গুলশান লেক দখলের অভিযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এলাকায় সিটি জরিপ দাগ নং ৮৮২১, জমির পরিমাণ ১৬ দশমিক ৫০ শতাংশ (১০ কাঠা)। এই জমিতে কোনো নির্মাণকাজে ২০১৮ সালে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা আছে। ভেতরে লোক দেখা গেল, কিন্তু ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া গেল না।

ওই জায়গার পূর্ব পাশেই একটি নার্সারি। নার্সারির ভেতর ঢুকে কথা হয় মালিকের সঙ্গে। মালিক দুজন, কামরুজ্জামান (শিপু) ও লিটন; তাঁরা বন্ধু। দুই বন্ধুর এই নার্সারির নাম 'নতুন বাংলাদেশ'। ৫ আগস্টের আগে এই নার্সারির মালিক ছিলেন অন্যরা। কামরুজ্জামান বলেন, 'নার্সারির নামে এখানে মাদকের ব্যবসা চলত। সরকার পড়ে যাওয়ার পরই আমরা ওদের (আগের মালিক) বলেছি, নার্সারিতে আর না ঢুকতে। এখন আমরাই নার্সারি দেখাশোনা করি।' তাঁরা দাবি করলেন, গুলশান সোসাইটির মৌখিক অনুমতি নিয়েই তাঁরা নার্সারি চালাচ্ছেন। দুজনেই মহাখালীর বাসিন্দা।

তাঁদের মধ্যে লিটন একসময় ছাত্রদলের রাজনীতি করতেন। লিটন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পাশের জায়গাটি যাঁরা দখল করেছেন, তাঁদের চিনি না। আগে কখনো দেখিনি। শুনেছি লোকটি বিদেশে ছিলেন।'

গুলশান লেকের ওই অংশের পাশের রাস্তা দিয়ে বাস, প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেল, স্কুটি চলাচল করছে। এসব যানবাহনে থাকা অনেকেরই চোখ আটকে যাচ্ছে হঠাৎ তৈরি হওয়া টিনের বেড়ায়।

লিটন এই প্রতিবেদককে নিয়ে গেলেন বেড়া দেওয়া স্থানে। বেশ কয়েকবার শব্দ করার পর এক কিশোর দরজা খুলে দিল। ভেতরে ভাঙা ইট ও সিমেন্টের বেশ কয়েকটি বস্তা। একটি ছোট টিনের ঘর, সেখানে খাটিয়ায় বসা তত্ত্বাবধায়ক। নাম মো. নূরুল ইসলাম। জানালেন, সাড়ে সাত বছর সিঙ্গাপুরে ছিলেন। সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন।

নূরুল ইসলাম বললেন, জায়গাটির মালিক সৈয়দ আহম্মেদ। সৈয়দ আহম্মেদ সম্পর্কে তাঁর ভাই। বাসা উত্তরায়। সৈয়দ আহম্মেদ রাশিয়ায় ছিলেন।

লেকের জায়গার কথা তুলতেই নূরুল ইসলাম একটি 'অনুরোধপত্র' এই প্রতিবেদকের হাতে ধরিয়ে দিলেন। তাতে লেখা, কেউ যেন সৈয়দ আহম্মেদকে 'ভূমিদস্যু' বা 'লেকখেকো' না বলেন।

তত্ত্বাবধায়ক নূরুল ইসলাম দাবি করেন, ২০০১ সালে জায়গাটি সৈয়দ আহম্মেদ এক ব্যক্তির কাছ থেকে কেনেন। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) ঠিকাদার ২০১৭-১৮ সালে গুলশান লেক সংস্কারের সময় তাঁদের জমি খনন করে লেকে রূপান্তর করে। তাঁরা মামলা করেন। ২০১৮ সালে হাইকোর্ট উন্নয়নকাজে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। এ-সম্পর্কিত সব কাগজপত্র রাজউক ভবনে জমা দেওয়া আছে। জমির মালিক এখনো সৈয়দ আহম্মেদ।

এত দিন আপনারা কোথায় ছিলেন, এমন প্রশ্নের জবাবে নূরুল ইসলাম বলেন, মামলা-মোকদ্দমায় সময় চলে গেছে। হাতে টাকাপয়সা তেমন ছিল না। এখন সময় হয়েছে।

এ ব্যাপারে রাজউকের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ আশরাফুল ইসলাম বলেন, ঢাকা বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) ও প্রাকৃতিক জলাশয়বিষয়ক আইন অনুযায়ী জলাশয়ের স্থানে কোনো স্থাপনা করার সুযোগ নেই। ওই ব্যক্তি (সৈয়দ আহম্মেদ) যদি জমির মালিক হন, মালিক হওয়ার পরও যদি কোনো ক্ষতিপূরণ না পেয়ে থাকেন, তবে তিনি ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারেন। কোনো স্থাপনা তৈরি করতে পারেন না। তিনি আরও বলেন, শিগগির কাগজপত্র যাচাই করা হবে।

রাজনীতি ও ভোট থেকে বিরত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গত তিনটি নির্বাচন (২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪) নিয়েই বিতর্ক রয়েছে। ২০১৪ সালে একতরফা নির্বাচনে বিএনপিসহ বেশির ভাগ দল অংশ নেয়নি। ২০২৪ সালেও মিত্রদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির মাধ্যমে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে আওয়ামী লীগ। এ নির্বাচনের ছয় মাসের মাথায় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকারের পতন হয়।

২০১৮ সালের নির্বাচনে আগের রাতেই ভোট শেষ করাসহ গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। তবে ওই নির্বাচনে বিএনপিসহ সব দল অংশ নিয়েছিল।

বিএনপি নেতারা বলছেন, তাঁরা ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নিলেও ওই ভোটের অনিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। নির্বাচনে অংশ নেওয়া এবং ফ্যাসিস্ট শাসনকে সহায়তা করা এক বিষয় নয় বলে যুক্তি দেন তাঁরা। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নিলেও ভোটের দিন সকালেই অনিয়মের কারণে ভোট বর্জন করেছেন।

শেখ হাসিনার শাসনে গত তিনটি সংসদেই মিত্র বা সহযোগী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল জাতীয় পার্টি। এখন আওয়ামী লীগের শাসনে গত তিনটি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, সে ব্যাপারে জাপার মহাসচিব মুজিবুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁদের দল নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংবিধানবিরোধী বা বেআইনি কিছু করেনি।

আওয়ামী লীগ নিয়ে চাপ

সরকারি সূত্রগুলো বলছে, আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে, সে ব্যাপারে আন্দোলনের ছাত্র নেতৃত্বসহ বিভিন্ন মহল থেকে সরকারের ওপর চাপ আছে। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার দাবিও রয়েছে। এমনকি সরকারের ভেতরেও কারও কারও এমন চিন্তা থাকতে পারে। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সংলাপে এলডিপিসহ কয়েকটি দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের দাবি তুলেছে। কিন্তু বিএনপির নেতারা বলছেন, তাঁরা কোনো দলকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে নন। এ সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ।

আওয়ামী লীগ আমলের নির্বাচনগুলো নিয়ে বিতর্কের অন্যতম বিষয় হচ্ছে দলটি বিরোধী দলগুলোকে সুযোগ না দিয়ে একতরফাভাবে নির্বাচন করেছে। বিএনপিসহ বেশির ভাগ দলকে নির্বাচনের বাইরে রাখা হয়। ফলে ওই নির্বাচনের বৈধতার প্রশ্নও এসেছে। এখন আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নির্বাচন হলে তাতেও প্রশ্ন তোলার সুযোগ তৈরি হতে পারে। বিএনপি নেতাদেরও কেউ কেউ এমনটা ধারণা করেন।

তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক আল মাসুদ হাসানুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, কোনো দলের নির্বাচনে অংশ নেওয়া, না নেওয়ার প্রশ্নে সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচন কমিশনই সিদ্ধান্ত নেবে। তবে এবার সরকার পতনের আন্দোলনে অনেক হত্যাকাণ্ড হয়েছে। ফলে ভিন্ন একটা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি আলোচনায় আসছে।

সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল ফিরল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অপসারণ ও ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে আপিল বিভাগে থাকা রিভিউ আবেদনের বিষয়টি আবার আলোচনায় আসে।

২০১৪ সালে জাতীয় সংসদে পাস করা ষোড়শ সংশোধনীর আইনের বৈধতা নিয়ে তখন হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছিলেন নয়জন আইনজীবী। গতকাল আপিল বিভাগের রায়ের পর রিট আবেদনকারীদের আইনজীবী মনজিল মোরসেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তির মধ্য দিয়ে ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার রায় বহাল রয়েছে। রিভিউর নিষ্পত্তির রায়ে বিচারপতিদের পদত্যাগ-সংক্রান্ত ৯৬(৮) উপ-অনুচ্ছেদটিও পুনর্বহাল করা হয়েছে। ফলে বিচারপতিদের পদত্যাগ নিয়ে বিতর্ক দূর হলো।

রিভিউ আবেদনের শুনানি

রাষ্ট্রপক্ষের করা রিভিউ আবেদনটি শুনানির জন্য গতকাল আপিল বিভাগের কার্যতালিকার এক নম্বর ক্রমিকে ছিল। সকাল নয়টার দিকে এজলাসে আসেন প্রধান বিচারপতি ও অপর পাঁচ বিচারপতি। তাঁরা হলেন বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম, বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী, বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল করিম, বিচারপতি মো. রেজাউল হক ও বিচারপতি এস এম এমদাদুল হক।

রিভিউ আবেদনের ওপর শুনানি শুরু হয় সকাল সাড়ে নয়টার দিকে। অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান শুনানিতে বলেন, রিভিউ আবেদনে (আওয়ামী লীগ সরকার আমলে করা) ৯৪টি যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। যখন ৯৪টি যুক্তি থাকে, তখন সেগুলো কোনো যুক্তিই নয়। যে কারণে এগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে না। বাড়তি একটি যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে আপিল বিভাগের আগের রায়ে ৯৬ অনুচ্ছেদের ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ উপ-অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করা হয়। তবে বিচারপতিদের পদত্যাগ-সংক্রান্ত উপ-অনুচ্ছেদটি পুনর্বহাল করা হয়নি। তিনি বলেন, সাংবিধানিকভাবে বিচারপতিদের পদত্যাগের অধিকার রয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীতে ৯৬(৮) উপ-অনুচ্ছেদে পদত্যাগের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে, আর বাহাত্তর সালের সংবিধানের ৯৬(৪) অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বলা হয়। পদত্যাগ বিষয়ে অস্পষ্টতা দূর করে রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তির আরজি জানান অ্যাটর্নি জেনারেল।

রিট আবেদনকারীদের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। তিনি বলেন, ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে আপিল বিভাগের রায় হওয়ার পর সংবিধান ছাপা হয়। অথচ এতে রায়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। আইনের উদ্দেশ্য ছিল বিচারককে কীভাবে অপসারণ করা যাবে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থেকে জাতীয় সংসদে নিয়ে যাওয়ার জন্য ষোড়শ সংশোধনী আইনটি করা হয়।

মনজিল মোরসেদ বলেন, পদত্যাগ-সংক্রান্ত ৯৬(৮) উপ-অনুচ্ছেদ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে ষোড়শ সংশোধনী আইনটি বাতিল করা হয়েছে। আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল করেন। তিনি বলেন, পদত্যাগ করা বিচারকদের মৌলিক অধিকার। এ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে না। কেননা আপিল বিভাগের রায়ের পর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা পদত্যাগপত্র দেন এবং তা গৃহীত হয়। বিচার বিভাগের সুরক্ষা ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনরুজ্জীবিত করে আপিল বিভাগ আগে যে রায় দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে রিভিউ করার সুযোগ নেই। তাই রিভিউ আবেদন খারিজ করার আরজি জানান তিনি।

আদালতের অনুমতি নিয়ে শুনানিতে অংশ নেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. রুহুল কুদ্দুস। রায়ের পর তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, এই রায়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা বাড়ল।

ষোড়শ সংশোধনীর পূর্বাপর

বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে নিতে ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাস হয়। 'বিচারকদের পদের মেয়াদ'-সংক্রান্ত ষোড়শ সংশোধনী বিল অনুসারে, সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ ২-এ বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতাসংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়, প্রমাণিত ও অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্যসংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারিত করা যাবে না। আর উপ-অনুচ্ছেদ ৩-এ বলা হয়, এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব-সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোনো বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবে।

বাহাত্তরের সংবিধানে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা ছিল সংসদের হাতে। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে ৯৬(২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সরাসরি রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। আর ৯৬(৩) অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়।

১৯৭৭ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে এক সামরিক আদেশে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে দেওয়া হয়। এরপর তাঁর সময়েই পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এই বিধান সংবিধানে স্থান পায়।

২০১০ সালে আপিল বিভাগ পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করেন, তবে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

এরপর ২০১১ সালে জাতীয় সংসদে গৃহীত পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাহাত্তরের সংবিধানের অনেক বিষয় ফিরিয়ে আনা হলেও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল রেখে দেওয়া হয়।

২০১৪ সালে বিচারক অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে দিয়ে ষোড়শ সংশোধনী পাস করা হয়। তাতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বাদ দেওয়া হয়।

ষোড়শ সংশোধনীর বৈধতা নিয়ে ৯ জন আইনজীবী হাইকোর্টে একটি রিট করেন। ২০১৬ সালের ৫ মে হাইকোর্টের তিন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করে। একই বছরের ৩ জুলাই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার (এস কে সিনহা) নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের সাত সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সর্বসম্মতিতে আপিল খারিজ করে রায় দেন।

২০১৭ সালের ১ আগস্ট পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। রায়ে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের জন্য ৩৯ দফাসংবলিত একটি আচরণবিধিও প্রণয়ন করে দেওয়া হয়।

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা তাঁর লেখা রায়ে গণতন্ত্র, রাজনীতি, সামরিক শাসন, নির্বাচন কমিশন, সুশাসন, দুর্নীতি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ দেন। রায়ে তাঁর বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ নিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী, দলীয় নেতা ও দলটির সমর্থক আইনজীবীরা। তাঁরা প্রধান বিচারপতি সিনহার পদত্যাগের দাবি তোলেন। একপর্যায়ে বিচারপতি সিনহা ছুটি নিয়ে বিদেশে চলে যান। বিদেশে থাকা অবস্থায়ই তিনি পদত্যাগ করেন। অবশ্য অনেক পরে তিনি গণমাধ্যমে বলেছিলেন, তাঁকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কমল

এদিকে ষোড়শ সংশোধনী নিয়ে আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে ২০১৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। সেই রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তি করে গতকাল আপিল বিভাগ রায় দেন।

আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এ মতিন *প্রথম আলোকে* বলেন, পঞ্চম সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করা হলে তাতে কিছু কিছু বিষয়কে সুরক্ষা দেওয়া হয়। এর মধ্যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলও ছিল। তিনি বলেন, রিভিউ আবেদন নিষ্পত্তি করে আপিল বিভাগের এই রায়ের মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগের ওপর অন্য দুটি অঙ্গের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কমে গেল, যা খুবই ইতিবাচক।

'সাকিবের টেস্টে' ভালো সুযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মিরপুর টেস্টকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের আশপাশের পরিবেশ আরও আড়ালে ঠেলে দিয়েছে ক্রিকেটকে। কাল দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্টেডিয়ামের বাইরে সাকিব-ভক্ত ও সাকিববিরোধীদের মধ্যে ব্যাপক পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ঘটেছে সাকিবকে মিরপুরে শেষ টেস্ট খেলতে দেওয়ার দাবি জানাতে আসা ভক্তদের ওপর সাকিববিরোধীদের লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিচার্জের ঘটনাও।

মাঠে তখন চলছিল দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অনুশীলন। বাইরের ঘটনা নিয়ে তাঁরা খোঁজখবর তো নিয়েছেনই, অনুশীলন শেষে হোটেলে ফেরার সময় দলের অনেককেই বাসের ভেতর থেকে বাইরের বিক্ষোভের দৃশ্য ভিডিও করতে দেখা গেছে।

ঘটনার সূত্রপাত দুপুরে। 'সাকিবিয়ান' ব্যানারে সাকিবকে মিরপুর টেস্টে খেলানোর দাবিতে স্টেডিয়ামের বাইরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করছিলেন একদল সাকিব-ভক্ত। একপর্যায়ে তাঁদের ওপর লাঠিসোঁটা নিয়ে চড়াও হন একদল সাকিববিরোধী তরুণ। পুলিশ ও সেনাসদস্যরা সামনে থাকলেও তখন কাউকেই তাঁরা বাধা দেননি। হামলার ঘটনা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কোনো কথা বলতেও রাজি হননি।

এ ঘটনা টিকিট বিক্রিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। স্টেডিয়ামের টিকেট বুথ থেকে সব ধরনের গ্যালারি মিলিয়ে কাল মাত্র ৩০-৩২ হাজার টাকার টিকিটই বিক্রি হয়েছে বলে খবর। বিসিবির টিকিট কমিটির এক সদস্যের ধারণা, সাকিব-ভক্ত বনাম সাকিববিরোধীদের মারামারিটা না হলে আরও কিছু টিকিট বিক্রি হতে পারত। তবে পরিস্থিতি যা, তাতে যেকোনো ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতে মিরপুর টেস্টের গ্যালারিতে দর্শক কম থাকলে সেটাও মন্দের ভালো বলে বিবেচিত হতে পারে। গতকালের ঘটনার পর ম্যাচ চলাকালীন শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে যে বাড়তি নিরাপত্তা থাকবে, তাতে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই।

মিরপুর টেস্টটা হওয়ার কথা ছিল সাকিব আল হাসানের শেষ টেস্ট। সাকিবের ঘরের মাঠে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে কিছুটা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁকে রেখেই ঘোষণা করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আজ থেকে শুরু প্রথম টেস্টের দল। কিন্তু নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া পরামর্শে শেষ পর্যন্ত সাকিবের পরিবর্তে দলে নেওয়া হয় বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদকে। আর সাকিব টেস্টটা খেলতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে রওনা দিয়েও থেমে যান দুবাইয়ে, দেশে আর আসেননি।

সাকিব না থাকলেও এই টেস্টের সব আলোচনা তাঁকে নিয়েই। দুই অধিনায়কের সংবাদ সম্মেলনেই ঘুরেফিরে এসেছে সাকিব প্রসঙ্গ। বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেনের সংবাদ সম্মেলনে তো অর্ধেক প্রশ্নই হলো সাকিবকে নিয়ে।

খেলা নিয়ে যেটুকু কথা, তাতে এই সিরিজে নাজমুল এগিয়ে রেখেছেন বাংলাদেশকেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এখন পর্যন্ত ১৪টি টেস্ট খেলে কোনো জয় নেই বাংলাদেশের। ২০১৫ সালে চট্টগ্রাম ও মিরপুরে দুটি ড্র থাকলেও দুটিই বৃষ্টির সুবাদে। তারপরও অধিনায়কের বাংলাদেশকে এগিয়ে রাখার কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকার এই দলটার কোনো ক্রিকেটারেরই বাংলাদেশের মাটিতে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নেই। টেমবা বাভুমার ছিল, কিন্তু চোটের কারণে খেলা হচ্ছে না তাঁর।

অনভিজ্ঞ দক্ষিণ আফ্রিকাকে 'ভালো দল' উল্লেখ করেও নাজমুল তাই বলেছেন, 'আমরা সর্বশেষ চার টেস্টের দুটি জিতেছি, দুটি হেরেছি। পঞ্চাশ ভাগ জয়ের হার। ঘরের মাঠে আমরা সব সময় ভালো খেলি। দুই দলের জন্যই চ্যালেঞ্জ হবে, তবে আমি অবশ্যই বাংলাদেশকে একটু এগিয়ে রাখব। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে কখনো জিতিনি, এটা বড় সুযোগ।'

সাকিব না থাকলেও মিরপুরের উইকেটে যথারীতি স্পিনারদের দিকেই তাকিয়ে আছেন নাজমুল, 'স্পিনারদের বাড়তি ভূমিকা তো থাকবেই, সব সময় যেটা থাকে, অতীতেও দেখেছি। অতীতে যেভাবে বল করেছে, স্পিনাররা সেভাবেই বল করবে।'

সাকিবকে নিয়ে আলোচনার ডামাডোলে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের শুরুতে একটা ব্যাপার প্রায় ঢাকাই পড়ে যাচ্ছে। আগের কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহের বিতর্কিত বিদায়ের পর এই টেস্টটা হতে যাচ্ছে নতুন কোচ ফিল সিমন্সের অধীনে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ। মাত্রই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া সিমন্স অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রস্তুতিতে খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারেননি। তবে খেলোয়াড়দের দায়িত্ব সচেতনতার ওপর আস্থা আছে অধিনায়কের, 'খেলোয়াড়েরা বা আমি অধিনায়ক হিসেবে জানি আমরা কী করতে চাই, কীভাবে খেলতে চাই। সবাই সবার দায়িত্বটা জানে। কোচকেও আমার পরিকল্পনা জানিয়েছি, উনিও আমার সঙ্গে একমত।'

বাংলাদেশ দলের সঙ্গে মাত্রই যোগ দিলেও অভিজ্ঞতারও তো একটা দাম আছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বর্তমান সময়ের কোচদের মধ্যে অন্যতম অভিজ্ঞ সিমন্স। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই সাকিবকে নিয়ে চলমান উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে দলের প্রতি তাঁর পরামর্শ—মনোযোগটা যেন সবাই ধরে রাখে।

ঘরের মাঠের দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে বাংলাদেশের জন্য আসলে সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।

“ তাঁরা উপকেন্দ্র বন্ধ করে দিলেন। এটা তো বাসাবাড়ির সুইচ নয়, ইচ্ছে হলে বন্ধ করে দেবেন।

মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা; পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে

সংক্ষেপে

ছাত্র আন্দোলনে নিহতের বোনকে চাকরি দিল জবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) স্নাতকোত্তর শ্রেণির শিক্ষার্থী ইকরামুল হক সাজিদের বোন ফারজানা হককে চাকরি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রেজাউল করিম এই নিয়োগ প্রদান করেন। তিনি ‘জুনিয়র প্রোগ্রামার’ পদে নিয়োগ পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদ শিক্ষার্থী ইকরামুল হক সাজিদের বোন ফারজানা হককে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জুনিয়র প্রোগ্রামার পদে নিয়োগ দিয়েছে। ইকরামুল হকের পরিবার ও বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রেজাউল করিম এই নিয়োগ প্রদান করেন। প্রসঙ্গত, আন্দোলন চলাকালে গত ৪ আগস্ট মিরপুরে গুলিবিদ্ধ হন ইকরামুল হক সাজিদ। রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় পরে তিনি মারা যান। মা-বাবা ও একমাত্র বোনের সঙ্গে মিরপুরে থাকতেন ইকরামুল সাজিদ। ইকরামুল হক সাজিদ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।

প্রতিবেদক, *জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*

ঝুঁকি

শিশুকে সামনে বসিয়ে মোটরসাইকেল চালাচ্ছেন অভিভাবক। সামান্য অসাবধানতায় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। গতকাল রাজধানীর বাসাবো এলাকায়। ছবি : দীপু মালাকার

ফোনালাপ ফাঁস, ছাত্রদলের ৩ নেতাকে অব্যাহতি

শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজশাহীতে ছাত্রদলের তিন নেতাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গত শনিবার বিকেলে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়েছে। মামলা থেকে নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে ছাত্রলীগের এক কর্মীর সঙ্গে ফোনালাপের দুটি রেকর্ড ফাঁস হওয়ার পর এ পদক্ষেপ নেওয়া হলো। অব্যাহতি পাওয়া তিন নেতা হলেন রাজশাহীর বাগমারা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মহব্বত হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান হাবিব ও সদস্য হাসিবুল ইসলাম। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মহব্বত হোসেন ও আহসান হাবিবকে সাংগঠনিক পদ ও হাসিবুল ইসলামকে প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৬ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ জিয়াউর রহমান হলের সামনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় শাখা ছাত্রলীগের ১০১ নেতা-কর্মীর নাম উল্লেখ করে নগরের মতিহার থানায় মামলা করেন ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান হাবিব। গত বৃহস্পতিবার ওই মামলা থেকে নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে ছাত্রলীগের এক কর্মীর সঙ্গে বাদী আহসান হাবিব ও ছাত্রদলের নেতা হাসিবুল ইসলামের ফোনালাপের দুটি রেকর্ড ফাঁস হয়।

প্রতিনিধি, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

বাঁশের ঝাঁকা

বাড়ির উঠানে বাঁশের ঝাঁকা তৈরি করছেন গৃহবধূ তহুরা বেগম। পাইকারিতে প্রতিটি ঝাঁকার দাম ১০০ টাকা। গতকাল ফরিদপুর সদরের মল্লিক ডাঙ্গীতে। আলীমুজ্জামান

মাছ শিকার বর্ষার শুরু থেকে সুরমা নদীর শাখা কুশিগাঙে মাছ শিকারে ব্যস্ত সময় পার করেন জেলেরা। হেমন্তে পানি অনেকটাই কমে এসেছে। এর মধ্যেও মাছ ধরতে জাল পেতেছেন এক ব্যক্তি। গতকাল সকালে সিলেট নগরের কুশিঘাটে। ছবি : আনিস মাহমুদ

ট্রমা কাটাতে শিশুদের প্রতি যত্ন বাড়ানো দরকার

আন্দোলনে হামলা-নির্যাতন

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন নিয়ে সভার আয়োজন করে গণসাক্ষরতা অভিযান ও ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট।

“ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ শিশুর জন্য বেড়ে ওঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সব পর্যায় থেকে মনোযোগ বাড়াতে হবে।

রাশেদা কে চৌধূরী, নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আন্দোলনে শিক্ষার্থী-জনতার ওপর হামলা, নির্যাতন ও মামলা শিক্ষার্থীদের মনের ওপর চাপ তৈরি করেছে। আন্দোলনে জড়িত না হয়েও বিপুলসংখ্যক হতাহতের ঘটনা সম্পর্কে জেনে অনেক শিশুশিক্ষার্থীও মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছে। শিশুদের এই ট্রমা কাটাতে পরিবার ও স্কুলে তাদের প্রতি যত্ন বাড়ানো দরকার। গতকাল রোববার বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযান ও ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় শিশুদের ট্রমা কাটাতে কী করা উচিত, তা তুলে ধরা হয়।

‘প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন : আমাদের করণীয়’ শিরোনামে আয়োজিত সভায় বলা হয়, সাম্প্রতিক আন্দোলন ও সহিংসতা শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় আকস্মিক বন্যায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একধরনের ট্রমা দেখা দিয়েছে।

সভায় ‘প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য’ শিরোনামে মূল প্রতিবেদন উপস্থাপন করে বলা হয়, এসব বিষয়ে সারা দেশ থেকে দেড় শর বেশি সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিনিধির মতামত নেওয়া হয়েছে। এসব মতামত থেকে উঠে এসেছে যে শিশুরা সরাসরি ঘটনাস্থলে থেকে সহিংসতা দেখেছে, কারও কাছ থেকে ভীতিকর অভিজ্ঞতা জেনেছে, গণমাধ্যম থেকে খবর জেনে সেসব চিত্র কল্পনা করেছে, গুরুতর আঘাত ও মৃত্যুর কথা জেনেছে, বন্যায় ঘরবাড়ি, সম্পদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখেছে। এর ফলে তাদের মধ্যে ভয়, আতঙ্ক, দুঃখবোধ, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, চমকে ওঠা, বিচ্ছিন্নতা বোধ, অসহায়ত্ব বোধ করার মতো আচরণিক প্রকাশ দেখা গেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, শিশুদের বিষণ্নতা, হতাশা কাটানোর জন্য বিনোদনমূলক পরিবেশ তৈরি করা দরকার। শিশুদের সুরক্ষিত রাখার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা উচিত অভিভাবকদের। সরকারের উচিত অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুত না করে বারবার পাঠ্যক্রম পরিবর্তন না করা।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, মাঠের মতামত থেকে শিশুদের ট্রমার মধ্য দিয়ে যাওয়ার তথ্য উঠে এসেছে। চতুর্থ শ্রেণির এক স্কুলছাত্রের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, আন্দোলনের সময় শিশুটি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে পথচারীকে গুলি করছে পুলিশ। শিশুটির মা জানিয়েছেন, ওই ঘটনার পর থেকে তাঁর সন্তান এখনো ঘুমের মধ্যে কেঁপে ওঠে। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ শিশুর জন্য বেড়ে ওঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সব পর্যায় থেকে মনোযোগ বাড়াতে হবে। অনেক স্কুলে খেলার মাঠ নেই। ওয়াসার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক নয়টি খেলার মাঠ দখল করে পানির ট্যাংক স্থাপন করেছিলেন। সেসব উদ্ধারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিছু করছে কি না, তা-ও জানা দরকার। শিশুদের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে সব ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সমন্বিত আইন করতে হবে।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক আব্দুর রউফ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সংস্থার উপপরিচালক তপন কুমার দাশ।

সভায় অতিথির বক্তব্যে ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতালের জ্যেষ্ঠ প্রধান পরামর্শক (সাইকিয়াট্রি ও সাইকোথেরাপি) অধ্যাপক এম এ মোহিত কামাল বলেন, পরিবার থেকে শিশুর মনের যত্ন নেওয়া শুরু করতে হবে। পরিবারে বাবা যদি মায়ের প্রতি যত্নবান হন, তবে তা দেখে শিশুর ব্যক্তিত্ব, আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ হয়।

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ইরাম মারিয়াম বলেন, শিশুদের মানসিক বিকাশে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে উন্মুক্ত আলোচনায় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর শিক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষকদের হেনস্তা হওয়া, পাহাড়ে সংঘাত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে মাদ্রাসায় শৃঙ্খলা শেখানোর নামে শিশুদের শারীরিক শাস্তি ও নির্যাতনের প্রসঙ্গ আসে।

এ প্রসঙ্গে অতিথির বক্তব্যে শিক্ষক উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক এম নাজমুল হক বলেন, শিশুরা ট্রমার মধ্য দিয়ে গেলে তার পড়াশোনায় মনোযোগ থাকে না। সে উদ্ধত হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ প্রাইমারি স্কুল অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার সোসাইটির সভাপতি শাহিনুর আল-আমিন বলেন, আন্দোলনের পর শিক্ষার্থীদের মতো শিক্ষকেরাও ট্রমার মধ্যে রয়েছেন।

অর্থনীতির বড় বোঝা জ্বালানি আমদানি

সভায় অভিমত

ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) ‘বাংলাদেশের জন্য টেকসই জ্বালানি’ শীর্ষক এই সভার আয়োজন করে।

“ যথাযথ গ্যাস অনুসন্ধান করা হলে জ্বালানি আমদানির কথা নয়, বরং গ্যাস রপ্তানিকারক দেশ হওয়ার কথা বাংলাদেশের।

বদরূল ইমাম, ভূতত্ত্ববিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ব্যবহৃত প্রাথমিক জ্বালানির প্রায় পুরোটাই গ্যাস, জ্বালানি তেল, কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানি। দেশে সম্ভাবনা থাকলেও গ্যাস অনুসন্ধানে ও উৎপাদনে জোর দেওয়া হয়নি। আমদানির দিকে ঝুঁকেছে গত আওয়ামী লীগ সরকার। চড়া দামে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করা হয়েছে। জ্বালানি খাতে প্রাথমিক জ্বালানি আমদানি অর্থনীতির বড় বোঝা।

‘বাংলাদেশের জন্য টেকসই জ্বালানি’ শীর্ষক সভায় এ কথাগুলো বলেন বক্তারা। ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) আয়োজিত সভা শেষে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, বিদ্যুৎ বন্ধের অধিকার কারও নেই।

গতকাল রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এই সভায় মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খরচ কমানোই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, যাতে এ খাতের ভর্তুকি কমানো যায়। এর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। নিজস্ব গ্যাস উৎপাদন বাড়াতে চায় সরকার। স্থলভাগে ও সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানে জোর দেওয়া হয়েছে।

ভূতত্ত্ববিদ বদরূল ইমাম বলেন, কার্বন নিঃসরণ বিবেচনায় জ্বালানি তেল ও কয়লার চেয়ে গ্যাস ভালো। প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য ভূতাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশ খুবই সম্ভাবনাময়। কিন্তু অনুসন্ধান, কূপ খননে অনেক পিছিয়ে দেশ। অথচ যথাযথ গ্যাস অনুসন্ধান করা হলে জ্বালানি আমদানির কথা নয়, বরং গ্যাস রপ্তানিকারক দেশ হওয়ার কথা বাংলাদেশের।

সভার শুরুতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতি নিয়ে একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক ইজাজ হোসেন।

সভায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জোর দেন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক রিজওয়ান খান।

আলোচনা সভায় সূচনা বক্তব্য দেন ফরেন চেম্বারের সভাপতি জাভেদ আখতার। সঞ্চালনা করেন নির্বাহী পরিচালক টি জে এম নূরুল কবির। আর আলোচনা পর্ব সঞ্চালনা করেন জিই ভারনোভা বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার নওশাদ আলী। আরও বক্তব্য দেন পাক্ষিক *এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার* পত্রিকার সম্পাদক মোল্লাহ আমজাদ হোসেন।

‘বিদ্যুৎ বন্ধের অধিকার কারও নেই’

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) বিরুদ্ধে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন ও সৃষ্ট পরিস্থিতি প্রসঙ্গে উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, বিদ্যুৎ বন্ধের অধিকার কারও নেই। তাঁরা যে কাজটা করেছেন, এটা বেআইনি ও গুরুতর অন্যায় করেছেন তাঁরা। দাবি-দাওয়া জানানোর নামে নাশকতামূলক কিছু করা হলে, বিশৃঙ্খলা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা বলেন, আন্দোলনে গোটা দেশ বিদ্যুৎহীন হওয়ার ঝুঁকি তিনি দেখেন না। এটা যাতে না হয়, তার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে।

ফাওজুল কবির বলেন, ধান কাটার মৌসুমের মতো অনেকেই এখন অনেক দাবি নিয়ে আসছে। দাবি করলেই মেনে নেওয়া হবে, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। আরইবি ও সমিতি আগে থেকেই আলাদা। আর চুক্তিভিত্তিক কর্মী সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আছে। তবে দাবি বিবেচনায় নেওয়া হবে না, এটাও বলা হয়নি। দাবি জানাতে কোনো বাধা নেই।

বিদ্যুৎ উপদেষ্টা বলেন, তাঁরা (সমিতির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা) উপকেন্দ্র বন্ধ করে দিলেন। এটা তো বাসাবাড়ির সুইচ না, ইচ্ছে হলে বন্ধ করে দেবেন। আরইবির আইনে এটা জরুরি সেবা হিসেবে স্বীকৃত। তিনি আরও বলেন, সরকারকে অনেকে দুর্বল ভাবে। মনে করে একটা চাপ দেবে, আর সরকার দাবি মেনে নেবে। সরকারকে দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই। অন্য যেকোনো সরকারের চেয়ে এ সরকার অনেক বেশি শক্তিশালী, জনসমর্থনও বেশি।

আন্দোলনকারীরা নতুন করে কর্মসূচি দিলে কী করবেন—এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তারা মনে করেছেন এটা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি; এটা সরকারের সম্পত্তি। বিদ্যুৎ সরবরাহ করার দায়িত্ব সরকারের এবং এটা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। এটা নিশ্চিত করতে যা যা করা দরকার, তা-ই করা হবে।

পরিবেশ উপদেষ্টা

পলিথিন ব্যাগমুক্ত বাজারকে পুরস্কার দেওয়া হবে

ইউএনবি, *ঢাকা*

আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজধানীর পলিথিন ও পলিপ্রোপাইলিন শপিং ব্যাগমুক্ত বাজারকে পুরস্কার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

গতকাল রোববার পরিবেশ অধিদপ্তরের সভাকক্ষে ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সঙ্গে মতবিনিময় সভায় উপদেষ্টা এ কথা বলেন।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন, পরিবহন, বিপণন ও মজুত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এর বিকল্প হিসেবে পাট, চটসহ পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীরা এ কাজে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করবে।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে ব্যবসায়ী নেতারা সরকারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং উৎস বন্ধসহ বিভিন্ন পরামর্শ দেন।

মানহানির মামলা থেকে খালাস তারেক রহমানসহ বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মানহানির একটি মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এবং জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাতুল রাকিব গতকাল রোববার এ রায় দেন। বিএনপির সহ-আইনবিষয়ক সম্পাদক ও আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন *প্রথম আলোকে* এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জয়নুল আবেদীন বলেন, লন্ডনের একটি আলোচনা সভায় তারেক রহমানের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে জননেত্রী পরিষদের সভাপতি এ বি সিদ্দিক বাদী হয়ে ২০১৯ সালে ঢাকার আদালতে একটি মানহানির মামলা করেন। সেই মামলায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে আদালতে হাজির হন না। আদালতের কাছে মামলা থেকে তারেক রহমানসহ অন্যদের খালাস দেওয়ার আবেদন করা হয়। আদালত মামলা থেকে তারেক রহমানসহ অন্যদের খালাস দিয়েছেন।

এর আগে গত ৩ সেপ্টেম্বর এ বি সিদ্দিকের দায়ের করা মানহানিসংক্রান্ত পৃথক চারটি মামলা থেকে খালাস পান বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (সিএমএম) এই রায় দেন।

সড়কে ৩৪ শতাংশ প্রাণহানি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ হাজার ৫৯৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৪ শতাংশের বেশি মৃত্যু হয়েছে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়। এ ছাড়া আহত হয়েছেন ৯ হাজার ৬০ জন। সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে কাজ করা সংগঠন রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদনে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

গতকাল রোববার প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। নয়টি জাতীয় দৈনিক, সাতটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম ও সংগঠনের নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ৯ মাসে দেশে ৫ হাজার ৪৮৫টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এসব দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে শিশু ৭২৯ ও নারী ৬৭৭ জন। আর পেশার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে, সংখ্যাটি ৬৮৭। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের হিসাবে গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ হাজার ৫২৪ জন নিহত হন।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনের মধ্যে পণ্যবাহী যানের সংখ্যা বেশি। এ প্রসঙ্গে সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশে চালকদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নেই। বিশেষ করে পণ্যবাহী যান যাঁরা চালান, তাঁরা ২৪ ঘণ্টার ১৮ ঘণ্টাই থাকেন সড়কে। এতে মানসিকভাবে তাঁরা অসুস্থ থাকেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আঞ্চলিক সড়কে সবচেয়ে বেশি ৩৮ দশমিক ৯০ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে। এরপর আছে ৩৩ দশমিক ৭১ শতাংশ জাতীয় মহাসড়কে এবং ১৪ শতাংশের বেশি গ্রামীণ সড়কে।

শিশুমৃত্যু বেশি হওয়া প্রসঙ্গে সাইদুর রহমান বলেন, এখন ঘর থেকে বের হলেই সড়ক। সেখানে ইচ্ছেমতো থ্রি-হুইলার চলাচল করছে। শিশুরা রাস্তায় গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।

অক্টোবরের প্রথম ২০ দিনেই মৃত্যু সেপ্টেম্বর মাসকে ছাড়াল

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে অক্টোবর মাসের প্রথম ২০ দিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৮৪ জনের মৃত্যু হলো, যা গত সেপ্টেম্বর মাসের চেয়ে বেশি। সেপ্টেম্বর মাসে ডেঙ্গুতে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। চলতি বছর ডেঙ্গুতে ২৪৭ জনের মৃত্যু হলো।

গতকাল রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। তাদের তথ্যমতে, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ছয়জনের মধ্যে চারজন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন ও চট্টগ্রাম বিভাগে একজন করে মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে চারজন নারী ও দুজন পুরুষ।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ২৯৮ জন নতুন করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এ সময়ে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ঢাকা বিভাগের মানুষ, ৭৫০ জন। এর মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ২৪২ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ২২৬ জন এবং এই দুই সিটি করপোরেশনের বাইরে ঢাকা বিভাগে ২৮২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জুলাই থেকে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। জুলাই মাসে ২ হাজার ৬৬৯ জন আক্রান্ত হন। পরের মাস আগস্টে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি, ৬ হাজার ৫২১ জন। আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বর মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত প্রায় তিন গুণ বেড়ে হয় ১৮ হাজার ৯৭ জন। চলতি মাসে ইতিমধ্যে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার ৯৪২-এ।

আক্রান্তের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও বাড়ছে। গত জুলাই মাসে ডেঙ্গুতে ১২ জনের মৃত্যু হয়। আগস্ট মাস তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭ জনে। গত সেপ্টেম্বর মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে, ১২৬ জন। মৃত্যু বেশির দিক থেকে এর পরের অবস্থান যথাক্রমে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগের।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৪৯ হাজার ৮৮০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

এএসপিদের সমাপনী কুচকাওয়াজ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *রাজশাহী*

৪০তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপারদের (এএসপি) প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ১০টায় রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির প্যারেড গ্রাউন্ডে এই কুচকাওয়াজ হওয়ার কথা ছিল।

অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ এবং প্যারেড পরিদর্শন করার কথা ছিল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গণমাধ্যমকর্মীদের আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত শনিবার রাতে জানানো হয়, ‘অনিবার্য কারণে’ সমাপনী কুচকাওয়াজ স্থগিত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে গতকাল স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে।’

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৪০তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে অন্তত ৬২ জন ছাত্রলীগ নেতা নিয়োগ পেয়েছেন বলে শনিবার ফেসবুকে অভিযোগ করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার।

নকশা

রেস্তোরাঁয় যখন বাড়ির পরিবেশ

ঢাকায় জনপ্রিয় হচ্ছে ইন ডাইন রেস্তোরাঁগুলো। পারিবারিক আবহে, সদ্য রান্না করা খাবার খাওয়ার সুযোগ মেলে সেখানে। পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময়ও কাটানো যায় একান্তে।

আরও থাকছে

- রেসিপিতে দেখুন নানা স্বাদের পাস্তা
- প্রসাধনসামগ্রী কত দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে
- অন্য এক শৈশব
- সবকিছুই পাওয়া যাবে ৫০ থেকে ৫০০ টাকায়

চোখ রাখুন আগামীকাল
মূল পত্রিকার সঙ্গে ৮ পৃষ্ঠার ট্যাবলয়েড
দাম ১২ টাকা

প্রথম আলো

করোনা শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। ইউএনবি

গুমসংক্রান্ত কমিশনের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় গুমের ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিশনের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। গতকাল রোববার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এ-সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়।

সচিব শেখ আব্দুর রশিদের সই করা একটি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকার কমিশন অব ইনকোয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫৬ (অ্যাক্ট নম্বর ৬১৯৫৬)-এর সেকশন ১০-এর সাব সেকশন (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের অধীন বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর জারি করা প্রজ্ঞাপন দিয়ে গঠিত গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনকে আইনের সেকশন ১০-এ উল্লিখিত ক্ষমতা অর্পণ করল। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

অপর প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকার কমিশন অব ইনকোয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর সেকশন ৫-এর সাব সেকশন (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের অধীন বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর জারি করা প্রজ্ঞাপন দিয়ে গঠিত গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের ক্ষেত্রে আইনের সেকশন ৫-এর সাব সেকশন (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) প্রযোজ্য করল। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

গত ২৭ আগস্ট হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে এই কমিশন গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার।

আসামি নিয়ে বাদীরই প্রশ্ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আসামি কোথা থেকে এসেছেন, সেটিও জানেন না বাদী। তিনি মামলাটি সংশোধন করতে চান।

চার মাস আগে সৌদি আরব থেকে ফিরে বাইপাইলে বাবার সঙ্গে মুদিদোকান খুলে ব্যবসা শুরু করেন আল আমীন। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর মিছিলে যোগ দিয়ে গুলিবিদ্ধ হন। ১৭ আগস্ট শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে তাঁর লাশ খুঁজে পায় পরিবার।

আল আমীনের বাবার করা মামলায় আসামিদের মধ্যে আছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান প্রমুখ। এ ছাড়া শরীয়তপুরের বিভিন্ন পৌরসভার সাবেক মেয়র, কাউন্সিলর, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাদের আসামি করা হয়েছে।

মামলায় আরও আসামি করা হয় যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী আবদুস সালাম, আবুল কালাম খান, শরীয়তপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ তালুকদার, মডার্ন হারবালের প্রতিষ্ঠাতা আলমগীর মতি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের চিকিৎসক আশরাফুল হক, নড়িয়া উপজেলা সহকারী সমবায় কর্মকর্তা শাহাদত হোসেনকে।

বাদী ইসমাইলের দাবি, এ মামলার পেছনে আছেন নড়িয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি দাদন মুন্সি ও একটি হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি বাবুল তালুকদার। বাবুল শরীয়তপুর জজকোর্টের সাবেক সরকারি কৌঁসুলি হাবীবুর রহমান ও তাঁর ভাই মনির হোসেন মুন্সি হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হয়ে এখন পলাতক। আল আমীন হত্যা মামলায় তাঁর যোগসাজশে আসামির তালিকায় নাম এসেছে হাবীবুরের ছেলে পারভেজ রহমান ও মেজবাউর রহমান এবং মনির হোসেনের ছেলে বোরহান মুন্সির। মামলায় যাঁদের সাক্ষী করা হয়েছে, তাঁরা বাবুল তালুকদার ও তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ।

মামলার বাদী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিএনপির কয়েকজন নেতা ও শরীয়তপুর শহরের একটি হত্যা মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামি আমার সঙ্গে মামলার বিষয়ে যোগাযোগ করেছেন। তাঁরা আমাকে সহযোগিতা করার কথা বলে ডেকেছিলেন। আমি বুঝতেও পারিনি আমাকে ব্যবহার করে এভাবে বিভিন্ন মানুষের নাম মামলায় দেওয়া হবে। আমি আইনগতভাবেই মামলাটি সংশোধন করার চেষ্টা করছি।'

নড়িয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি দাদন মুন্সি গতকাল রোববার হোয়াটসঅ্যাপে *প্রথম আলোকে* বলেন, আল আমীনের বাবা মামলা করার জন্য সহযোগিতা চেয়ে তাঁকে ফোন করেন। এরপর আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। মামলায় কারা আসামি হয়েছেন, তা-ও তিনি জানেন না।

আয়কর দেয় ১ শতাংশ সংবাদপত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেই গণমাধ্যম নিজেরাই কর দেয় কি না, আয়-ব্যয়ের তথ্য সঠিক কি না, মালিকানার স্বচ্ছতার অভাব আছে কি না, এসবই হলো গণমাধ্যমের মৌলিক ভূমিকার পূর্বশর্ত। এত এত সংবাদপত্র, কিন্তু রিটার্ন জমা দেয় না। এটি তাদের ভূমিকার জন্য নৈতিক অবস্থানকে খর্ব করছে।

ইফতেখারুজ্জামানের মতে, নতুন সরকার গণমাধ্যম কমিশন গঠন করেছে। সেখানে সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের আয়-ব্যয়, কর-মালিকানার স্বচ্ছতা এসব বিষয় আলোচনায় থাকা উচিত।

৬% সংবাদপত্র রিটার্ন জমা দেয়

গত অর্থবছরে (২০২৩-২৪ অর্থবছর) সব মিলিয়ে মাত্র ২৮টি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আগের অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব জানিয়ে আয়কর বিভাগে রিটার্ন জমা দিয়েছে। সেই হিসাবে, ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে ৬ শতাংশ সংবাদপত্র রিটার্ন জমা দেয়। বাকি ৯৪ শতাংশ সংবাদপত্র রিটার্ন দেয়নি।

বর্তমানে ঢাকা জেলা থেকে সর্বোচ্চ ২৮৪টি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ঢাকা জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোকে কর অঞ্চল-৫ এ নিবন্ধিত হতে হয়। কিন্তু চার ভাগের তিন ভাগ সংবাদপত্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) নেই। জানা গেছে, ঢাকার কর অঞ্চল-৫ এ ৬৭টি প্রতিষ্ঠানের টিআইএন আছে। এর মধ্যে মাত্র ২৬টি দৈনিক সংবাদপত্র সর্বশেষ অর্থবছরে রিটার্ন দিয়েছে।

গতবার যেসব সংবাদপত্র রিটার্ন দিয়েছে, ওই তালিকায় আছে *প্রথম আলো*, *দ্য ডেইলি স্টার*, *সমকাল*, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, *কালের কণ্ঠ*, *যুগান্তর*, *দ্য সান*, *ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস*, *ঢাকা ট্রিবিউন*, *নিউ এজ*, *ইত্তেফাক*, *যায়যায়দিন*, *মানবজমিন*, *দিনকাল*, *নয়া দিগন্ত*, *ভোরের কাগজ*, *ইনকিলাব* প্রভৃতি। আরও কিছু সংবাদপত্র অনিয়মিতভাবে রিটার্ন জমা এবং করযোগ্য আয় থাকলে তার ওপর কর দেয়।

করযোগ্য আয় না থাকলেও রিটার্ন জমা দেওয়ার কারণ হলো ডিএফপির কাছে এক লাখ কপির বেশি প্রচারসংখ্যা দাবি করা হলে সংবাদপত্রের আয়কর পরিশোধসংক্রান্ত সনদ থাকতে হয়। প্রচারসংখ্যা অনুযায়ী বিজ্ঞাপনের মূল্যহার নির্ধারিত হয়। শুল্কছাড় সুবিধায় নিউজপ্রিন্ট বেশি আমদানি করতেও কোনো কোনো সংবাদপত্র মালিক এক লাখের বেশি প্রচারসংখ্যা দেখান বলে অভিযোগ রয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গত আগস্ট মাসে এক লাখ কপির বেশি প্রচারসংখ্যা দেখিয়েছে ৫৭টি দৈনিক সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের করসংক্রান্ত যত শর্ত

২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মিডিয়া তালিকাভুক্তি ও নিরীক্ষা নীতিমালা, ২০২২ প্রকাশ করা হয়। সেখানে দেখা গেছে, দৈনিক সংবাদপত্রকে সরকারি তালিকাভুক্তি বা মিডিয়া তালিকাভুক্তি; নিরীক্ষা পদ্ধতি; নিউজপ্রিন্ট প্রাপ্যতার হিসাবসহ বিভিন্ন কাজে আয়কর-সংক্রান্ত শর্ত পূরণ করতে হয়।

১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন অনুসারে, সংবাদপত্রের মিডিয়া তালিকাভুক্ত করার জন্য তিন ধরনের করসংক্রান্ত শর্ত পালন করতে হয়। প্রথমত, প্রকাশকের টিআইএন ও ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বর (বিআইএন) থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, সর্বশেষ ছয় মাসের পত্রিকার নিজস্ব ব্যাংক হিসাব বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের বিবরণী দিতে হবে। তৃতীয়ত, ঢাকা ও বিভাগীয় শহরের পত্রিকার ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্নের কপি দিতে হবে।

সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মিডিয়া তালিকাভুক্তি ও নিরীক্ষা নীতিমালা অনুসারে, নিরীক্ষা করার সময় কিছু বিষয়ে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন নিউজপ্রিন্ট আমদানি, ক্রয় ও ব্যবহার ইত্যাদি আর্থিক তথ্য যাচাই করা হবে। পাশাপাশি আয়-ব্যয়ের হিসাব, ব্যাংক হিসাব বিবরণী এবং আয়কর বিবরণীর হিসাব মিলিয়ে দেখা হবে।

এ বিষয়ে টিআইবির ইফতেখারুজ্জামান বলেন, করসংক্রান্ত শর্তগুলো প্রতিপালন করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। যারা প্রতিপালন করছে না, তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম মানা নিশ্চিত করা জরুরি।

সংবাদপত্রে করহার কত

সেবাধর্মী খাত হওয়া সত্ত্বেও সংবাদপত্রশিল্পে শুল্ক-কর হার তুলনামূলক বেশি। এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, সংবাদপত্রের প্রধান কাঁচামাল নিউজপ্রিন্টের ওপর বর্তমানে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক, ১৫ শতাংশ ভ্যাট ও ৫ শতাংশ অগ্রিম কর (এআইটি) রয়েছে। সব মিলিয়ে করভার প্রায় ২৭ শতাংশ। নিউজপ্রিন্টের আমদানিমূল্য, করসহ মোট ব্যয় বা ল্যান্ডেড কস্ট দাঁড়ায় ১২৭ শতাংশ। এর সঙ্গে পরিবহন খরচ যোগ হয়।

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন আয়ের ওপর উৎসে কর (টিডিএস) ৪ শতাংশ (যা চূড়ান্ত কর দায়) এবং কাঁচামালের ওপর অগ্রিম আয়কর (এআইটি) ৫ শতাংশ। সব মিলিয়ে অগ্রিম আয়কর দিতে হয় ৯ শতাংশ। অথচ অধিকাংশ সংবাদপত্রের মোট আয়ের ৯ শতাংশ মুনাফা থাকে না বলে এ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান। তাই দীর্ঘদিন ধরেই সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (নোয়াব) নেতারা সংবাদপত্রশিল্পের করপোরেট করহার ১০-১২ শতাংশের মধ্যে রাখার দাবি জানিয়ে আসছেন। বর্তমানে সংবাদপত্রের ওপর করপোরেট করহার সাড়ে ২৭ শতাংশ।

বিভিন্ন শিল্প খাত করের দিক দিয়ে নানা সুবিধা পেলেও সংবাদপত্র তা পায় না। তৈরি পোশাক খাত করছাড় সুবিধা পায়। এই খাতের করপোরেট করহার ১২ শতাংশ। পরিবেশবান্ধব কারখানা হলে এই হার আরও কম, ১০ শতাংশ। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আয়কর হার ১৫ শতাংশ। সমবায় সমিতির আয়কর হার ২০ শতাংশ। বিভিন্ন খাত কর অবকাশ-সুবিধাও পায়। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের কোম্পানিগুলো দীর্ঘদিন ধরে এ সুবিধা পেয়ে আসছে।

'শুল্ক-কর প্রত্যাহার করা উচিত'

২০১৪ সালে সরকার সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু গত এক দশকে সংবাদপত্র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো কর-সুবিধা পায়নি বললেই চলে।

সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (নোয়াব) সভাপতি এ কে আজাদ *প্রথম আলোকে* বলেন, সংবাদপত্রকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে সরকার। এটি একটি সেবাধর্মী শিল্প। শিল্পের স্বীকৃতি পেলেও সংবাদপত্রের জন্য সরকারের কোনো প্রণোদনা নেই। অথচ অন্যান্য শিল্প সরকারের কোনো না কোনো সুবিধা পেয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ছাপা পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ও বিজ্ঞাপন কমছে। এ অবস্থায় সংবাদপত্রের ওপর থেকে সব ধরনের শুল্ক-কর প্রত্যাহার করা উচিত। এর আগেও সংবাদপত্রের মালিকেরা বিনা শুল্কে কাগজ আমদানির সুযোগ পেতেন, আমরা সেই সুবিধার পুনর্বহাল চাই।'

এ কে আজাদ বলেন, 'একদিকে বিজ্ঞাপন থেকে আয় কমছে, অন্যদিকে করের বোঝা। এর মধ্যে সরকারি বিজ্ঞাপন বাবদ সব সংবাদপত্র মিলিয়ে সরকারের কাছে ১০০ কোটি টাকার বেশি পাওনা রয়েছে। এসব পাওনা পরিশোধে সরকারের দিক থেকে আমরা কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাচ্ছি না। বকেয়া বিল পরিশোধের বিষয়ে বর্তমান সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নেবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।'

আগামী পর্ব : **আয় নেই, কর্তব্যেও নেই, ইচ্ছেমতো পদোন্নতিতে মাথাভারী বাসস**

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ সাবেক উপাচার্যের

'কাজ অর্ধেক, ব্যয় ৫৫ কোটি টাকা, এখন প্রকল্পই বাতিল' শিরোনামে ১৬ অক্টোবর *প্রথম আলোর* তৃতীয় পৃষ্ঠায় ও পরদিন অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন রংপুরে অবস্থিত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ।

প্রতিবাদপত্রে বলা হয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পটি অনুমোদন পায় ২০১৫ সালে। তখন এ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন উপাচার্য এ কে এম নূর-উন নবী। তিনি (কলিম উল্লাহ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান ২০১৭ সালে। উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি দেখেন যে অনুমোদিত প্রকল্পের নকশা থেকে কাজের নকশা পুরোপুরি ভিন্ন। মোট ফ্লোর এরিয়া ডিপিপিতে বর্ণিত এরিয়ার চেয়ে ৩ হাজার ১৫০ বর্গমিটার বেশি। নকশা পরিবর্তন করে তিনটি স্থাপনার কার্যাদেশ দেন এ কে এম নূর-উন নবী। এই ব্যত্যয় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) অনুমোদন ছাড়া বাস্তবায়ন হয়েছে।

প্রতিবাদপত্রে কলিম উল্লাহ দাবি করেন, নকশা পরিবর্তনের অনিয়মের সঙ্গে তিনি জড়িত নন।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউজিসি গঠিত তিন সদস্যের কমিটির প্রতিবেদনে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের অনিয়মে নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহকে দায়ী করা হয়। ইউজিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, কলিম উল্লাহ উপাচার্যের দায়িত্ব পাওয়ার পর নতুন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে শেখ হাসিনা ছাত্রী হল ও ওয়াজেদ মিয়া গবেষণা ইনস্টিটিউটের আগের নকশা বদলে ফেলেন।

ইউজিসির প্রতিবেদনকে আমলে নিতে বলেছিলেন তৎকালীন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানও।

ইউজিসির প্রতিবেদন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সভা, পরিকল্পনামন্ত্রীর আধা সরকারিপত্র ও আইএমইডির সুপারিশের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে *প্রথম আলো*।

শোক

চেমন আরা বেগম

এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম মাসুদের মা চেমন আরা বেগম (৯২) গতকাল রোববার ঢাকার গুলশানে নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ৬ ছেলে, ৫ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল বাদ আসর চট্টগ্রামের পটিয়া হাইস্কুল মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তবে জানাজা ও দাফনের সময় সন্তানদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না বলে পারিবারিক সূত্র জানায়। **নিজস্ব প্রতিবেদক,** *চট্টগ্রাম*

ছাত্রদের পক্ষে ছিলেন, এখন তিনিও আসামি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংবিধান রচিত হয়েছে, তার ঘোষণাপত্র পাল্টানো যাবে না। যদি করে, তাহলে যুদ্ধ না, মহাযুদ্ধ হবে।

জেড আই খান পান্নার বিরুদ্ধে করা মামলায় গত ১৯ জুলাই সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় আহাদুল ইসলাম নামের একজনকে গুলি ও মারধর করে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়। ঘটনার প্রায় তিন মাস পর ১৭ অক্টোবর মামলাটি করেন আহাদুলের বাবা মো. বাকের।

মামলাটিতে আসামি হিসেবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, সাবেক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বর্তমান মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকীর নাম রয়েছে।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯ জুলাই খিলগাঁওয়ের মেরাদিয়া বাজারের পশ্চিমে শুক্কুর আলী গার্মেন্টস মোড়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেন বাদী মো. বাকেরের ছেলে মো. আহাদুল ইসলাম। এ সময় পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাবসহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠন এবং ১৪-দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা দেশি অস্ত্রশস্ত্রসহ ককটেল ও সাউন্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটান এবং আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি চালান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য হত্যার উদ্দেশ্যেই এ গুলি চালানো হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। সেখানে আহাদুল ইসলাম বাঁ পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান। সন্ত্রাসীরা তাঁকে পরে লাঠিপেটা করেন। আহাদুলকে প্রথমে স্থানীয় একটি ক্লিনিক, পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

মামলার বিষয়ে জেড আই খান পান্না *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটা কোনো না কোনো প্রভাবশালীর ইন্ধনেই হয়েছে, তা নিয়ে আমার সন্দেহ নেই। অথচ আমি কোটা আন্দোলনকারীদের পক্ষে সক্রিয় ছিলাম। যে স্থানের কথা বলা হয়েছে, সেই মেরাদিয়ায় আমি কখনো গেছি বলেও তো মনে হয় না।'

জেড আই খান পান্না জানান, তিনি আজ সোমবার হাইকোর্টে আগাম জামিন আবেদন করবেন।

মামলার বাদী মো. বাকেরের মুঠোফোন নম্বর এজাহারে নেই। সাধারণত এজাহারে বাদীর মুঠোফোন নম্বর উল্লেখ করা হয়। তাঁর মুঠোফোন নম্বর পুলিশের কাছে চাওয়া হয়েছিল। তবে পুলিশ বলেছে, তাদের কাছে নম্বর নেই।

কোনো ধরনের প্রাথমিক তদন্ত ছাড়াই এই মামলা নেওয়া হয়েছে বলে জানান খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেন। তিনি গতকাল রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, বাদীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আসামিদের নাম-ঠিকানা সঠিক আছে কি না, সেটি তদন্ত করে দেখা হয়েছে। তবে আসামিরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত কি না, সেটি প্রাথমিকভাবে তদন্ত করা হয়নি। তিনি বলেন, তদন্তের পর কেউ জড়িত না থাকলে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হবে।

'মানুষের আস্থাও নষ্ট হবে'

জেড আই খান পান্নাকে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি করাকে 'অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত ও নিন্দনীয়' বলেছে মানবাধিকার সংগঠন আসক। সংগঠনটির এক বিবৃতিতে গতকাল বলা হয়, মানবাধিকার বিষয়ে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট-সংশ্লিষ্ট জেড আই খান পান্নার আলোচনা, মতামত ও বক্তব্যসংক্রান্ত তাঁর কোনো ভূমিকার কারণে কোনো পক্ষের অসন্তুষ্টি থেকে এ ধরনের মামলা দায়ের হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

জেড আই খান পান্নার বিরুদ্ধে হওয়া হত্যাচেষ্টা মামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ (সিপিবি) বিভিন্ন সংগঠন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে মামলা হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রেই এসব মামলার আসামির তালিকা তৈরির পেছনে রয়েছেন স্থানীয় বিএনপি নেতারা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। মামলাগুলোতে 'ইচ্ছেমতো' আসামি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এমন পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের মাধ্যমে যাঁরা অপতৎপরতা চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জেড আই খান পান্নার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলাকে বিস্ময়কর ও ভীতিকর হিসেবে উল্লেখ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, জেড আই খান পান্না একজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এবং সব সময় মানুষের অধিকার ও ন্যায়ের পক্ষে থেকেছেন। তিনি বলেন, এখন অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, পাইকারি হারে মামলা হচ্ছে। সেখানে শত শত ও হাজার মানুষের নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এর মাধ্যমে গ্রেপ্তার-বাণিজ্যের পথ খোলা হচ্ছে।

আনু মুহাম্মদ বলেন, এভাবে চলতে থাকলে প্রকৃত অপরাধীদের বিচার করা আর হবে না, যেটা এই অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। শুধু তা-ই নয়, এতে এই সরকারের প্রতি মানুষের আস্থাও নষ্ট হবে।

আমরা প্রথমে আমাদের ভবনগুলোকে নির্মাণ করি, তারপর সেই ভবনগুলো আমাদের নির্মাণ করে।

উইনস্টন চার্চিল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী
যুক্তরাজ্য

নগরের নির্মাণ ও দর্শন কার ভাবনায় বিকশিত হবে

নগর-পরিকল্পনা

প্রতিটি জনপদের নিজস্ব কিছু ভাষা থাকে। বাংলাদেশে নগর নির্মাণের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের সেই ভাষা বোঝার সক্ষমতা খুবই কম। নগর নির্মাণের যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া আছে, বাংলাদেশে তার প্রয়োগ নিয়ে লিখেছেন **আমিমুল এহসান**

খাল পুনরুদ্ধার করে ব্লু নেটওয়ার্কের কথা বলেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সম্প্রতি তাঁর একটি বক্তব্যে। বলেছেন জলাশয় ও সবুজ অঞ্চল সংরক্ষণের কথা। সেই সঙ্গে তিনি দুঃখ করে বলেছেন, যেভাবে ঢাকা মহানগর বেড়েছে...তার সঙ্গে নগরের দর্শন, প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন, আইনকানুন—কোনো কিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়...।

উপদেষ্টার এই হতাশা ও শ্লেষের দায় পেশাজীবীদের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর আসে। শহর নিয়ে ভেবেছিলেন স্থাপত্য আচার্য মাজহারুল ইসলাম বা কবি সৈয়দ শামসুল হক, কবি শামসুর রাহমান আর অনেক তরুণ গবেষক-পেশাজীবী। কিন্তু তাঁদের কথা শোনার মতো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আমাদের প্রশাসনের ছিল না।

তবে শহর নিয়ে প্রকৌশল ভাবনার বিচারে এই কথা অনস্বীকার্য যে এই পুরো প্রক্রিয়াটি এই দেশে এখনো একটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়ে গেছে। হয়তো কোনো প্রভাবশালী সরকারি ব্যক্তির ভাবনায় ছিল সিঙ্গাপুর বা হংকং! ভেবেছেন সব দারিদ্র্য পাশ কাটিয়ে উড়ালসড়কে অনেক গাড়ি দূরদূরান্তে চলে যাবে। এমন সব ভাবনা আমাদের শহরকে আজ দিশাহীনতার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

নগর বা গ্রামের বিন্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া কেবল স্কেলের বিচারে ছোট-বড়র তুলনা নয়। আবার শুধু হিসাব করে জনঘনত্ব অনুযায়ী সবুজ আর জলাভূমি, বাড়ি ও সড়ক বা খেলার মাঠ আর বিপণিবিতান সাজিয়ে দিলেই শহর হয়ে যায় না। এর জন্য একটি সরু গলি, দীর্ঘ বাসযাত্রা, গাছের ছায়া, মোড়ের চায়ের দোকান বিবেচনায় নিতে হয়। আর তাই নগরের বিন্যাস মনমতো ড্রয়িং বোর্ডে বসে এঁকে ফেলার বিষয় নয়। প্রতিটি জনপদের নিজস্ব কিছু ভাষা থাকে। এই ভাষা আবিষ্কার না করে কেবল দেশ-বিদেশ এর উদাহরণ থেকে কপি-পেস্ট করে সাজিয়ে নিলেই সুন্দর শহর তৈরি হয় না। আমাদের দেশে নগর নির্মাণের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের সেই ভাষা বোঝার সক্ষমতা খুবই কম আছে বলে মনে হয়।

উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন, 'আমরা প্রথমে আমাদের ভবনগুলোকে নির্মাণ করি, তারপর সেই ভবনগুলো আমাদের নির্মাণ করে'। নগর নির্মাণের ক্ষেত্রে কথাটি আরও গভীরভাবে সত্য। আমরা আজ অবধি যে শহরগুলো তৈরি করেছি, অবিরামভাবে তা আমাদের প্রতিদিনের যাত্রাপথকে দীর্ঘ করে, নিশ্বাসকে সংকুচিত করে এবং সামগ্রিক বসবাসকে আশাহীন, বিষণ্ন আর কুণ্ঠিত করে।

সরকারি কর্মপ্রক্রিয়া

সরকারি উদ্যোগে কিছু পৌরসভা উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক স্থপতিরূপে কাজ করেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে এসব প্রকল্পে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শের চেয়ে বড় রাজনৈতিক বিবেচনা। প্রকল্পের ডিজাইন প্রস্তাবের অনেক আগেই সরকারি দলের কর্তাব্যক্তিরা ঠিক করে রেখেছেন, কোথায় কী হবে। পেশাজীবীরা কেবল তাঁদের স্বপ্নকে কাগজে এঁকে দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। এ জন্য ইউরোপ থেকে নগর- পরিকল্পনা ও ডিজাইনে উচ্চতর পড়াশোনা করে আসা জ্ঞান সরকারি পৌরসভা উন্নয়নের কোনো কাজেই আসেনি।

কক্সবাজারের মাস্টার প্ল্যানের প্রস্তাবনা দেখেছিলাম। পরিকল্পনাকারী প্রেজেন্টেশন শুরু করেছিলেন এই বলে যে কক্সবাজারে গেলেই তাঁর হতাশা জাগে এই ভেবে যে এখানে সিঙ্গাপুরের মতো হোটেল নেই কেন? তারপর তিনি 'মাকড়সার জাল'-এর আকারের একটি নগর নকশা দেখালেন, বিচে যাওয়ার দৈর্ঘ্য কমানোর জন্য বনভূমির ভেতর দিয়ে 'হাই স্পিড' রাস্তা দেখালেন। হঠাৎ করে কোথা থেকে মাকড়সার জাল এসে পড়ল, এর সঙ্গে কক্সবাজারের কী সম্পর্ক, তা বলতে পারলেন না। সেই নকশা করতে গিয়ে কয়টা পাহাড় আর গাছ কাটা পড়ল, জীববৈচিত্র্যের কী ঘটে গেল, তা-ও তিনি অনুভব করলেন না। সভায় অনেকে বিরোধিতা করলেন। কিন্তু সরকারের কর্তাব্যক্তি বললেন, সব প্রকল্পেরই কিছু সুবিধা-অসুবিধা থাকে। বিজ্ঞজন মাত্রই জানেন যে এমন প্রকল্প কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পর্যায়েই পাস করতে পারবে না। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হলো, পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত হয়ে গেল।

যাঁরা প্রশাসনে আছেন, প্রকল্প প্রণয়ন করেন, তাঁরা বাস্তবায়নের রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ধাপগুলো সম্পর্কে জানেন। কিন্তু জ্ঞানভিত্তিক পর্যায়গুলো সম্পর্কে তাঁদের ধারণা স্বচ্ছ নয়। হলে সেই পৌরসভা বা কক্সবাজারের মাস্টার প্ল্যান এসব এভাবে পাস হতো না। আর যাঁদের সেই জ্ঞান আছে, তাঁদের এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয় না।

ঢাকামুখী জনস্রোত

মাননীয় উপদেষ্টা বলেছেন, ঢাকা শহরে তিন কাঠা জায়গা নিয়ে 'অনেক কিছু' হয়ে যায়। তিনি ঢাকায় মানুষের আগমন নিরুৎসাহিত করার কথা ভেবেছেন। ঢাকায় আসা নিরুৎসাহিত করতে হলে অন্য শহরগুলোকে ঢাকার চেয়ে বেশি উন্নত করতে হবে। ঢাকায় মানুষের আসা বন্ধ করে তা সম্ভব নয়। এ ছাড়া একটি দেশের নাগরিক পছন্দসই জায়গায় স্থানান্তর বা বসবাসের চিন্তা করতে পারে। কাউকে এভাবে নিরুৎসাহিত করার চিন্তা একধরনের নাগরিক এক্সক্লুশন তৈরি করবে। আর তা সমাজের জন্য কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে না।

- নগর বা গ্রামের বিন্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া কেবল স্কেলের বিচারে ছোট-বড়র তুলনা নয়।
- ঢাকায় আসা নিরুৎসাহিত করতে হলে অন্য শহরগুলোকে ঢাকার চেয়ে বেশি উন্নত করতে হবে।
- নগর দর্শনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার একটা আরাধ্য বিষয়।
- দেরিতে হলেও নগরায়ণ ও পরিবেশকে এক সূত্রে গেঁথে নগর নির্মাণের পরিকল্পনা হচ্ছে।

নগর দর্শন

উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সেই বক্তৃতার 'নগর দর্শন' শব্দটি আমাকে তাড়িত করেছে। শব্দটি সম্ভবত কোনো প্রশাসনিক পরিমণ্ডলে এই প্রথম উচ্চারিত হয়েছে। নগরের দর্শন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি ধীরগতির। একটি শহরে দ্রুত আর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার বিষয় থাকে। এর সমান্তরালে জ্ঞানভিত্তিক নানাবিধ চর্চা হওয়া জরুরি। এই সমান্তরাল কার্যবিধির একটা বড় অংশ হলো অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা ও নাগরিক মতামতের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করা। যাঁরা নগর নিয়ে 'প্রশাসনিক ভাবনা' করেন এবং একাই চিন্তা করে প্রকল্প প্রণয়ন করে ফেলেন, তাঁরা একটা ব্যাপার ভাবেন না।

একটি রাস্তার বা উড়ালসড়কের সংযোগ কেমন হতে পারে, তা নিয়ে একজন স্কুলছাত্র বা একজন রিকশাচালকের বক্তব্য থাকতে পারে। সেই বক্তব্য থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে। এ ছাড়া প্রতিটি প্রকল্প পরিবেশ, ইতিহাস বা জেন্ডারসহ আরও বিষয়ের আলোকে দেখার প্রয়োজন থাকে। সর্বোপরি এসব বিবেচনাকে এই দেশের বদ্বীপ ভূমিরূপ, সবুজ ও জলজ প্রকরণ, বাংলার আবাসন সংস্কৃতির বিচারে দেখার বাস্তবতা রয়েছে।

মনে রাখতে হবে, নগর দর্শনে বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার একটা আরাধ্য বিষয়। অঞ্চলভেদে তা ভিন্নতা দাবি করে। আর সে জন্য সংশ্লিষ্ট সমাজকে সঠিকভাবে জানার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অর্থনীতি, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের অধ্যয়ন কিংবা ডেটা সংগ্রহের বাইরেও এই জানার ক্ষেত্রে বিবিধ উপায়ে ম্যাপিংয়ের উপযোগিতা রয়েছে। ম্যাপিং বলতে কেবল জিপিএস বা গুগল ম্যাপের দ্বিমাত্রিক কালার কোডিং বুঝলে হবে না। নগরের বিভিন্ন পরিসরকে আরও অনেকভাবে দেখার ও উপলব্ধির গুরুত্বও এ ক্ষেত্রে অপরিসীম। পথে হেঁটে, নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলে, ফটোগ্রাফির মধ্য দিয়ে, ছবি এঁকে, শব্দের অডিও রেকর্ডের মধ্য দিয়েও ম্যাপিং করা যায়। এসব পর্যালোচনার পরম্পরায় দীর্ঘদিনে নগর দর্শন গড়ে উঠতে পারে, যা একসময় আমাদের নিজস্ব আবাসন ও নগর সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠবে।

স্থাপত্য, নগর- পরিকল্পনা ও 'আরবান ডিজাইন'

আমাদের দেশে নির্মাণের সঙ্গে জড়িত পরিকল্পনাকারী ও স্থপতিদের প্রবণতা হলো, যেকোনো কিছু ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা। চিন্তার আগে এঁকে ফেলার প্রবণতা একটি শহরের জটিলতার পথ দীর্ঘ করে। অনেক প্রজ্ঞাবান স্থপতি ভবন নির্মাণের বাইরে এসে নগর নির্মাণের দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন। নগর পরিকল্পনায় স্থপতির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

নগর পরিকল্পনাকারীর প্রধান কাজ বিভিন্ন আর্থসামাজিক, আইনি ও পরিবেশগত বিচারের জায়গা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে নানাবিধ ম্যাপিং, পরিকল্পনার নীতিমালা তৈরি ইত্যাদি। সেই প্রক্রিয়ায় বেসিক মাস্টার প্ল্যানিং বা জোনভিত্তিক প্রস্তাবনা পর্যন্তই তাঁদের কাজ। পরিকল্পনাকারীদের তৈরি করা 'জোনিং বাই ল' একটি পরিকল্পনা পথনির্দেশ, যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সব উন্নত দেশে আরবান ফেব্রিক নির্মিত হয়। তবে এসব পথনির্দেশ নির্মাণের অনেক আগেই নগর দর্শনের সেই জ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনাপর্ব পার হয়ে আসতে হবে। এই পর্যালোচনা একটি মাস্টার প্ল্যানকে কেবল স্বচ্ছতা আর বৈধতা দেওয়ার পাশাপাশি সবার আকাঙ্ক্ষিত প্রস্তাবনারূপে স্বীকৃত হবে।

নগরের নকশা বা ডিটেইল মাস্টার প্ল্যানিং যেমন রাস্তা, প্লট ডিভিশন, ভবনের আকার-আয়তন নির্ধারণ করা, পার্ক, জলাশয় ইত্যাদি ড্রয়িংয়ের কাজটি আমাদের দেশে প্রায় অনুপস্থিত। আরবান ডিজাইনারের পাশাপাশি ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেক্ট ও ট্রাফিক ডিজাইনিং এক একটি বিশেষায়িত ডিসিপ্লিন। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও পেশাগত চর্চার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে স্বল্প পরিসরে এই তিন-এর অংশগ্রহণ থাকলেও তা মূলধারায় তেমন ভূমিকা রাখে না। শেষোক্ত এই তিন পেশাজীবীর অভাবে আমাদের দেশে নগরের নির্মাণ আরাধ্য গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না।

আরবান ডিজাইনকে বিশদ নকশায় রূপ দেন স্থপতি ও প্রকৌশলীরা। বিবিধ আরবান ফার্নিচার ও আর্ট ওয়ার্কের মাধ্যমে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখেন চিত্রশিল্পী আর ভাস্কর।

সবশেষে এই মাস্টার প্ল্যানের দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক প্রদর্শনী অনেকটা সময় সাধারণ মানুষের মতামতের জন্য উন্মুক্ত করে রাখতে হবে তাঁদের মতামত জানার জন্য।

পৃথিবীর সব উন্নত দেশে নগর নিয়ে ভাবনা থেকে দর্শন হয়ে নগরের নির্মাণ অবধি এর পরিকল্পনার পথ প্রকরণ অনেকটা একই রকম। এই স্বীকৃত কার্যধারাটির একটি পর্যায়ও বাদ দিলে অথবা এড়িয়ে গেলে বা এক পেশাজীবীর কাজ অন্য পেশাজীবী করলে প্রতিনিয়ত এর কুফল ভোগ করতে হবে নাগরিকদের। এ ছাড়া যেকোনো বড় প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ডিজাইন প্রজেক্টের গুরুত্ব অনেক। সরকার দূর ভবিষ্যতের যেকোনো প্রকল্পকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস প্রজেক্ট হিসেবে দিয়ে দিলে, এর মাধ্যমে আগাম নানামুখী প্রস্তাবনার সংকলন বিনা মূল্যে পেয়ে যেতে পারেন শিক্ষার্থীরা। এতে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রম বায়বীয় না হয়ে বাস্তব হবে।

বিপজ্জনক বিষয় হলো, এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটি না শিখে-বুঝে শুধু অটো ক্যাড বা জিপিএস ধরনের সফটওয়্যার দিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক নেতার নির্দেশে বা কনসালট্যান্সির অর্থপ্রাপ্তির জন্য মাস্টার প্ল্যানিং করতে বসে গেলে এর পরিণতি ভয়াবহ হবে। আমাদের দেশে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে এ ঘটনাই ঘটে চলেছে।

তবে আশার কথা, অনেক দেরিতে হলেও বর্তমান সরকার নগরায়ণ ও পরিবেশকে একসূত্রে গেঁথে নগর নির্মাণের পরিকল্পনা করতে যাচ্ছেন। মাননীয় উপদেষ্টা রাজউককে তরুণ পেশাজীবীদের সংশ্লিষ্টতার চিন্তা করছেন। ভেবেছেন এলাকাভিত্তিক অংশীজনদের অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা। এটি অত্যন্ত ইতিবাচক। আমরা নিশ্চয়ই পুরোনো ভুল সংশোধন করে নতুনভাবে নগর নির্মাণের পথে যাত্রা শুরু করতে পারব।

● **আমিমুল এহসান** স্থপতি ও নগরবিদ

শিশুর ডেঙ্গুতে কখন হাসপাতালে নিতে হবে

ভালো থাকুন

অধ্যাপক আবিদ হোসেন মোল্লা,
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ

দেশে এখন অনেকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন। এ মৌসুমে কোনো শিশুর জ্বর হলে ডেঙ্গুর আশঙ্কা মাথায় রাখতেই হবে। কিন্তু জ্বর হলে ডেঙ্গু কি না, বুঝবেন কীভাবে? এ ভাইরাসে আক্রান্ত শিশুর লক্ষণগুলো সাধারণত তিনটি ধাপে হয়ে থাকে :

জ্বরের ধাপ

এ ধাপের মেয়াদ দুই থেকে সাত দিন। এ সময় আক্রান্ত শিশুর অনেক জ্বর হয়। পাশাপাশি মাথাসহ শরীরে অনেক ব্যথা হয়। কথা বলতে না পারা ছোট্ট শিশুরা অকারণে কাঁদতে থাকে। বমি বমি ভাব বা বমি হয়। কখনো শরীরে লালচে র‍্যাশ হতে পারে।

ক্রিটিক্যাল ধাপ

এ ধাপে শিশুর জ্বর আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং অনেক শিশুর নিচের লক্ষণগুলো দেখা দেয় :

- খুব দুর্বল লাগে।
- শরীর বেশ চুলকায়।
- নাক বা দাঁতের গোড়া থেকে, প্রস্রাব বা বমির সঙ্গেও রক্ত আসতে পারে।
- শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লাল লাল স্পট পড়ে, রক্ত জমে কালচে দাগ হয়।
- অস্থিরতা বা বিরক্তি ভাব প্রকাশ করে।
- পেটে পানি আসে, পেট ফুলে যায়।
- রক্তচাপ কমতে থাকে। হাত-পা অনেকটা ঠান্ডা হয়ে যায় বা ঠান্ডা লাগে। নাড়ির স্পন্দন কমে যায় ও জীবন হুমকিতে পড়ে।

সুস্থতার ধাপ

ক্রিটিক্যাল ধাপে কোনো জটিলতা না হলে শিশু পরবর্তী দুই থেকে তিন দিনে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে।

জ্বর হলে করণীয়

- দৈনন্দিন পরিচর্যা, গোসল, খাবারদাবার আগের মতো করবে। তবে মাছ, মাংস, ডিমের পাশাপাশি ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ ফল, যেমন মাল্টা, কমলা একটু বেশি দেওয়ার চেষ্টা করুন।
- বেশি করে তরল, যেমন পানি, ডাবের পানি, ফলের রস ইত্যাদি দিতে হবে। প্রতিদিন এক-দুই প্যাকেট খাওয়ার স্যালাইন দেওয়া খুবই জরুরি।
- জ্বর কমাতে নির্দিষ্ট মাত্রায় প্যারাসিটামল দিন। কোনোভাবেই অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রফেনজাতীয় ওষুধ দেওয়া যাবে না।

যেসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে

- শিশুকে অনেক দুর্বল, হাত-পা ঠান্ডা বা অস্থির দেখাচ্ছে কি।
- বারবার বমি হচ্ছে কি।
- নিয়মিত প্রস্রাব করছে কি না। ৮ থেকে ১০ ঘণ্টার ভেতর প্রস্রাব না হলে চিকিৎসকের নজরে আনতে হবে।
- নাক, দাঁতের গোড়া বা বমির সঙ্গে রক্ত আসছে কি না।
- পায়খানার রং কালচে হচ্ছে।
- শরীরের কোনো স্থানে রক্ত জমাট বাঁধার মতো মনে হচ্ছে কি না।
- পেটব্যথা বা পেটে একটু চাপ দিলে ব্যথা পাচ্ছে।
- পেট ফোলা লাগছে।
- শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।
- কিশোরীদের অতিরিক্ত মাসিক হচ্ছে বা রক্ত আসছে।
- শোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। দাঁড়ালেই মাথা চক্কর দিচ্ছে।

ওপরের কোনো একটা লক্ষণ যদি এখনকার জ্বরে আক্রান্ত শিশুর মধ্যে দেখা যায়, অবশ্যই দেরি না করে শিশুকে হাসপাতালে নিতে হবে।

» **আগামীকাল পড়ুন :** স্তন ক্যানসার সেরেও ফিরে আসতে পারে

২৪৬ ফুট দীর্ঘ কাবাব

বিচিত্র

ইউপিআই

মনকাড়া ঘ্রাণে কাবাব খেতে ইচ্ছে কার না করে। কত রকমফেরই না হয় এ কাবাবের। একেক কাবাব তৈরি হয় একেক উপাদানে, ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে। আবার কোনো কোনো দেশে রয়েছে নানা ঐতিহ্যের কাবাব। তেমনই একটি কাবাব 'শেফতালিয়া'। সাইপ্রাসে একটি উৎসবে এবার ২৪৬ ফুট দীর্ঘ শেফতালিয়া তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য এত দীর্ঘ কাবাব তৈরি করার লক্ষ্য ছিল, গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তোলা।

সেন্ট লাজারুসের সম্মানে প্রতিবছর ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র সাইপ্রাসে 'সেন্ট লাজারুস ও তাঁর ছোট্ট বন্ধু সাভাস' নামের উৎসব আয়োজন করা হয়। সেখানেই রাঁধুনিদের একটি দল ২৪৬ ফুটের (৭৫ মিটার) ওই কাবাব তৈরি করেন। কাবাবটি রান্নার পর (পোড়ানো) সেটি তুলতে ৩০ জনের মতো প্রয়োজন হয়। অনেকটা সসেজের মতো দেখতে এ শেফতালিয়া সাইপ্রাসের মানুষের দারুণ পছন্দের। এ কাবাবের জন্মও সাইপ্রাসেই।

শেফতালিয়া সসেজের মতো দেখতে হলেও এতে সসেজের উপরিভাগে থাকা আবরণ ব্যবহার করা হয় না। পরিবর্তে ভেড়ার পাকস্থলীর চারপাশে যে চর্বিযুক্ত ঝিল্লি থাকে, সেটি দিয়েই এ কাবাবের উপকরণ মোড়ানো হয়।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছে কাবাবটি। ছবি : ফেসবুক থেকে

এ বছরের ১৪ অক্টোবর সাইপ্রাসের লারনাকা শহরে চতুর্থ 'সেন্ট লাজারুস ও তাঁর ছোট্ট বন্ধু সাভাস' উৎসব আয়োজন করা হয়। এ উৎসব থেকে পাওয়া অর্থ ব্যবহার করা হয় দাতব্য কাজে। এ বছর দেড় শর বেশি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান উৎসবে অংশ নিয়েছে। তাদের সবার লক্ষ্যই এক—সেন্ট লাজারুস সেন্টারের জন্য তহবিল সংগ্রহ। লাজারুস সেন্টার থেকে প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করা হয়, বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : **আদনান মুকিত**, আঁকা : **আরাফাত করিম**

১৫০০

স্যার, আপনার সঙ্গে দেখা করা দরকার ছিল। আমি কি আপনার অফিসে আসব?
আরে, না, এখন আসার দরকার নাই।
আমাদের প্রশাসন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।
সেকি! কী হলো?
আরে, না, আমাদের প্রশাসন ভবন ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে। এ জন্যই অফিসে যাচ্ছি না।
চলবে

শব্দভেদ

১	২		৩		৪	৫	
			৬	৭			
৮		৯				১০	১১
১২	১৩				১৪		
	১৫	১৬		১৭			
১৮		১৯					
২০				২১		২২	
		২৩				২৪	

বাঁ থেকে ডানে

১. অন্তর্ধান। ৪. খোরাক। ৬. বুঝতে পারা যায় এমন। ৯. উদ্বিড়ালজাতীয় জন্তু। ১০. শ্লেষ্মা। ১২. রাজ্য। ১৫. নিষেধ। ১৭. মামলা। ১৯. বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের তার। ২০. মানুষ। ২১. ছিদ্র। ২৩. দীপ্তিমান। ২৪. ছায়া।

ওপর থেকে নিচে

২. গতি রোধ করা। ৩. নতুন আবির্ভাব। ৪. শিরা। ৫. সম্পূর্ণরূপে। ৭. মুণ্ডহীন দেহ। ৮. শেষ, সমস্ত। ১১. আদেশ। ১৩. সঞ্চিত হওয়া। ১৪. বারবার মৃদু হাসির ভাবসূচক। ১৬. নাতির স্ত্রী। ১৮. ঘনীভূত। ২১. ফেঁপে ওঠা। ২২. ভাস্কর।

গত সমস্যার সমাধান

গা	ধা	গি		বা		ত্ব	ক
	র		জ্ব	লু	নি		র
গু	ণা	ধা	র		ক্ষি	প্র	তা
ল্ম		ন্দা		সু	প্ত		ল
	লা		ভু	খা		প	
ন	গ	দ		ব	দ	দো	য়া
	স	মা	রো	হ		ন্ন	
দ	ই		পা		স	তি	ন

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীর ব্ল্যাক ক্যানিয়নে 'হুভার' বাঁধ তৈরিতে যে পরিমাণ কংক্রিট ব্যবহৃত হয়েছে, তা দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউইয়র্কের রাস্তা (৪ হাজার ৬৯১ কিলোমিটার) মোড়ানো যেত।

যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ডেনমার্ক একমাত্র দেশ, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়।

'পিরানহা' শব্দটি এসেছে ব্রাজিলীয় টুপি ভাষা থেকে, যার মানে 'দাঁতাল মাছ'।

শিক্ষক : পল্টু, বল তো সালোকসংশ্লেষণ কাকে বলে।
পল্টু : স্যার, পড়ে এসেছিলাম...কিন্তু মনে পড়ছে না।
শিক্ষক : কতটা মনে আছে?
পল্টু : স্যার, শেষের দিকটা।
শিক্ষক : ঠিক আছে। শেষের দিকটাই বল।
পল্টু : একেই বলে সালোকসংশ্লেষণ।

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

স্লিপ অ্যাপনিয়া কেন হয়?

৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই ঘুমের সময় শ্বাসপ্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটার কারণে এই সমস্যা হয়। ঘুমানোর সময় আমাদের শ্বাসনালি শিথিল হয়ে যায়, তবে যাঁদের শ্বাসনালি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শিথিল হয়, তাঁদের ঘুমের সময় শ্বাসপ্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত ওজন এই রোগের অন্যতম কারণ।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

কথা অমৃত

ডাক্তারকে বললাম, 'আমার পা দুই জায়গায় ভেঙেছে।' ডাক্তার বললেন, 'ওই দুই জায়গায় আর যাবেন না।'

হেনি ইয়াংম্যান
মার্কিন কমেডিয়ান ও সংগীতশিল্পী (১৯০৬-১৯৯৮)

সুডোকু

3		6						4
	9		4		2	8		
	2		6		5		3	9
	8				6			3
		1	8		9	6		
5			3				9	
6	5		9		1		4	
		3	5		4		7	
2						5		1

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

3	5	8	2	1	4	9	6	7
9	2	6	3	5	7	1	4	8
1	4	7	9	6	8	2	3	5
5	1	2	7	9	6	4	8	3
6	8	3	1	4	2	5	7	9
7	9	4	5	8	3	6	1	2
2	3	9	4	7	1	8	5	6
4	6	5	8	3	9	7	2	1
8	7	1	6	2	5	3	9	4

পিনাটস • চার্লস শুলজ

ইসরায়েল যদি মনে করে নেতাদের হত্যা করে প্রতিরোধ গোষ্ঠীকে নিরপেক্ষ করবে, তাহলে তারা ইতিহাসের কোনো শিক্ষা নেয়নি

হামাস নেতা সিনওয়ারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে পাকিস্তানের ডন-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

সোয়া কোটি ভাতাভোগী

তালিকা চূড়ান্ত করতে আর কত বিলম্ব

তিন মাস ধরে ভাতা না পেয়ে যে সোয়া কোটি উপকারভোগী খুবই কষ্টে আছেন, এটা সরকারের নীতিনির্ধারকেরা উপলব্ধি করতে পারছেন বলে মনে হয় না। ভাতাভোগীদের মধ্যে অসহায় বিধবা, বয়স্ক নারী-পুরুষ, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী, হিজড়া জনগোষ্ঠী ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর মানুষও আছেন।

সাধারণত তিন মাস পরপর তাঁরা এ ভাতা পেয়ে থাকেন। কিন্তু গত আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁরা কোনো ভাতা পাননি। *প্রথম আলো*র খবর থেকে জানা যায়, মাঠপর্যায়ে অনেক জনপ্রতিনিধি না থাকায় প্রকৃত ভাতাভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত করতে বিলম্ব হচ্ছে। সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে অনেক জনপ্রতিনিধি পলাতক। সে ক্ষেত্রে সরকারের উচিত ছিল বিকল্প উপায় খুঁজে বের করা।

ভাতাভোগীর তালিকা ঠিক করতে প্রতিটি ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, জেলা ও সিটি করপোরেশন পর্যায়ে কমিটি আছে। জনপ্রতিনিধিরা হবেন কমিটির সভাপতি। ইউনিয়ন পর্যায়ে এ কমিটি না থাকলে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে সভাপতি করার বিধান আছে। কিন্তু জনপ্রতিনিধির পক্ষে কাজটি করা যত সহজ, উপজেলা সদরে বসে সরকারি কর্মকর্তার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তিনি তো এলাকার মানুষকে চেনেন না। এ ছাড়া আট জেলায় জেলা প্রশাসক (ডিসি) না থাকায় সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাতাভোগীদের তালিকা তৈরিতে জটিলতা দেখা দিয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এ বছর বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন ৬০ লাখ লোক; মাথাপিছু মাসিক ভাতা পান ৬০০ টাকা। বিধবা ভাতা পান প্রায় ২৮ লাখ জন; মাথাপিছু ভাতা ৫৫০ টাকা। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা পান ৩২ লাখ মানুষ; মাথাপিছু ভাতা ৮৫০ টাকা। হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা পান ১৩ লাখ মানুষ; মাথাপিছু মাসিক ভাতা ৬০০ টাকা। বেদে জনগোষ্ঠীর ৬ হাজার জন ভাতা পান; মাথাপিছু মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা পান ৬০ হাজার মানুষ; মাথাপিছু মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা।

ওপরের তালিকা অনুযায়ী জনপ্রতি উপকারভোগীর ভাতার পরিমাণ খুবই কম। একজন বিধবার মাসে ৫৫০ টাকায় এবং একজন প্রতিবন্ধীর ৮৫০ টাকায় চলা অসম্ভব। তারপরও যদি সেই টাকা তিন মাস ধরে বন্ধ থাকে, তাঁদের না খেয়ে মরা ছাড়া উপায় নেই।

আগের সরকারের করা তালিকা ত্রুটিপূর্ণ হলে অন্তর্বর্তী সরকার সংশোধন করবে। কিন্তু সেই তালিকা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তো ভাতাভোগীরা বঞ্চিত থাকতে পারেন না। সমাজসেবা অধিদপ্তর বলছে, চলতি বাজেটে ভাতাভোগীদের জন্য ৯ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, সেটা নিয়ে ভাতাভোগীদের মাথাব্যথা নেই। তাঁদের একমাত্র চিন্তা হলো কবে টাকাটা পাবেন।

আসলে গরিব ও দুস্থ মানুষের কথা কেউ ভাবেন না। ইতিমধ্যে ভাতা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা রকম প্রচারণা শুরু হয়ে গেছে। সেটা বাড়তে দেওয়া কোনোভাবেই ঠিক হবে না। সমাজসেবা অধিদপ্তর বলছে, উপকারভোগীদের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম প্রান্তিকের ভাতা ছাড় করা হবে। যে প্রকল্পের সঙ্গে ১ কোটি ২৫ লাখ গরিব ও অসহায় মানুষ জড়িত, সেই প্রকল্প যদি ও কিন্তু দিয়ে চলতে পারে না। জনপ্রতিনিধি কিংবা সরকারি কর্মকর্তা যাঁদের মাধ্যমেই তালিকা হোক না কেন, অবিলম্বে সেটি চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ভাতা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হোক।

দখলদারদের নাম বাদ

পরিবেশ অধিদপ্তরের এ কেমন প্রতিবেদন

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মহেশখালী, চকরিয়াসহ গোটা কক্সবাজার জেলায় পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ড একের পর এক সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। ওই অঞ্চলের পরিবেশ-প্রকৃতিকে বিবেচনায় না নিয়েই একের পর এক বড় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বিগত ক্ষমতাসীন দলগুলোর প্রভাবেও একের পর এক পরিবেশ ধ্বংসের ঘটনা ঘটেছে। দখলদারদের ঠেকাতে পারেনি স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কেউ। প্রকৃত দখলদারদের বাঁচাতে প্রচেষ্টা চালানোর অভিযোগও উঠেছে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে।

১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে চকরিয়ার বদরখালী উপকূলে কয়েক শ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কয়েক হাজার ঘরবাড়ি। এরপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষের জানমাল রক্ষার জন্য বদরখালী নদীতীরের তিন কিলোমিটারজুড়ে চার দফায় অন্তত ৪০ হাজার কেওড়া ও বাইনগাছের চারা রোপণ করে বেসরকারি সংস্থা উবিনীগ। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত গাছগুলোর উচ্চতা দাঁড়ায় ২০ থেকে ২৫ ফুট। কিন্তু এলাকার রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রচ্ছায়ায় শতাধিক দখলদার কয়েক দফায় হাজারো গাছ কেটে চিংড়িরঘের নির্মাণ করেন। দখলদারদের সবাই কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য জাফর আলমের অনুসারী।

এ ঘটনায় গত ১৪ জানুয়ারি *প্রথম আলো* 'প্যারাবন নিধন করে চিংড়িঘেরের বাঁধ' শিরোনামে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এরপর ১৭ জানুয়ারি চকরিয়া উপজেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাহিদ হোসাইন স্বপ্রণোদিত হয়ে একটি মামলা করেন। ঘটনার সত্যতা যাচাই করে ৩০ দিনের মধ্যে আদালত প্রতিবেদন দিতে পরিবেশ অধিদপ্তর কক্সবাজারের পরিচালককে নির্দেশ দেন। এর প্রায় আট মাস পর আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়। সেই প্রতিবেদনে প্রকৃত দখলদারদের নাম বাদ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা না থাকা এমন ব্যক্তিদের নাম, যাঁরা কেউ লবণচাষি, কৃষক, নৈশপ্রহরী ও দোকানের কর্মচারী।

উবিনীগের দাবি, প্যারাবন নিধনে জড়িত প্রায় ৪০ জনের একটি তালিকা এবং প্যারাবন নিধনের ভিডিও চিত্র পরিবেশ অধিদপ্তরে সরবরাহ করা হয়েছিল। ভিডিওতে প্যারাবন নিধনকারী ব্যক্তিদের সহজে শনাক্ত করা যায়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজনের (সাক্ষী) নামও সংগ্রহ করা হয়েছিল। এরপরও প্রকৃত দখলদারদের নাম বাদ দিয়ে নিরীহ ও দরিদ্র ১৩ জনের নামে প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। যদিও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শকের বক্তব্য, সরেজমিন অনুসন্ধান করে প্যারাবন নিধনের সঙ্গে তিনি যাঁদের সম্পৃক্ততা পেয়েছেন, তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়েছে।

নিরীহ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায় এলাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ওই তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আদালতে নারাজি আবেদন করে পুনরায় তদন্ত চাওয়া হবে বলে জানিয়েছে উবিনীগ। আমরা আশা করব, পুনরায় তদন্ত করে প্রকৃত দখলদারদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তা তাদেরই খণ্ডাতে হবে। স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের মাধ্যমে সেটি তাদেরই প্রমাণ করতে হবে।

চিঠিপত্র

শব্দদূষণ

বাংলাদেশে একটি আইন আছে—সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮। এই আইনের ৮৮ ধারা অনুযায়ী, নির্ধারিত শব্দমাত্রার অতিরিক্ত উচ্চমাত্রার কোনোরূপ শব্দ সৃষ্টি বা হর্ন বাজানো বা কোনো যন্ত্র, যন্ত্রাংশ বা হর্ন মোটরযানে স্থাপন করলে অনধিক তিন মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। প্রথমবার আইন ভঙ্গ করলে ৫০০ টাকা জরিমানা এবং দ্বিতীয়বার আইন ভঙ্গ করলে আরও বেশি জরিমানা করা হবে।

অথচ অহরহ এই আইন ভঙ্গ করলেও আইনের যথাযথ প্রয়োগ সড়কে বা নগরে আমরা কখনো দেখতে পাই না। বিশেষ করে বাস টার্মিনালগুলোয় হর্নের উচ্চ শব্দে অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে হয়। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সব সময় বাস-মিনিবাস, ট্রাক, মোটরসাইকেলসহ সব যানবাহনে হর্ন বাজানো হয়। অযথা হর্ন বাজানোর ফলে শব্দদূষণ হয়। এই শব্দদূষণের কারণে শুধু শ্রবণশক্তিই নয়, উচ্চ রক্তচাপ, মাথা ধরা, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ফুসফুসের প্রদাহসহ নানা রকমের মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। শুধু তা-ই নয়, যানবাহনের শব্দদূষণ স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ায়। এমনকি মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত শব্দদূষণ নগর বাসিন্দাদের মানসিক অস্থিরতা বাড়িয়ে দেয়। যানবাহনের অতিরিক্ত হর্ন শিশুদের শেখার আগ্রহ কমিয়ে দেয়। উচ্চ শব্দদূষণের কারণে মনোযোগ নষ্ট ও মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা ইতিমধ্যেই হর্ন বাজানো নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী প্রজন্ম যেন শব্দদূষণ ছাড়া বেড়ে উঠতে পারে, সে জন্য হর্নের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। অযথা হর্ন বাজানো বন্ধে সঠিক পরিকল্পনার পাশাপাশি নাগরিকদেরও সচেতন করতে হবে।

জান্নাতুল ফেরদৌস
শিক্ষার্থী, সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

জুলাই-আগস্ট হত্যার বিচারে কি 'অনিশ্চয়তা' থাকবে

ডেভিড বার্গম্যান

সুষ্ঠু নির্বাচনের একটা মৌলিক মাপকাঠি হলো 'ঝুঁকি' থাকা। মানে সেই নির্বাচনে কে জিতবে, তা নিয়ে একটি অনিশ্চয়তা। ধরুন বৈধ কোনো জরিপ দেখাচ্ছে যে একটি দল ব্যাপক ভোটে জিতবে। তখনো কিন্তু একটা অনিশ্চয়তা থাকা উচিত। যেমন ভোটের দিনে সেই দলের সমর্থকেরা ভোট দিতে বের হবেন তো?

বাংলাদেশিদের এই ব্যাপারটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাঁরা দেশের গত তিনটি নির্বাচনে কোনো অনিশ্চয়তা দেখতে পাননি। নির্বাচনগুলো হয়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বা সেখানে করা হয়েছে পদ্ধতিগত কারচুপি। একজন ভোটারও ভোট দেওয়ার আগেই সবাই জানত নির্বাচনের ফলাফল কী হতে চলেছে। তা হলো শাসক দলের জয়।

ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রেও একই 'ঝুঁকি' বা অনিশ্চয়তার কথাটি প্রযোজ্য। একটি ন্যায্য বিচারের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে মৌলিক বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত এই একই অনিশ্চয়তা। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হবেন, নাকি নির্দোষ প্রমাণিত হবেন? বিচার শুরু হওয়ার আগেই কেউ যদি এর ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে কোনো 'অনিশ্চয়তা' থাকে না। তখন আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে বিচারপ্রক্রিয়াটা ন্যায্য হচ্ছে না।

আর উল্লেখিত নির্বাচনের মতোই, আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের সাম্প্রতিক ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশিদের একই উপসংহারে আসা উচিত।

খালেদা জিয়া কি কখনো দুর্নীতির দায় থেকে খালাস পেতেন? না। হেফাজতের সমাবেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে নিহতদের 'মিথ্যা সংখ্যা' দেওয়ার অভিযোগে আদিলুর রহমান খান কি দোষী সাব্যস্ত না হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল? নিশ্চয়ই না। মোহাম্মদ ইউনূস কি কখনো শ্রমবিধি লঙ্ঘন বা দুর্নীতির জন্য কারাদণ্ড থেকে রেহাই পেতেন? একেবারেই না।

আর সন্দেহ নেই, কোনো ধরনের অনিশ্চয়তাহীন বিচারের সবচেয়ে কুখ্যাত উদাহরণ যুদ্ধাপরাধের বিচারগুলো। আমরা সবাই জানতাম যে বিচারকেরা কখনোই জামায়াত এবং বিএনপির অভিযুক্ত নেতাদের তাঁদের ওপর আরোপকৃত একাত্তরের যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক অপরাধের দায় থেকে খালাস দেবেন না। সবাই জানতাম বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও তাঁরা সেটা করবেন না।

বিচারের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, মানে ন্যায্যতা, বিভিন্ন বিষয় দিয়ে নিশ্চিত করা হয়। তবে এর মধ্যে সম্ভবত দুটো বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, বিচারপদ্ধতির ন্যায্য নিয়ম থাকা, যা বাদী বা বিবাদী কোনো পক্ষের আইনজীবীদের পক্ষে বা বিপক্ষে যাবে না। দ্বিতীয়ত, সাক্ষ্যপ্রমাণ মূল্যায়ন এবং আইন ও পদ্ধতিগত নিয়ম সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম এমন স্বাধীন ও যোগ্য বিচারক থাকা। বিচারকের আরও একটা ক্ষমতা থাকতে হবে। তা হলো, কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব বা স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়নি কেবল এই রকম প্রমাণ দিয়েই অপরাধ বা নির্দোষের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সংঘটিত অপরাধের বিচারকাজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শুরু হয়েছে। প্রথম আলো

জুলাই ২০২৪-এর বিচার

এসব আলোচনা আমাদের ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত বিচারের দিকে নিয়ে যায়। সরকার বলেছে এই মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) বিচার করা হবে। তাহলে এই বিচারগুলোতে কি 'অনিশ্চয়তা' থাকবে? বর্তমান প্রেক্ষাপটে যার অর্থ আমরা কি বিশ্বাস করতে পারি যে অপরাধ প্রমাণের জন্য সন্দেহাতীত যথেষ্ট প্রমাণ হাজির করতে না পারলে বিচারকেরা অভিযুক্তদের খালাস দেবেন?

সরকার এখনো আইসিটি আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং পদ্ধতির বিধিগুলো নিয়ে পরামর্শ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। তাই আমরা সেই তিনজন বিচারকের দিকে নজর ফেরাই, যাঁদের সরকার সম্প্রতি ট্রাইব্যুনালে নিয়োগ দিয়েছেন। আইসিটি চেয়ারম্যান গোলাম মর্তুজা মজুমদার। তিনি অবসরপ্রাপ্ত জেলা আদালতের একজন বিচারক। মাত্র কয় দিন আগে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। দ্বিতীয় নিয়োগপ্রাপ্ত হলেন মহিতুল হক মো. এনাম চৌধুরী। একজন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ। তৃতীয়জন হলেন আইনজীবী শফিউল আলম মাহমুদ। উনিও গোলাম মর্তুজা মজুমদারের মতো কয়েক দিন আগে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

এই নিয়োগগুলো নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ রয়েছে। প্রথমত, বিচারকদের কারোরই কর্মজীবনে কোনো মামলায় আন্তর্জাতিক আইনের নীতি প্রয়োগ করার কোনো অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয় না। আলোচ্য বিচারের সঙ্গে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং তাকে ঘিরে থাকা জটিল আইন জড়িত। তাই এই অভিজ্ঞতা বিচারকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, এই আইসিটির বিচারকদের মধ্যে দুজন হলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা আদালতের বিচারক। তাঁরা কয়েক বছর ধরে কোনো ধরনের ফৌজদারি মামলা মোকাবিলা করেননি। আন্তর্জাতিক আইনের জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার কথা বাদই দিলাম। গোলাম মর্তুজা মজুমদার অবসর নিয়েছেন ২০১৯ সালে। গত পাঁচ বছর তিনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করেননি। এখন আইসিটি চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি হঠাৎ করে আপিল বিভাগের বিচারপতির পদমর্যাদা পেয়েছেন।

তৃতীয়ত, শফিউল আলম মাহমুদ একজন আইনজীবী। তিনি মাত্র ছয় দিন আগে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। বিচারক হওয়ার আর কোনো অভিজ্ঞতা তাঁর নেই।

এ ছাড়া শফিউল আলম মাহমুদ বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ২০১৯ সালে তিনি বিএনপির পক্ষ হয়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে সরকার আইসিটি বিচারক হিসেবে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিল, যিনি এমন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য, যারা আওয়ামী লীগের ঘোর বিরোধী। আর অনেক আসামি তো আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। উনি যদি স্বাধীনভাবে বিচারিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষমও হন, তবু ভুললে চলবে না যে তিনি এখনো বিচারকের দায়িত্ব পালন করেননি। আর তাঁর কাছ থেকে পক্ষপাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

চতুর্থত, বাংলাদেশে বহু বছরের অভিজ্ঞ হাইকোর্টের আরও অনেক যোগ্য বিচারক রয়েছেন। সে হিসেবেও, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি বিচারের জন্য অপেক্ষাকৃত নিম্ন মর্যাদার বিচারকদের বেছে নেওয়া হয়েছে।

এবং পঞ্চমত, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি। এটাও একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়। দেশে আওয়ামী লীগবিরোধী আবেগ এখন খুব প্রবল। বাংলাদেশের বিচারকেরা, বিশেষ করে নির্বাচিত ব্যক্তিরা আওয়ামী লীগের কোনো জ্যেষ্ঠ সদস্যকে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকলে কি বেকসুর খালাস দিতে পারবেন? এটা খুবই যৌক্তিক একটি প্রশ্ন। ১০ বছর আগে জামায়াত বা বিএনপির কোনো নেতাকে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ থেকে খালাস দেওয়া সত্যিই সম্ভব ছিল? আজ কি তেমন কিছু সম্ভব হবে? এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হওয়া কঠিন।

যাঁরা ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্টের মধ্যে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের বিচারের একটি ন্যায্য এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়া দেখতে চান, তাঁদের জন্য এই নিয়োগগুলো উদ্বেগজনক।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বিচারক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি ঠিকই বলেছেন। তবে আইন সহজেই পরিবর্তন করা যায়। আসলেই তাঁর মন্ত্রণালয় এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনীর খসড়া তৈরির কাজের মধ্যে রয়েছে। তবু বলা যায় যে এই ধরনের দেশীয় প্রক্রিয়াগুলোতে আন্তর্জাতিক বিচারকদের কাজে লাগানো অস্বাভাবিক কিছু নয়। বসনিয়া, কসোভো, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন ও পূর্ব তিমুরে এমন নজির রয়েছে। আর আন্তর্জাতিক বিচারক যে পশ্চিমা দেশ থেকেই আসতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সেই বিচারক যেন অভিজ্ঞ ও স্বাধীন হন। আর সেই বিচারক নির্বাচনে জাতিসংঘ সহায়তা করতে পারে।

তবে এটা ঠিক যে আমরা এখনো জানি না সরকার আইসিটি আইন এবং পদ্ধতিগুলোকে কতটা ব্যাপকভাবে সংশোধন করবে। এই সংশোধনীগুলো বিচারের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। তবু বাংলাদেশি বিচারকের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিচারক নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। এতে বিচার প্রক্রিয়ার স্বাধীনতাও নিশ্চিত হবে আর তা বাংলাদেশের জন্যও হবে গুরুত্বপূর্ণ একটা অভিজ্ঞতা।

● **ডেভিড বার্গম্যান** সাংবাদিক। বহু বছর ধরে আইসিটির বিচার কার্যক্রম ও বাংলাদেশ নিয়ে লিখছেন। তাঁর এক্স হ্যান্ডল @TheDavidBergman

চাকরির বয়সসীমা

যুক্তির চেয়ে আবেগ গুরুত্ব পেল

গওহার নঈম ওয়ারা

দাবিদাওয়ার চাপে জেরবার অন্তর্বর্তী সরকার ৩২-উর্ধ্বদের আন্দোলনের মুখে বয়স বিবেচনা কমিটি গঠন করে। সাবেক সচিব মুয়ীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত সেই কমিটি ইতিমধ্যে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়স পুরুষদের ৩৫ ও নারীদের ৩৭ করার সুপারিশ করেছে। ২ অক্টোবর যখন কমিটি আলোচনার জন্য বসেছিল, তখনই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে বয়স বাড়ছে। বয়স বিবেচনা কমিটির প্রধান মুয়ীদ চৌধুরী সেদিন সাংবাদিকদের সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, সেশনজট, করোনাসহ বিভিন্ন কারণে চাকরিতে প্রবেশের বিদ্যমান বয়স বাড়ানো উচিত।

অসুখ-বিসুখ, করোনা নাহয় দৈব-দুর্বিপাক। কিন্তু বাঁধাধরা বা ক্রনিক সেশনজট কেন হেতু হবে? আগে চাকরির বয়সের চাপ ছিল বলে 'সেশনজট নিপাত যাক' আওয়াজ তুলে সেশনজটের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর একটা যৌক্তিক ভিত্তি ছিল। এখন সেটাও আর থাকল না। শিক্ষকেরা এখন কনসালট্যান্সি আর বেশি বেশি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাড়াটে শিক্ষক হয়ে দিন গুজরান করবেন। হয়তো বলবেন—৩৫ বছর ম্যালা সময়; ধীরে সুস্থে চলো, সেশনজট তোমাকে পথে বসাবে না। রায়ের বাইরে যেমন বিচারকের পর্যবেক্ষণ থাকে, মুয়ীদ কমিটিও তেমনি পর্যবেক্ষণ দিতে পারত। বলতে পারত, যেসব কারণে পড়ালেখা শেষ করতে করতে চাকরির বয়স পেরিয়ে যায়, সেগুলো রোধে, বিশেষ করে সেশনজট রোধে দায়িত্বের সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে।

বোঝা যায়, তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে কমিটিকে। আবার সিদ্ধান্তে নারীবান্ধবতার প্রলেপ দিতে গিয়ে নারীদের একটু বাড়তি খাতির করা হয়েছে। যেটা কোনো দাবিতেই ছিল না। বরং এবার কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় নারী শিক্ষার্থীরা তাঁদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা না রাখার পক্ষেই বারবার মত দিয়েছিলেন। ফেসবুকে অনেকেই জানতে চেয়েছেন, নারীদের বয়সসীমা ৩৭ করার যৌক্তিকতা কী? এ ক্ষেত্রে মুয়ীদ চৌধুরী বলেন, আরও অধিকসংখ্যক নারী যেন চাকরিতে আসতে পারেন, সে জন্য তাঁরা এই সুপারিশ করেছেন। তিনি মনে করেন, 'ছেলেদের মতো ওই বয়সে মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। ফ্যামিলি অবলিগেশন্স থাকে, বিয়ে হয়ে যায়...। এ ছাড়া আমাদের নারী কর্মকর্তার সংখ্যা তুলনামূলক কম।...যাতে নারীরা এ সুবিধাটা পান, তাঁরা আসতে পারেন।'

বয়স বিবেচনা কমিটির এসব বয়ান কতটা তথ্যভিত্তিক আর কতটা ধারণাপ্রসূত? সেটা আজ নাহয় কাল কেউ জিজ্ঞাসা করবেই। গত ১০ বছরের তথ্য দেখলেই বোঝা যাবে মেয়েরা উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত এগিয়ে থাকলেও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সংখ্যায় পিছিয়ে পড়েন। সমস্যাটা এখানেই। স্নাতকে ভর্তি হওয়ার আগে সংখ্যায় কমে গেলে সময়মতো চাকরির দরখাস্ত তাঁরা করবেন কীভাবে? যোগ্যতাসম্পন্ন নারীদের চাকরিতে আনতে হলে কাজ করতে হবে গোড়ায়। তাঁরা যাতে নির্বিঘ্নে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। বয়সসীমা শিথিল করে যোগ্য নারীদের প্রশাসনে আনা যাবে না।

বিষয়গুলো বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের চালক-চালিকারা যে বোঝেন না, এমন নয়। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং বর্তমান সরকারের ঘনিষ্ঠ আলী ইমাম মজুমদার ২০১৮ সালে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক

> **আগে চাকরির বয়সের চাপ ছিল বলে সেশনজট 'নিপাত যাক আওয়াজ' তুলে সেশনজটের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর একটা যৌক্তিক ভিত্তি ছিল। এখন সেটাও আর থাকল না**

সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'চাকরিতে প্রবেশের বয়স যদি ৩৫ করা হয়, তাহলে তরুণদের মেধাকে কাজে লাগানো যাবে না। তরুণেরা যে অনেক দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন, সেটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন?'

একই কথা চলতি সপ্তাহে সরকারের সদ্য সাবেক সিনিয়র সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান বলছেন। তাঁর মতে, '...২৪-২৫ বছর বয়সের একজন তরুণ কর্মকর্তাকে সরকার যেভাবে কাজের জন্য গড়ে তুলতে পারবে, ৪০ বছর বয়সী কাউকে দিয়ে সেটা সম্ভব হবে না।'

তাহলে কি যুক্তির চেয়ে আবেগকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? কমিটির সুপারিশকে সাধুবাদ জানাতে গিয়ে বয়স বাড়ানো আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র বলেছেন, 'আমাদের আবেগকে বর্তমান সরকার মূল্যায়ন করেছে।' এরপর কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপন জারির জন্য তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আর সেটি না হলে আবারও আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছেন।

জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা নিয়ে ক্যাডার সার্ভিসের চাকরির বয়সসীমা বাড়িয়ে ৫০ করে দিয়েছিলেন। মূলত উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে প্রতিটি উপজেলায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করতে হবে—এমন চাহিদা থেকে তখন একটি বিসিএসের জন্য বয়সসীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। '৮২ ব্যাচের ওই কর্মকর্তারা '৬৫০ ক্যাডার' হিসেবে প্রশাসনে পরিচিত। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে তখন ৪৫ বছরের বেশি বয়সে চাকরি পেয়েছিলেন মাত্র ২০ জনের মতো। এটা ৪২ বছরের পুরোনো তথ্য। হালনাগাদ তথ্য কী বলে? চূড়ান্ত ফল প্রকাশ হওয়া ৪৩তম বিসিএসের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২৯ বছরের বেশি বয়সীদের উত্তীর্ণের হার খুবই কম। মাত্র ১ দশমিক ৭১ শতাংশ। ৪১তম বিসিএসে ক্যাডারের ২৯ উর্ধ্ব বয়সসীমার প্রার্থীদের হার ছিল ১ দশমিক ৬৭ শতাংশ। ৩৮তম বিসিএসের ২৯ উর্ধ্বদের উত্তীর্ণের হার ছিল মাত্র ২ দশমিক ৪১৪ শতাংশ।

সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করেন, যাঁদের বয়স হয়ে যাচ্ছে, তাঁরা আর পরীক্ষায় ভালো করছেন না। তুলনামূলকভাবে কম বয়সীরা এ ধরনের পরীক্ষায় ভালো করে থাকেন। সুপারিশকৃতদের মধ্যে ২৩ থেকে ২৭ বছর বয়সীদেরই বেশি ভালো করতে দেখা যায়। বয়স বাড়লে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে। কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করার সামর্থ্য কমে যায়।

সাবেক অতিরিক্ত সচিব আ ক ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী মনে করেন যে সব ক্যাডারের জন্য এক বয়স ঠিক নয়। তাঁর মতে, পররাষ্ট্র, পুলিশ, প্রশাসন, কাস্টমসসহ কিছু সার্ভিসে বরং বয়সসীমা কমিয়ে ২৭ করা উচিত। এসব চাকরিতে প্রয়োজনীয় শারীরিক যোগ্যতা বেশি বয়সী মানুষের মধ্যে পাওয়া কঠিন। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে দায়িত্ব পালনের জন্য এসব সার্ভিসে প্রবেশের বয়সসীমা কমিয়ে ২৭ করলে দেশ উপকৃত হবে।

● **গওহার নঈম ওয়ারা** লেখক, গবেষক
nayeem5508@gmail.com

ভূরাজনীতি

ব্রিকস কি পশ্চিমের মোড়লগিরি ঠেকাতে পারবে

ব্রহ্ম চেলানি

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। বৈশ্বিক জিডিপিতে ক্রমবর্ধমানভাবে পশ্চিমা দেশগুলোর অংশ হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্ব ক্রমে বহুমুখী হয়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশ এখন তাদের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করছে। এসব দেশের মধ্যে উদীয়মান অর্থনীতিগুলো রয়েছে। যেমন সম্প্রতি সম্প্রসারিত হওয়া ব্রিকস জোটভুক্ত দেশগুলো নতুন বিশ্বব্যবস্থা দাঁড় করানোয় নেতৃত্ব দিতে চাইছে। ছোট দেশগুলোও তাদের স্বার্থরক্ষায় নতুন নতুন সম্পর্ক তৈরি করতে চাইছে।

ব্রিকসকে একসময় কয়েকটি সম্পদশালী দেশের একটি সম্পদভিত্তিক গোষ্ঠী হিসেবে মনে করা হতো। কিন্তু এখন সেটি একটি বৃহত্তর প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশ্বিক ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ব্রিকসকে এখন পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ হিসেবে দেখা হচ্ছে। গোষ্ঠীটিকে ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে চলার একটি বিকল্প উপায় হিসেবেও দেখা হচ্ছে। ব্রিকস যে ইতিমধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, তা প্রমাণিতও হয়েছে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে ব্রিকস পাঁচটি দেশ (ব্রাজিল, চীন, ভারত, রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা) থেকে সম্প্রসারিত হয়ে নয়টি দেশের (নতুন যুক্ত হয়েছে মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত) জোটে পরিণত হয়েছে। এর বাইরে প্রায় তিন ডজনের বেশি দেশ ব্রিকসে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছে। আবেদনকারীদের মধ্যে ন্যাটোর সদস্য তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র থাইল্যান্ড ও মেক্সিকো এবং বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়াও রয়েছে। যদিও এই গোষ্ঠীর সদস্যদের (এবং আবেদনকারীদের) বৈচিত্র্য ব্রিকস প্লাসের ব্যাপক আকর্ষণকে তুলে ধরে, তবে এটি কিছু চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছে।

ব্রিকস যখন পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট ছিল, সে সময়ই ব্রিকসের জন্য একটি সাধারণ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা এবং বৈশ্বিক মঞ্চে জোটটির একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়া কঠিন ছিল। এখন জোটে সদস্য আছে নয়টি দেশ এবং সামনের দিনগুলোতে আরও দেশ যুক্ত হবে। এসব দেশের সঙ্গে এই জোটের একটি অভিন্ন পরিচয় ও এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করতে জোর চেষ্টা লাগবে।

তবে ব্রিকসের সদস্যদের ঐক্যের সামনে যে চ্যালেঞ্জ আছে, তাকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। মনে রাখতে হবে, এই জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরাই জোটটির মৌলিক লক্ষ্যগুলো নিয়ে একমত হতে পারেনি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চীন ও রাশিয়া যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে চায়, সেখানে ব্রাজিল ও ভারত পশ্চিমকে চটিয়ে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সরাসরি বিরোধিতা করতে চায় না।

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

ব্রিকস সংসদীয় ফোরামে বক্তব্য দিচ্ছেন ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি : রয়টার্স

ব্রিকস ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠান গঠনে মন দিয়েছে। ২০১৫ সালে ভারতের উদ্যোগে ব্রিকসের পক্ষ থেকে সাংহাইয়ে সদর দপ্তরসহ নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি) প্রতিষ্ঠা করেছে। এনডিবি উদীয়মান অর্থনীতির তৈরি এবং পরিচালিত বিশ্বের প্রথম বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংক।

যেখানে বিশ্বব্যাংকে যুক্তরাষ্ট্র প্রধান শেয়ারহোল্ডার এবং ভেটো ক্ষমতা ধারণ করে, সেখানে এনডিবি হলো একমাত্র ব্যাংক, যেখানে প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা সমান শেয়ারহোল্ডার এবং সমান ভোটাধিকার বজায় রেখেছে।

বাস্তবতা হলো, সম্প্রসারিত ব্রিকস প্লাস জোট বৈশ্বিক ক্ষেত্রে বিশাল প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জনসংখ্যার দিক থেকে এই গোষ্ঠী জি-৭-কে অনেকখানি পেছনে ফেলেছে। ব্রিকসভুক্ত অর্থনীতিগুলোর ভবিষ্যতের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ছাড়া তেল উৎপাদক দেশ ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত অপর দুই তেল উৎপাদক দেশ ব্রাজিল ও রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর ব্রিকস প্লাস এখন বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪০ শতাংশ অপরিশোধিত তেল উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য কৃতিত্ব বহন করে।

হ্যাঁ, এই গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। বিশেষত একটি সুসংহত বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠা এবং নির্দিষ্ট (এবং বাস্তবসম্মত) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাদের সামনে বাধা রয়েছে। কিন্তু তাদের সামনে সেই সম্ভাবনাও রয়েছে, যা একুশ শতকের বাস্তবতাকে আমলে নিয়ে বহুল প্রতীক্ষিত সংস্কারের অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে।

● **ব্রহ্ম চেলানি** দিল্লির সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের অধ্যাপক ইমেরিটাস

স্বত্ব : **প্রজেক্ট সিন্ডিকেট** ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম আলো রেজি. নং ডিএ ১৮৮০ | **সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান, মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত | **নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক | **ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত | **প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬ | **বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ই-মেইল : news@prothomalo.com **সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com | **বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২ ই-মেইল : ad@prothomalo.com

প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ

ইন্দোনেশিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রাবোও সুবিয়ান্তো গতকাল শপথ গ্রহণ করেছেন। এএফপি, জাকার্তা

সংক্ষেপে

রাশিয়া

ইউক্রেনের ১১০টি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোসহ দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল ১১০টি ইউক্রেনীয় ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাতে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। টেলিগ্রামে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় বলেছে, বিমান প্রতিরক্ষা কুরস্ক অঞ্চলে ৪৩টি ড্রোন আটকে দিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনের সেনারা মস্কোর বাহিনীর নজর ভিন্ন দিকে সরানোর জন্য গত আগস্ট মাস থেকে স্থল অভিযান চালাচ্ছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, লিপেটস্ক অঞ্চলে আরও ২৭টি ড্রোন, ওরিওলে ১৮টি মস্কোর ওপর একটি এবং নিঝনি নভগোরদ, বেলগোরদ ও ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে মোট ২১টি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। রাশিয়া প্রায় প্রতিদিনই তার ভূখণ্ডে কমবেশি সংখ্যক ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিত করে থাকে।
এএফপি, *মস্কো*

পাকিস্তান

সহিংসতার মামলায় খালাস ইমরান ও পিটিআই নেতারা

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান, খাইবার পাখতুনখাওয়ার মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দারপুরসহ দলটির শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন নেতাকে 'হাকিকি আজাদি মার্চ' মামলায় খালাস দিয়েছেন ইসলামাবাদের একটি আদালত। গত ২৫ মার্চ পিটিআইয়ের হাকিকি আজাদি মার্চ নামের সম্মেলন ঘিরে সহিংসতার ঘটনায় গত মে মাসে সেক্রেটারিয়েট থানায় এ মামলা হয়েছিল। আদালত গত শনিবার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আবেদন খতিয়ে দেখে তাঁদের খালাসের আবেদন গ্রহণ করেন। একে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে পিটিআইয়ের নেতৃত্বে গত মার্চ মাসে পাকিস্তানে বড় ধরনের বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। ক্ষমতাসীন সরকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ও আগাম নির্বাচনের দাবিতে ডাকা ওই বিক্ষোভ সমাবেশ দেশটির বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এ মামলায় খালাস পেলেও ইমরান খান এখনই মুক্তি পাচ্ছেন না। বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দী থাকা ইমরানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় উপহার (তোশাখানা) বেচাকেনার মামলায় শুনানি চলছে।
ডন

ভারত

বিস্ফোরণে কাঁপল দিল্লি

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) স্কুলের বাইরে গতকাল রোববার সকালে একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে বিস্ফোরণের ফলে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিস্ফোরণের জন্য বিজেপিকে দুষছেন দিল্লির আম আদমি পার্টির (আপ) মুখ্যমন্ত্রী আতিশি মারলেনা। বিস্ফোরণের খবর পেয়ে পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক দলের সদস্যরা ঘটনা স্থলে পৌঁছান। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (এফএসএল) প্রাথমিক তদন্তে বলেছে, বিস্ফোরক উপাদানের সঙ্গে তাজা বোমার (টাইম বোমার মতো অনেকটা) মিল রয়েছে। তবে বোমাটির ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো। বিস্ফোরণের সঙ্গে আপাতত সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সম্পর্ক নেই বলে মনে হচ্ছে।
টাইমস অব ইন্ডিয়া

ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত ভবনের ক্ষয়ক্ষতি দেখছেন ফিলিস্তিনিরা। গত শনিবার রাতে গাজার বেইত লাহিয়ায়। ছবি : এএফপি

অবরুদ্ধ উত্তর গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞ

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত

উত্তর গাজার তিনটি শহর অবরুদ্ধ করে স্থল অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েল। সেখানে মানবিক ত্রাণসহায়তাও প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

- লেবাননে হিজবুল্লাহর কমান্ড সেন্টারে হামলার দাবি ইসরায়েলের।
- ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে ১০০টি রকেট নিক্ষেপ করেছে হিজবুল্লাহ।

সিএনএন

ফিলিস্তিনের উত্তর গাজার বেইত লাহিয়ায় ইসরায়েলের হামলায় ৮৭ জন নিহত হয়েছেন। গত শনিবার রাতে চালানো এ হামলায় আহত হয়েছেন আরও ৪০ জন। গতকাল রোববার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য দিয়েছে। এদিকে লেবাননে হিজবুল্লাহর কমান্ড সেন্টারে হামলার দাবি করেছে ইসরায়েল। জবাবে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে ১০০টি রকেট নিক্ষেপ করেছে হিজবুল্লাহ।

বেইত লাহিয়া শহরটি গাজা উপত্যকার সবচেয়ে উত্তরের শহরগুলোর একটি। এটি জাবালিয়া ও বেইত হানুন শহরের কাছে অবস্থিত। ১৬ দিন ধরে এই তিন শহর অবরুদ্ধ করে স্থল অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। সেখানে মানবিক ত্রাণসহায়তাও প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বেইত লাহিয়ায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২৭ জনের মরদেহ কামাল আদওয়ান হাসপাতালে পৌঁছেছে। বাকি মরদেহগুলো এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছে। এ ঘটনায় আহত ৪০ জনের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সংকটাপন্ন।

হামলায় বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আহাজারি করতে করতে এক নারী বলেন, 'আমরা যখন বসে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন হঠাৎ আমাদের ওপর ভবনের কংক্রিটের টুকরা ভেঙে পড়ে। কোনো কিছু কি অবশিষ্ট আছে? তারা সবাইকে মেরে ফেলল।' ওই নারী আরও বলেন, 'ইসরায়েলি বাহিনী আমাদের বেইত লাহিয়ায় সরে যেতে বলে এখন সেখানেই বোমা হামলা চালাল।'

আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, বেইত লাহিয়ার কামলা আদওয়ান হাসপাতালেও হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। হাসপাতালটির পরিচালক হুসসাম আবু সাফিয়া বলেছেন, হামলায় হাসপাতালের পানির ট্যাংক ও বিদ্যুৎ সরবরাহব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে চিকিৎসাসেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

ইরানে হামলার প্রস্তুতির নথি ফাঁস

ইরানের সাম্প্রতিক হামলার প্রতিশোধ হিসেবে দেশটিতে ইসরায়েলের সম্ভাব্য আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অতিগোপনীয় গোয়েন্দা নথি ফাঁস হয়েছে। ঘটনাটি সম্পর্কে জানাশোনা আছে, এমন তিনটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। একটি সূত্র বলেছে, নথিগুলো সঠিক।

গোপন নথি ফাঁসের এ ঘটনাকে 'খুবই উদ্বেগজনক' বলে সিএনএনের কাছে মন্তব্য করেছেন একজন মার্কিন কর্মকর্তা।

নথিগুলোয় ১৫ ও ১৬ অক্টোবরের তারিখ দেওয়া রয়েছে। তবে অনলাইনে এসব ছড়িয়ে পড়তে থাকে গত শুক্রবার। এর আগে 'মিডল ইস্ট স্পেকটেটর' নামের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে নথিগুলো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম টেলিগ্রামে প্রকাশিত হয়।

ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সম্ভাব্য হামলার প্রস্তুতির বর্ণনা রয়েছে নথিগুলোতে। নথির তথ্য অনুযায়ী, পরিকল্পনার আওতায় ইসরায়েল অস্ত্রশস্ত্র মোতায়েন করছে। এতে ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের মহড়া চালানোর কথাও বলা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এ মহড়া ইরানে দেশটির হামলা চালানোর প্রস্তুতিরই অংশ।

হিজবুল্লাহর কমান্ড সেন্টারে হামলা

এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, লেবাননের রাজধানী বৈরুতে হিজবুল্লাহর একটি কমান্ড সেন্টার ও ভূগর্ভে অস্ত্রাগারে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। গতকাল এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী বলেছে, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভোরে এ হামলা চালায় ইসরায়েলের বিমানবাহিনী। বৈরুতে হিজবুল্লাহর গোয়েন্দা সদর দপ্তরের একটি কমান্ড সেন্টার ও একটি ভূগর্ভস্থ অস্ত্র কারখানায় এ হামলা চালানো হয়।

এদিকে এ হামলার জবাবে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে ১০০টি রকেট নিক্ষেপ করেছে হিজবুল্লাহ। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে, কয়েক মিনিটের ব্যবধানে এসব রকেট ছোড়া হয়। রকেটগুলোর কিছু মাঝ আকাশেই ভূপাতিত করা হয়েছে।

চীন-তাইওয়ান উত্তেজনা

যুদ্ধ প্রস্তুতি জোরদার করতে বললেন সি

এএফপি, *সাংহাই*
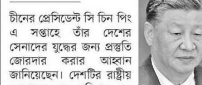
সি চিন পিং

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এ সপ্তাহে তাঁর দেশের সেনাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে গত শনিবার এক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়। তাইওয়ান ঘিরে চীনের বড় ধরনের সামরিক মহড়ার কয়েক দিন পরই দেশটির প্রেসিডেন্ট এ আহ্বান জানান।

চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সিসিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বৃহস্পতিবার চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির রকেট ফোর্সের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে সি যুদ্ধপ্রস্তুতি জোরদার করার কথা বলেন। তিনি বলেন, সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধের প্রস্তুতিকে ব্যাপকভাবে জোরদার করতে হবে এবং সৈন্যদের যুদ্ধের সক্ষমতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সেনাদের অবশ্যই কৌশলগত প্রতিবন্ধকতা দূর করার এবং যুদ্ধের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে দাবি করে চীন। সম্প্রতি তাইওয়ান ঘিরে সামরিক মহড়া জোরদার করেছে তারা। গত সোমবার বেইজিংয়ের পক্ষ থেকে তাইওয়ান ঘিরে সামরিক যুদ্ধবিমান, ড্রোন, যুদ্ধজাহাজ ও উপকূলরক্ষী নৌযানের ব্যাপক মহড়া করে চীন। দুই বছরে তাইওয়ান ঘিরে এটা ছিল চীনের চতুর্থ বড় ধরনের মহড়া। তাইওয়ানকে বেইজিংয়ের নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রয়োজনে ক্ষমতা প্রয়োগের হুমকিও দিয়ে রেখেছেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা।

গত বৃহস্পতিবার সি আরও বলেন, সামরিক বাহিনীকে দেশের কৌশলগত নিরাপত্তা এবং মূল স্বার্থ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করতে হবে।

উল্লেখ্য, তাইওয়ান ইস্যুতে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোর দীর্ঘদিন ধরেই উত্তেজনা চলছে। তাইওয়ান পূর্ব এশিয়ার একটি দ্বীপ, যা তাইওয়ান প্রণালির পূর্বে চীনের মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত।

'আক্রমণ' আর 'প্রলোভন' দুই কৌশলেই চলছে প্রচার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন
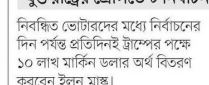
নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত প্রতিদিনই ট্রাম্পের পক্ষে ১০ লাখ মার্কিন ডলার অর্থ বিতরণ করবেন ইলন মাস্ক।

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

এএফপি, *আটলান্টা*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিততে পরস্পরকে আক্রমণ করে বক্তব্য দেওয়া থেকে শুরু করে ভোটারদের আস্থা অর্জনে প্রলোভন দেখানোর মতো নানা কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ৬০ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন গতকাল রোববার। যুক্তরাষ্ট্রের হাড্ডাহাড্ডি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ৭৮ বছর বয়সী ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখোমুখি হচ্ছেন কমলা। এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে নির্বাচনে প্রতিযোগিতার দৌড়ে বয়স্ক প্রার্থী হিসেবে সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন জো বাইডেন। তাঁর বদলে প্রার্থী হিসেবে কমলা হ্যারিস এসে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ট্রাম্পকে সেই বয়স নিয়েই আক্রমণ করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি দুই সপ্তাহের কিছুটা বেশি সময়। গতকাল দুই প্রার্থী গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য পেনসিলভানিয়াতে প্রচার চালিয়েছেন। আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার দৌড়ে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যের মধ্যে পেনসিলভানিয়াকে উভয় প্রার্থীই অবশ্যই জিততে হবে, এমন তালিকায় রেখেছেন।

কমলা হ্যারিস নিজের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করেছেন। এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে তাঁকে প্রেসিডেন্ট পদের উপযুক্ত দারুণ স্বাস্থ্যের অধিকারী বলা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি ট্রাম্পকে আক্রমণ করেছেন এবং স্বাস্থ্যগত তথ্য প্রকাশ করতে বলেছেন। ট্রাম্পের প্রচার শিবির থেকে বলা হয়েছে, কমান্ডার ইন চিফ হওয়ার জন্য সুস্থ রয়েছেন ট্রাম্প।

কমলার পক্ষ থেকে গত শনিবার পেনসিলভানিয়ায় ট্রাম্পের দীর্ঘ বক্তৃতা নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। এর জবাব দিয়েছে রিপাবলিকান প্রচার শিবির। তারা কমলাকে আক্রমণ করে বলেছে, তাঁর খরগোশের সমান শক্তিও নেই।

কমলা ও ট্রাম্পের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে প্রচারে জোর দেওয়া হয়েছে। দুই প্রার্থীর পক্ষে তাঁদের কর্মী ও সমর্থকেরা মাঠে নেমেছেন। টেসলা ও স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক পেনসিলভানিয়ায় ট্রাম্পের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন। এ অঙ্গরাজ্যে একাধিক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন তিনি। এর মধ্যে হ্যারিসবার্গের এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে মাস্ক ঘোষণা দিয়েছেন, নির্বাচনের দিন পর্যন্ত প্রতিদিনই তিনি ১০ লাখ মার্কিন ডলার অর্থ বিতরণ শুরু করবেন। ইলন মাস্কের পিটিশনে স্বাক্ষর করা নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে এই অর্থ বিতরণ করা হবে।

এদিকে কমলার পক্ষ থেকে ভোটারদের কাছে টানতে পপ তারকা লিজো ও উশারকে প্রচারে নামানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েটে গত শনিবার কমলা হ্যারিসের নির্বাচনী সমাবেশে উপস্থিত হয়ে জনপ্রিয় মার্কিন পপ তারকা লিজো কমলাকে সমর্থন জানিয়ে আগাম ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। এদিকে আটলান্টার জনপ্রিয় তারকা উশার জর্জিয়ায় কমলাকে জেতাতে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু | গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সদর থানাধীন মারিয়ালি এলাকায় ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিনিধি, গাজীপুর

সংক্ষেপে

ঢাকা

ফায়ার সার্ভিসকে উদ্ধার সরঞ্জাম দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ধার সরঞ্জাম দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব সরঞ্জাম হস্তান্তর করে ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। ফায়ার সার্ভিসের গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হস্তান্তর করা সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে ৮টি ওয়াটার রেসকিউ বোট, ১১০টি লাইফ ভেস্ট, ২৮টি কাস্টম ব্যাগ, ৮৯টি ক্যারাবিনা, ২০টি বাঁশি, ১২০টি জাম্প স্যুট, ৫ বক্স এন-৯৫ মাস্ক, ২০০টি হ্যাজমত মেডিক ব্যাগ। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মদ জাহেদ কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন মার্কিন দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন মেগান বলডিন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কেক কেটে জাতীয় প্রেসক্লাবের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্য উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে। ছবি : প্রথম আলো

প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তথ্য উপদেষ্টা

শেখ হাসিনা রাজনীতি করার জন্য আর ফিরতে পারবেন না

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, 'শেখ হাসিনা দেশে থাকা সমর্থকদের সরকারবিরোধী আন্দোলন করার জন্য উসকানি দিচ্ছেন। আমি তাঁদের বলতে চাই, শেখ হাসিনা বাংলাদেশে রাজনীতি করার জন্য আর ফিরতে পারবেন না। শুধু ফাঁসির কাষ্ঠে দাঁড়ানোর জন্যই ফিরবেন। যাঁরা এখনো পলাতক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের উসকানিতে জনজীবন দুর্বিষহ করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের সাবধান করে দিতে চাই।'

গতকাল রোববার ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ৭০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম এ কথা বলেন। মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যত পুলিশ মারা গেছে, তার দায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলে মন্তব্য করেন নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমরা শেখ হাসিনাকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তা না করে দেশে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। ৫ আগস্ট দুপুর পর্যন্ত আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ওপর স্নাইপার দিয়ে গুলি চালানো হয়েছে। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা তাঁর সব নেতা-কর্মী এবং পুলিশ বাহিনীকে মাঠে থাকার নির্দেশ দিয়ে কাউকে না জানিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যান। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কারণে সে দিন অনেক পুলিশ সদস্য মারা যান। এ আন্দোলনে যত পুলিশ মারা গিয়েছেন, এর দায় শেখ হাসিনার।'

উপদেষ্টা বলেন, গণমাধ্যম থেকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা (স্পিরিট) এবং আকাঙ্ক্ষা পরিকল্পিতভাবে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের কারণ। এখনো আমাদের অনেক ভাই-বোন আহত অবস্থায় হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন। এখনো অনেকে শহীদ হচ্ছেন। অথচ গণমাধ্যমগুলোতে সেই শহীদ এবং আহতদের কথা দিন দিন কমে আসছে। জনগণের স্মৃতি থেকে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটেন উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন *আমার দেশ* পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ, সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব ভূঁইয়া প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জে ১২ দফা দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

বেআইনিভাবে ছাঁটাই বন্ধ, সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুরসহ ১২ দফা দাবিতে নারায়ণগঞ্জে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। সড়ক অবরোধের কারণে ওই সড়কে আধা ঘণ্টা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

গতকাল রোববার বেলা আড়াইটার দিকে নগরের চাষাঢ়ায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন আইএফএস টেক্সওয়্যারের শ্রমিকেরা। আইএফএস টেক্সওয়্যার নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার কুতুবপুর এলাকায় অবস্থিত।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে সদর উপজেলার ফতুল্লার কুতুবপুর এলাকায় অবস্থিত আইএফএস টেক্সওয়্যারের শ্রমিকেরা শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধসহ ১২ দফা দাবিতে নগরীতে কয়েক শ শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা নগরের চাষাঢ়ায় সড়কে বসে অবরোধ করেন। এতে ওই সড়কের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলে বেলা সোয়া তিনটার দিকে সড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। পরে শ্রমিকদের পক্ষে ১০ জন প্রতিনিধি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাকিব আল রাব্বির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের ১২ দফা দাবি তুলে ধরেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাকিব আল রাব্বি শ্রমিকদের সমস্যার কথা শোনার পর শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেন, আপনাদের দাবিদাওয়ার বিষয়টি মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে শ্রমিকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন।

এ বিষয়ে শিল্প পুলিশ-৪ পরিদর্শক (গোয়েন্দা) সেলিম বাদশা *প্রথম আলো*কে বলেন, আইএফএস শ্রমিকদের দাবি মালিকপক্ষ আগেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তারা কবে থেকে তা বাস্তবায়ন করবে, তা ঘোষণা দেয়নি। এ কারণে শ্রমিকেরা সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাঁদের দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছিলেন। পরে জেলা প্রশাসন বিষয়টি সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার ঘোষণা দিলে শ্রমিকেরা শান্ত হন।

সাবেক মন্ত্রীসহ ৭ জনের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

দুদকের আবেদন

রংধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম ও নোমান গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামের বিদেশযাত্রায়ও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

- এসব ব্যক্তির জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক।
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকির নামও রয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী হোসনে আরা বেগম এবং সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) ইকবালুর রহিম ও তাঁর স্ত্রী নাদিরা সুলতানার বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকি, রংধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম ও নোমান গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামের বিদেশযাত্রায়ও নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন গতকাল রোববার এ আদেশ দেন। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর *প্রথম আলো*কে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালতসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ ও তাঁর স্ত্রীর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক সহিদুর রহমান। আদালতে লিখিতভাবে বলা হয়, সাবেক মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদের বিরুদ্ধে নিয়োগ-বাণিজ্য, ভুয়া রোগী সাজিয়ে সরকারি অনুদানের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া, করোনাকালে ভুয়া প্রশিক্ষণ বিল উত্তোলন, ব্যাপক অনিয়ম আর দুর্নীতির মাধ্যমে টিআর-কাবিখাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক।

অন্যদিকে সাবেক সংসদ সদস্য ইকবালুর রহিম ও তাঁর স্ত্রীর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ জাফর সাদেক শিবলী। লিখিতভাবে আদালতকে বলা হয়, ইকবালুর রহিমের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এবং বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকির বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া। লিখিতভাবে আদালতকে জানানো হয়, লিয়াকত আলী লাকির বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণ, নিয়োগ-বাণিজ্য, ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতিসহ ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা আত্মসাৎ-পূর্বক নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক।

রংধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক নুর-ই আলম। এতে বলা হয়, রফিকুল ইসলামসহ অন্যদের বিরুদ্ধে জালজালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে আগের বিক্রি করা জমি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের কাছে বন্ধক রেখে ২৭০ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ করার অভিযোগের অনুসন্ধান করছে দুদক।

নোমান গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক সহিদুর রহমান। তিনি আদালতের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করেন, নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে একাধিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জালজালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ঋণ গ্রহণ করে সাত হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক।

আলোচনা সভায় মাহমুদুর রহমান

গণমাধ্যম নতুন বয়ানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ ফেরানোর চেষ্টা করছে

প্রতিনিধি, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

গণমাধ্যম এখন নতুন বয়ানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ ফেরানোর চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। তিনি বলেছেন, তারা (গণমাধ্যম) দেখানোর চেষ্টা করছে, শেখ হাসিনা খারাপ, তবে শেখ মুজিব ভালো ছিলেন। তারা শেখ মুজিবের একটি কাল্ট চরিত্র (ব্যক্তির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা) এখনো টিকিয়ে রাখতে চায়।

গতকাল রোববার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'ফ্যাসিবাদী বয়ান নির্মাণে গণমাধ্যমের ভূমিকা : একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় এ কথাগুলো বলেন মাহমুদুর রহমান। ডায়ালগ ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত এই সভায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমও বক্তব্য দেন।

বক্তব্যে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার সমালোচনা করেন মাহমুদুর রহমান। তিনি বলেন, 'দুদিন আগে ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম এমন একটি কলাম লিখলেন, যেটার মূল কথা এই যে শেখ মুজিব ভালো, কিন্তু শেখ হাসিনা খারাপ। কিন্তু শেখ মুজিব সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন, তিনি যদি শেখ হাসিনার মতো ১৫ বছর সময় পেতেন, তাহলে আরও ভয়ংকর ফ্যাসিস্ট হতেন। কাজেই নতুন করে যাঁরা এসব কথা বলার চেষ্টা করছেন, তাঁরা আসলে নতুন করে ফ্যাসিবাদের পথ রচনা করছেন।'

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে কিছু গণমাধ্যম শিক্ষার্থীদের দুষ্কৃতকারী বলে একধরনের বয়ান তৈরি করেছিল। পাকিস্তান আমলে যে ভাষায় শিক্ষার্থীদের সাইট (উল্লেখ) করা হতো, ঠিক একই পদ্ধতিতে এই আন্দোলনে কিছু গণমাধ্যম শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাসী ও দুষ্কৃতকারী হিসেবে দেখিয়েছে। মানে শিক্ষার্থীদের যে পাখির মতো মারা হচ্ছে, সেটিকে লেজিটিমাইজ করার একটি বয়ান তৈরি করা হয়েছিল।

দূষণের দায়ে ৪ কারখানার গ্যাস ও বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন

নারায়ণগঞ্জ

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জে দূষণের দায়ে অভিযান চালিয়ে একটি টেক্সটাইল মিলসহ চারটি কারখানার গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ অফিস। গতকাল রোববার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার কুতুবাইল ও পাগলার দেলপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি টেক্সটাইল মিল ও তিনটি ইট ক্রাসিং প্রতিষ্ঠানের গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

সদর উপজেলার কুতুবাইল এলাকার মেসার্স হোসেন টেক্সটাইল মিলের গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া উপজেলার পশ্চিম দেলপাড়া এলাকার সারোয়ার আলম রাব্বি, ফারুক হোসেন ও আজাহার উদ্দিন শেখের পৃথক তিনটি ইট ক্রাসিং কারখানার বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সিনিয়র সহকারী কমিশনার আল মামুনের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ, বিদ্যুৎ, তিতাস গ্যাস ও পরিবেশ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল অভিযান চালিয়ে কারখানাগুলোর গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ অফিসের উপপরিচালক এ এইচ এম রাসেদ *প্রথম আলো*কে জানান, কুতুবাইল এলাকায় অবস্থিত মেসার্স হোসেন টেক্সটাইল মিলটি দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ছাড়া এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি অকার্যকর রেখে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। এ ছাড়া অন্য তিনটি কারখানা পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত অবৈধভাবে আবাসিক এলাকায় ইট ও পাথর ক্রাসিং করে পরিবেশ দূষণ করছিল।

এ এইচ এম রাসেদ আরও জানান, ইতিপূর্বে কারখানাগুলোকে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা থেকে ক্ষতিপূরণ ধার্য এবং কারখানার কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হলেও না মেনে কর্তৃপক্ষ অব্যাহতভাবে পরিবেশ দূষণ করছিল। দূষণকারী কারখানার অব্যাহত দূষণ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

অভিযানকালে পরিবেশ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক শেখ মোজাহীদ উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কারে উপেক্ষিত ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত : টিআইবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বলেছে, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ও চলমান সংস্কার কার্যক্রমে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রাধান্য নেই। কিন্তু বাজারব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা ফেরাতে এই খাতকে যুক্ত করতে হবে।

গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টিআইবি এ কথাগুলো বলেছে।

বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, দেশের কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় অংশীদার ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত। কিন্তু তারা রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমে পুরোপুরি উপেক্ষিত।

বাংলা একাডেমির পুনর্গঠিত নির্বাহী পরিষদের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলা একাডেমির পুনর্গঠিত নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে ছয় ব্যক্তিকে আগামী তিন বছরের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

পুনর্গঠিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ফেরদৌস আজিম। তিনি বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশ অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগের চেয়ারপারসন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শামীমা সুলতানা, মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক উপমা কবির, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক অনিন্দ্য ইকবাল এবং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আরশাদ মোমেন।

শিল্পকলার পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দেওয়া প্রজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে এ ঘোষণা আসে।

পদাধিকার অনুযায়ী, নতুন পরিষদের সভাপতি হয়েছেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক। সহসভাপতি হিসেবে থাকবেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব।

পরিষদের সদস্য মনোনীত হয়েছেন সাংবাদিক ও লেখক আলতাফ পারভেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, ছায়ানটের শিক্ষক লায়েকা বশীর, নৃত্যশিল্পী র‍্যাচেল অ্যাগনেস প্যারিস।

এ ছাড়া বিভাগ অনুযায়ী ঢাকা থেকে আজাদ আবুল কালাম, চট্টগ্রামে জয়দেব রোয়াজা, রাজশাহীতে আসাদুজ্জামান দুলাল, খুলনা বিভাগ থেকে শিপন, বরিশাল থেকে দেবাশীষ চক্রবর্তী, সিলেট থেকে শামসুল বাসিত শেরো, রংপুর থেকে ইফতেখারুল আলম রাজ এবং ময়মনসিংহ বিভাগ থেকে কমল কান্তি সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

গণরুমবিরোধী শোভাযাত্রা

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম বর্ষের (৫৩তম ব্যাচ) শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে 'র‍্যাগিং, মাদক ও গণরুমমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ি, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করি' স্লোগানকে ধারণ করে র‍্যাগিং, মাদক ও গণরুমবিরোধী শোভাযাত্রা হয়েছে।

গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের উদ্যোগে নতুন প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়। এটি নতুন কলা ভবন, শহীদ মিনার হয়ে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সামনে দিয়ে ঘুরে মহুয়া মঞ্চে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সমাবেশ করে তারা। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নবীন শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে বৈষম্যহীন সমাজ গঠন, মেধার ভিত্তিতে সব পর্যায়ে জনবল নিয়োগ এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের রোধ কমিয়ে আনার মতো কয়েকটি লক্ষ্য সামনে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য গণরুমমুক্ত ক্যাম্পাসে সম্পূর্ণ আবাসিক সুবিধার অধিকার নিশ্চিত সম্ভব হয়েছে। এটা তাদের জন্য এক প্রত্যাশিত অনুভূতি।

শোভাযাত্রায় সহ উপাচার্য (শিক্ষা) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) সোহেল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মো. আবদুর রব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রবীণ মানুষ

বাংলাদেশে সাধারণত ৬০ বছর উর্ধ্ব বয়সের মানুষকে প্রবীণ বলা হয়। কারণ, ওই বয়সের পর মানুষ দৈনন্দিন উপার্জনের কাজ থেকে অবসর নেন।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইংরেজি

Experience 8

ইকবাল খান, *প্রভাষক*
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

Questions

iv. What is Dickinson's message about hope?

Ans. In her poem, 'Hope is the Thing with Feathers, 'she compares hope to a bird. In the poem, hope is always present in the soul, perched and singing. It can be found in the darkest times and through many different storms. Although hope fights for us, it never asks anything in return.

v. Why did Dickinson choose a bird for hope?

Ans. Hope is a feeling, something that can't be touched, so she has to use something tangible to apply to a wider audience. Everyone knows what a bird is and what it does. Birds sing and fly, they perch, nest, and move constantly. By comparing hope to a bird, Dickinson is showing how fleeting hope can be.

vi. What is Dickinson comparing hope to?

Ans. Even though hope is compared to something that has feathers, Dickinson doesn't specifically say that it's a bird. While she uses the words "little bird" this is a reference to a storm hurting a bird.

vii. Why does Hope ask nothing in return?

Ans. Here's your answer: Hope has such a strong grasping power that it never asks anything in return. It's like a bird: entirely free to fly up in the air, reach new heights. Hope is simply being free, always expecting good things to happen.

viii. What does the speaker claim that hope is?

Ans. The speaker defines "Hope" as a feathered creature that dwells inside the human spirit. This feathery thing sings a wordless tune, not stopping under any circumstances. Its tune sounds best when heard in fierce winds. Only an incredibly severe storm could stop this bird from singing.

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : বৈদিক সাহিত্যের রচয়িতা কারা?
উত্তর : আর্যরা।
প্রশ্ন : ভারতে একক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রথম কৃতিত্ব কাদের?
উত্তর : মৌর্য বংশের শাসকদের।
প্রশ্ন : মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর : রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
প্রশ্ন : মৌর্যদের পর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন কারা?
উত্তর : গুপ্তরা।
প্রশ্ন : বাংলা অঞ্চলের শাসকদের অধিকাংশই কোন অঞ্চলের?
উত্তর : বাংলা ভূখণ্ডের বাইরের।
প্রশ্ন : উত্তর ভারতকেন্দ্রিক গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয় কবে?
উত্তর : ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে।
প্রশ্ন : বঙ্গ রাজ্যের উত্থান হয়েছিল কার হাত ধরে?
উত্তর : গোপচন্দ্রের হাত ধরে।
প্রশ্ন : বঙ্গের কেন্দ্রস্থল ছিল কোথায়?
উত্তর : গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায়।
প্রশ্ন : গৌড়ের গোড়াপত্তন ঘটে কার হাতে?
উত্তর : রাজা শশাঙ্ক।
প্রশ্ন : কর্ণসুবর্ণ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : মুর্শিদাবাদে।
প্রশ্ন : বঙ্গ রাজ্য কতজন রাজা শাসন করেছেন?
উত্তর : পাঁচজন।
প্রশ্ন : গৌড় রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল?
উত্তর : কর্ণসুবর্ণ।
প্রশ্ন : বাংলা অঞ্চলের উত্তরাংশ ও পশ্চিমাংশের বিস্তৃত এলাকা কোন রাজ্যভুক্ত ছিল?
উত্তর : গৌড়।
প্রশ্ন : রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর চলমান অরাজক পরিস্থিতিকে কী বলা হয়?
উত্তর : মাৎস্যন্যায়।
প্রশ্ন : মাৎস্যন্যায় কত বছর স্থায়ী ছিল?
উত্তর : প্রায় এক শ বছর।
প্রশ্ন : পাল বংশের উত্থান ঘটে কোন সময়ে?
উত্তর : অষ্টম শতকের মধ্যভাগে।
প্রশ্ন : পাল বংশের রাজারা কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
উত্তর : বৌদ্ধধর্মের।
প্রশ্ন : পাল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন কে?
উত্তর : রাজা দেবপাল।
প্রশ্ন : পাল বংশ কত বছর বাংলা বিহার অঞ্চল শাসন করে?
উত্তর : প্রায় চার শ বছর।

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ১, অধ্যায় ২

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : কোন গ্রহকে নবম গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হতো?
উত্তর : প্লুটো।
প্রশ্ন : সৌরজগতের সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ কোনটি?
উত্তর : শুক্র গ্রহ।
প্রশ্ন : সৌরজগতের একটি গ্রহ ধুলাময়, লালচে ও মরুভূমির মতো। এটিকে লাল গ্রহও বলা হয়ে থাকে। এটির নাম কী?
উত্তর : মঙ্গল গ্রহ।
প্রশ্ন : পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গল গ্রহের সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে? এর উপগ্রহ কয়টি?
উত্তর : দুটি।
প্রশ্ন : চমকপ্রদ বলয় রয়েছে কোন গ্রহে?
উত্তর : শনি গ্রহে।
প্রশ্ন : মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝামাঝি কী আছে?
উত্তর : গ্রহাণু বলয়।
প্রশ্ন : চাঁদের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় কত ভাগ?
উত্তর : চার ভাগের এক ভাগ।
প্রশ্ন : নক্ষত্র কাকে বলে?
উত্তর : যে গ্যাসীয় পিণ্ড তাপ ও আলো উৎপন্ন করতে পারে, তাকে নক্ষত্র বলে, যেমন সূর্য।
প্রশ্ন : টেলিস্কোপ কী?
উত্তর : টেলিস্কোপ এমন একটা যন্ত্র, যার সাহায্যে বহুদূরের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়।
প্রশ্ন : একটি নক্ষত্র রয়েছে, যা পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির। নক্ষত্রটি কোন নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর : সপ্তর্ষিমণ্ডল।
প্রশ্ন : নক্ষত্রমণ্ডলীর আকারের ভিত্তিতে আকাশকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
উত্তর : ১২ ভাগে।
প্রশ্ন : ধ্রুবতারার অবস্থান পৃথিবীর কোন দিকে?
উত্তর : উত্তর দিকে।
প্রশ্ন : কালপুরুষের কেন্দ্রে একটা ব্ল্যাকহোল আছে। এটি সূর্য থেকে কতগুণ ভারী?
উত্তর : ২০০ গুণ।
প্রশ্ন : কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলী পূর্ব আকাশে দেখা যায়। এটি কোন সময় ও কখন দেখা যায়?
উত্তর : শীতের সময় সন্ধ্যাবেলায়।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-৪

সাধারণ জ্ঞান

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

 # সামরিক বাহিনী-সম্পর্কিত

প্রশ্ন : জেনেভা কনভেনশন কী?
উত্তর : জেনেভা কনভেনশন হলো যুদ্ধাপরাধসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চারটি চুক্তি ও তিনটি প্রটোকলের সমন্বয়ে গৃহীত পদক্ষেপ।
প্রশ্ন : প্রতিবছর বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালিত হয় কবে?
উত্তর : ২১ নভেম্বর।
প্রশ্ন : 'কান্ডারি-৩' ও 'কান্ডারি-৪' কী?
উত্তর : চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের বহরে দুটি অত্যাধুনিক টাগবোট।
প্রশ্ন : 'সমুদ্রজয়' কী?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত বাংলাদেশে নৌবাহিনীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ।
প্রশ্ন : বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে প্রথম কত সালে অংশগ্রহণ করে?
উত্তর : ১৯৮৮ সালে।
প্রশ্ন : Blue Beret কী?
উত্তর : জাতিসংঘ শান্তি মিশনের শান্তিরক্ষী বাহিনী।
প্রশ্ন : 'ড্রোন' কী?
উত্তর : মানুষবিহীন বিমান।
প্রশ্ন : 'আয়রণ ডোম' কী?
উত্তর : ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।
প্রশ্ন : Cold War কথাটি প্রথম কে সূচনা করেন?
উত্তর : মার্কিন সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান (১৯৪৭ সালে)।
প্রশ্ন : Cold War কী?
উত্তর : স্নায়ুযুদ্ধ।
প্রশ্ন : ইন্টারপোল কী?
উত্তর : আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা।
প্রশ্ন : রিমপ্যাক কী?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে (২৬টি দেশের) বিশ্বের সবচেয়ে বড় নৌ-মহড়া।
প্রশ্ন : বিশ্বের সবচেয়ে বড় রণতরীর নাম কী?
উত্তর : ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড।
প্রশ্ন : 'কিনঝাল' কী?
উত্তর : রাশিয়ার তৈরি হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র
প্রশ্ন : B-52 কী?
উত্তর : একধরনের বোমারু বিমান।
প্রশ্ন : 'পোখরাল-২' কী?
উত্তর : ভারতের আণবিক বিস্ফোরণের নাম।
প্রশ্ন : 'রাফায়েল কী?
উত্তর : একধরনের ফরাসি বিমান।
প্রশ্ন : সামরিক অস্ত্র ক্রয়ে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : ভারত।
প্রশ্ন : 'ন্যাটো' কী?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্বের বৃহৎ সামরিক জোট।
প্রশ্ন : পারমাণবিক বোমার আবিষ্কারক কে?
উত্তর : ওপেনহাইমার।
প্রশ্ন : হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমার কোড নাম কী?
উত্তর : লিটল বয়।
প্রশ্ন : পেন্টাগন কী?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর।
প্রশ্ন : জাতিসংঘের কোন পরিষদকে 'স্বস্তি পরিষদ' বলা হয়?
উত্তর : নিরাপত্তা পরিষদকে।

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

গদ্য : নিমগাছ

৩৪. নিমগাছ কোন রোগের অব্যর্থ মহৌষধ হিসেবে কাজে লাগে?
ক. চর্মরোগের খ. উদরাময় রোগের
গ. টাইফয়েড রোগের ঘ. যক্ষ্মা রোগের

৩৫. নিমের কোন অংশটি কাঁচা খাওয়া হয়?
ক. ছাল খ. পাতা
গ. ডাল ঘ. শিকড়

৩৬. নিমের পাতা কিসের সহযোগে ভাজা হয়?
ক. ঢ্যাঁড়সের খ. পটোলের
গ. বেগুনের ঘ. আলুর

৩৭. মাটির ভেতর নিমগাছটির কী ছিল?
ক. কাণ্ড খ. শাখা
গ. পাতা ঘ. শিকড়

৩৮. বাড়ির পেছনে স্তূপের মধ্যে কোন গাছটি দাঁড়িয়ে রইল?
ক. আমগাছ খ. জামগাছ
গ. নিসিন্দাগাছ ঘ. নিমগাছ

৩৯. নিমগাছটির সঙ্গে কার সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. কবির খ. কবিরাজের
গ. গৃহকর্তার ঘ. লক্ষ্মী বউটির

৪০. নিমের হাওয়া ভালো কেন?
ক. জীবাণু ধ্বংস করে বলে
খ. সুগন্ধি বলে
গ. দুর্গন্ধ নেই বলে
ঘ. দখিনা বাতাস বলে

৪১. কিসের চারপাশে আবর্জনা জমে আছে?
ক. আমগাছের খ. জামগাছের
গ. নিসিন্দাগাছের ঘ. নিমগাছের

৪২. কবি লোকটি নিমগাছের—
i. ছাল তুলল না ii. পাতা ছিঁড়ল না
iii. ডাল ভাঙল না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

নিমগাছ : ৩৪. ক ৩৫. খ ৩৬. গ ৩৭. ঘ ৩৮. ঘ ৩৯. ঘ ৪০. ক ৪১. ঘ ৪২. ঘ

রসায়ন | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩

২৭. নিয়নের নিউক্লিয়াসে কয়টি প্রোটন থাকে?
ক. 2 খ. 10
গ. 18 ঘ. 36

২৮. K^+ আয়নে ইলেকট্রন সংখ্যা কত?
ক. 18 খ. 19
গ. 20 ঘ. 39

২৯. O^{-2} এর নিউট্রন সংখ্যা কত?
ক. 6 খ. 7
গ. 8 ঘ. 9

৩০. Ca^{+2} এ ইলেকট্রন সংখ্যা কত?
ক. 18টি খ. 11টি
গ. 20টি ঘ. 38টি

৩১. পরমাণুর n শক্তিস্তরে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত?
ক. 2 খ. 8
গ. 18 ঘ. 32

৩২. প্রতিটি অরবিটালে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত?
ক. (2l+1) খ. (2l-1)
গ. 2(2l+1) ঘ. 2l

৩৩. রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল আবিষ্কৃত হয় কোন সালে?
ক. 1811 সালে খ. 1813 সালে
গ. 1911 সালে ঘ. 1913 সালে

৩৪. কোনটির বর্ণালী বোর পরমাণু মডেল ব্যাখ্যা করতে পারে?
ক. Na খ. He
গ. Be ঘ. H

৩৫. বোর পরমাণু মডেল অনুসারে কোনো শক্তিস্তরে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের মান কোনটি?
ক. $nh \div 2\pi$ খ. $\pi h \div 2h$
গ. $nh \div 3\pi$ ঘ. $nh \div 2h$

৩৬. হাইড্রোজেনের কয়টি আইসোটোপ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়?
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৭টি

৩৭. Cu এর পারমাণবিক ভর কত?
ক. 15.5 খ. 16
গ. 65.4 ঘ. 63.5

৩৮. নাইট্রিক অ্যাসিডের আপেক্ষিক আণবিক ভর কত?
ক. 44 খ. 52
গ. 63 ঘ. 68

৩৯. নিচের যে মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাসে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়—
i. Cu ii. Al
iii. Cr
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪০. অরবিটালের শক্তি ক্রমের ক্ষেত্রে—
i. $2s<2p<4s$ ii. $3p<4s<3d$
iii. $3p>4d>5s$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪১ ও ৪২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
30^X মৌলটির ১টি পরমাণুর ভর 4.98×10^{-23}gm.

৪১. 30^X মৌলটির প্রতীক নিচের কোনটি?
ক. Cu খ. Zn
গ. Ag ঘ. Hg

৪২. মৌলটির আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত?
ক. 3.27×10^{-3} খ. 1.66×10^{-2}
গ. 10.6 ঘ. 30

৪৩. তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে নিচের কোন রশ্মি বিকিরিত হয় না?
ক. আলফা রশ্মি খ. গামা রশ্মি
গ. রঞ্জন রশ্মি ঘ. বিটা রশ্মি

৪৪. কোন শেলে সর্বোচ্চ 18টি ইলেকট্রন থাকতে পারে?
ক. ১ম খ. ২য়
গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ

৪৫. মৌলিক পদার্থ—
i. কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় হতে পারে
ii. ভাঙলে ওই পদার্থই পাওয়া যায়
iii. গবেষণারে তৈরি করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৩ : ২৭. খ ২৮. ক ২৯. গ ৩০. ক ৩১. ঘ ৩২. গ ৩৩. গ ৩৪. ঘ ৩৫. ক ৩৬. গ ৩৭. ঘ ৩৮. গ ৩৯. গ ৪০. ক ৪১. খ ৪২. ঘ ৪৩. গ ৪৪. গ ৪৫. ক

অর্থনীতি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৪৮. অতিরিক্ত এক একক নিয়োগের ফলে যে অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায়, তাকে কী বলে?
ক. মোট উৎপাদন
খ. প্রান্তিক উৎপাদন
গ. প্রান্তিক উপযোগ
ঘ. নিট উৎপাদন

৪৯. গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে সমান হয়—
i. গড় উৎপাদন
ii. প্রান্তিক উৎপাদন
iii. মোট উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫০. প্রান্তিক উৎপাদন বাড়লে—
i. গড় উৎপাদন বাড়ে
ii. গড় উৎপাদন কমে
iii. প্রান্তিক উৎপাদন > গড় উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির মূল কথা কী?
ক. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান
খ. গড় উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান
গ. মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান
ঘ. নিট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান

৫২. সরকারের সামাজিক ব্যয় বাড়লে তা চূড়ান্তভাবে কী নির্দেশ করে?
ক. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি
খ. লোকজনের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি
গ. অবকাঠামোগত ব্যয় বৃদ্ধি
ঘ. চিত্তবিনোদন ব্যয় বৃদ্ধি

৫৩. সামাজিক ব্যয় কোন ব্যয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে?
ক. আর্থিক ব্যয় খ. ব্যক্তিগত ব্যয়
গ. অপ্রকাশ্য ব্যয় ঘ. মানবিক ব্যয়

৫৪. ব্যক্তিগত ব্যয়ে কোন ব্যয় প্রতিফলিত না-ও হতে পারে?
ক. সামাজিক ব্যয় খ. উৎপাদন ব্যয়
গ. অপ্রকাশ্য ব্যয় ঘ. প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়

৫৫. সাধারণ অর্থে উৎপাদন কী?
ক. কোনো বস্তু সৃষ্টি করা
খ. উপাদান বৃদ্ধি করা
গ. বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসা
ঘ. উৎপাদন সংগ্রহ করা

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৪ : ৪৮. খ ৪৯. ক ৫০. খ ৫১. ক ৫২. খ ৫৩. খ ৫৪. ক ৫৫. ক

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি :** ইংরেজি, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- **ষষ্ঠ শ্রেণি :** বিজ্ঞান
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** অর্থনীতি, রসায়ন, হিসাববিজ্ঞান
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২**
- **নোটিশ বোর্ড :** মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল খুলনায় ৭ম শ্রেণিতে বয়েজ ও গার্লস ক্যাডেট ভর্তি

নোটিশ বোর্ড

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি

■ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে এমএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং), মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
ভর্তির যোগ্যতা ও ভর্তির সব তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় অফিস ও ওয়েবসাইট www.sust.edu/admission/graduate-admission থেকে জানা যাবে।
আবেদন ফরম ডাউনলোড : www.sust.edu/offices/forms-and-downloads
আবেদন ফি : ৫০০ টাকা (সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, শাবিপ্রবি শাখায় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় হিসাব নম্বরে জমা দিতে হবে)।
আবেদনের শেষ তারিখ : ৩১ অক্টোবর ২০২৪।
আবেদনের সঙ্গে যা জমা দিতে হবে :
১. আবেদন ফি জমাদানের ব্যাংক রসিদ
২. পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ২ কপি ছবি
৩. সব পরীক্ষা পাসের সনদ ও গ্রেড সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি
৪. কর্মরত প্রার্থীদের যথাযথ নিয়োগ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্রের মূল কপি
৫. শিরোনামসহ গবেষণা প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ (অন্যূন এক হাজার শব্দের মধ্যে)
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.sust.edu

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের টিসি, বিষয়, বিভাগ পরিবর্তন

■ ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কলেজে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের অনলাইন টিসি/বোর্ড পরিবর্তন (বিটিসি)/বিষয়/বিভাগ/গ্রুপ/শিফট/ভার্সন/ছবি পরিবর্তন, ভর্তি বাতিল কার্যক্রম ৩১-১০-২০২৪ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
বোর্ডের নির্ধারিত ফি
১. অনলাইন টিসি/বোর্ড পরিবর্তনের ছাড়পত্র—৭০০ টাকা।
২. প্রতি বিষয় পরিবর্তন—২০০ টাকা।
৩. বিভাগ বা গ্রুপ পরিবর্তন—৮০০ টাকা।
৪. ভর্তি বাতিল —৬০০ টাকা।
৫. শিফট, ভার্সন, ছবি পরিবর্তন ও চতুর্থ বিষয় বাতিলের ক্ষেত্রে কোনো ফি লাগবে না।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.dhakaeducationboard.gov.bd

বিদেশি ঋণ পাওয়ার চেয়ে শোধ বেশি | গত ৩ মাসে দেশে বিদেশি ঋণ এসেছে ৮৪.৬১ কোটি ডলার, আর বাংলাদেশ পরিশোধ করেছে ১১২.৬৫ কোটি ডলার। বিশেষ প্রতিবেদক, ঢাকা

লাউ লাউখেতের পরিচর্যা করছেন কৃষক হারুন অর রশিদ। তিনি জানান, বর্তমানে পাইকারেরা খেত থেকেই প্রতিটি লাউ ৭০-৮০ টাকায় কিনে নেন। গতকাল কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার বিটেশ্বর এলাকায়। ছবি : আবদুর রহমান ঢালী

বড় পতন বাজারে, ক্রেতাসংকট চরমে

শেয়ারবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

টানা দরপতনে শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে চরম হতাশা লক্ষ করা যাচ্ছে। পতন থামাতে নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ কোনো পর্যায় থেকে কোনো উদ্যোগ না থাকায় এই হতাশা বিনিয়োগকারীদের বাজারবিমুখ করতে শুরু করেছে। এ কারণে প্রতিদিনই বাজার ছেড়ে যাচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা। তাতে বাজারে ক্রেতার সংকট দেখা দিয়েছে। তার বিপরীতে বিক্রেতা বেশি।

এ অবস্থায় গতকাল রোববার সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে সর্বোচ্চ দরপতন হয়েছে। ৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এটাই ছিল সূচকের সবচেয়ে বড় পতন। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) প্রধান সূচক ডিএসইএক্স এদিন ৯৭ পয়েন্ট বা প্রায় ২ শতাংশ কমেছে। এর আগে ডিএসইতে সর্বোচ্চ দরপতন হয়েছিল ৪ আগস্ট, ওই দিন ডিএসইএক্স সূচকটি ১০৫ পয়েন্ট বা ২ শতাংশ কমেছিল।

বড় দরপতনের পর ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স কমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১৬১ পয়েন্টে। গত প্রায় চার মাসের মধ্যে এটিই ডিএসইএক্সের সর্বনিম্ন অবস্থান। এর আগে গত ১৩ জুন ডিএসইএক্স সূচকটি ৫ হাজার ১১৮ পয়েন্টের সর্বনিম্ন অবস্থানে ছিল।

বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, টানা দরপতনে প্রতিদিনই শেয়ারবাজার ছাড়ছেন অনেক বিনিয়োগকারী। এই দরপতনের ফলে বেশি সমস্যায় পড়েছেন ঋণগ্রস্ত বিনিয়োগকারীরা। তাঁদের অনেকের শেয়ার জোরপূর্বক বিক্রি বা ফোর্সড সেলের আওতায় পড়ছে। শেয়ারের দাম কমে যখন একটি নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে যায়, তখন ঋণদাতা ব্রোকারেজ হাউস বা মার্চেন্ট ব্যাংক থেকে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীকে নতুন করে অর্থ বিনিয়োগের তাগাদা দেওয়া হয়। যদি কোনো বিনিয়োগকারী নতুন বিনিয়োগ না করেন, তখন ব্রোকারেজ হাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংক তাঁর শেয়ার বিক্রি করে ঋণ সমন্বয় করে নেয়। শেয়ারবাজারে এটি ফোর্সড সেল হিসেবে পরিচিত। বাজারে যত বেশি দরপতন হতে থাকে, ফোর্সড সেলের চাপও তত বাড়তে থাকে।

সব মিলিয়ে বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থায় বড় ধরনের সংকট রয়েছে। এ কারণে ঢাকার বাজারে গতকাল লেনদেন হওয়া ৪০০ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৪৬টিরই দরপতন হয়েছে। দর বেড়েছে ২৭টির, আর অপরিবর্তিত ছিল ২৭টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম।

শেয়ারবাজার নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি

গতকালের বড় দরপতনের পর অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শেয়ারবাজার নিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১৫ বছরে পুঁজিবাজারে অবাধ লুটতরাজ হয়েছে। এ সময়ে অসংখ্য দুর্বল ও অস্তিত্বহীন কোম্পানি বাজারে তালিকাভুক্ত হয়। এসব কোম্পানি এখন বাজারের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাগামহীন কারসাজির মাধ্যমে দুর্বল মৌলভিত্তি ও জাঙ্ক কোম্পানির শেয়ারের দাম ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সর্বনিম্ন মূল্যস্তর বা ফ্লোরপ্রাইস আরোপ, সার্কিট ব্রেকারের সীমা পরিবর্তনসহ নানা ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে বাজারের প্রকৃত অবস্থা ঢেকে রাখা হয়েছিল। এখন কৃত্রিম চেষ্টা না থাকায় অনিয়ম, কারসাজির অনিবার্য পরিণতি স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, শেয়ারবাজারের আকার ও বিনিয়োগের সুযোগ বাড়াতে সরকারি কোম্পানি তালিকাভুক্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব কোম্পানি বাজারে তালিকাভুক্ত হলে বাজারের গভীরতা যেমন বাড়বে, তেমনি কোম্পানিগুলোর মূলধন ভিত্তিও শক্তিশালী হবে।

এদিকে সার্বিক বাজার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বিএসইসির জরুরি এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সিদ্ধান্ত হয়েছে, শেয়ারবাজারে যেসব কোম্পানি দুর্বল মৌলভিত্তির জেড শ্রেণিতে স্থানান্তরিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যারা এরই মধ্যে ন্যূনতম ৮০ শতাংশ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে, সেসব কোম্পানিকে জেড শ্রেণি থেকে প্রযোজ্য শ্রেণিতে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

দুই জোটের দ্বন্দ্বে বসল প্রশাসক

বিজিএমইএ

নবনিযুক্ত প্রশাসককে ১২০ দিনের মধ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন পর্ষদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে বলা হয়েছে।

- প্রশাসকের দায়িত্ব পেলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন।
- গত ১৫ বছরে একবার ছাড়া সব মেয়াদেই সম্মিলিত পরিষদ সংগঠনটির নেতৃত্ব দিয়েছে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

দেশের শীর্ষ রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর নেতৃত্ব নিয়ে আড়াই মাসের টানাপোড়েন অবশেষে শেষ হলো। গতকাল রোববার একাধিক অভিযোগে সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। প্রশাসকের দায়িত্ব পেয়েছেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন।

গত ৫ আগস্ট দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই, চট্টগ্রাম চেম্বার, ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) পর্ষদ ভেঙে প্রশাসক নিয়োগ দেয় সরকার। সেই ধারাবাহিকতায় বিজিএমইএতেও প্রশাসক বসল। মূলত বিদায়ী সরকারের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, এমনকি আওয়ামী লীগের পদধারী ব্যক্তিও এই সংগঠনগুলোতে নেতৃত্বে ছিলেন।

বিজিএমইএর পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন-২ শাখা আনুষ্ঠানিকভাবে বলেছে, গত ২৪ আগস্ট এস এম মান্নান সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করার পর পর্ষদ পুনর্গঠন করা হলেও সেটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এ ছাড়া তৈরি পোশাকশিল্পের সাম্প্রতিক অস্থিরতা ও শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে পর্ষদ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। মূলত এসব অভিযোগে পর্ষদ ভেঙে ১২০ দিনের মধ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন পর্ষদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বিজিএমইএর নির্বাচনকেন্দ্রিক দুটি জোট সম্মিলিত পরিষদ ও ফোরাম। গত ১৫ বছরে একবার ছাড়া সব মেয়াদেই সম্মিলিত পরিষদ সংগঠনটির নেতৃত্ব দিয়েছে। সম্মিলিত পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম এবং সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুস সালাম মুর্শেদী ও শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন এবং আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান। প্রভাবশালী এই জোট গত মার্চের নির্বাচনে সব কটি পদে বিজয়ী হয়। সভাপতি হন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান। যদিও ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর তাঁকে আর দেখা যায়নি। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা মামলাও হয়েছে।

বিজিএমইএর পর্ষদ ভেঙে দিতে ক্রীড়নকের ভূমিকায় ছিলেন সংগঠনটির নির্বাচনকেন্দ্রিক জোট ফোরামের নেতারা। তাঁরা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সংগঠনের সভাপতিসহ পর্ষদের অন্য সদস্যদের পদত্যাগের দাবি তোলেন। গত মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অনিয়মসহ বিভিন্ন অভিযোগে সংগঠনটির পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার দাবিতে ১৯ আগস্ট বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগের মহাপরিচালককে চিঠি দেন ফোরাম নেতারা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পর্ষদ ভেঙে দিতে নেতাদের ওপর চাপ, মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দেওয়ার পাশাপাশি ফোরাম নেতারা অন্তর্বর্তী সরকারের উচ্চপর্যায়েও যোগাযোগ করেন। বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগ অভিযোগের বিষয়ে দুই দফা শুনানি করে। এদিকে ফোরামের নেতারা পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার দাবি করলেও তাঁরা প্রশাসকের পরিবর্তে ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তী পর্ষদ গঠনের চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে সভাপতি হিসেবে সাবেক একজন সহসভাপতির নামও প্রস্তাব করা হয়। যদিও বিদায়ী পর্ষদ তাতে রাজি হয়নি। উভয় জোটের এই দর-কষাকষির প্রক্রিয়ায় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ব্যক্তির পাশাপাশি কয়েকজন জ্যেষ্ঠ ব্যবসায়ী নেতাও যুক্ত ছিলেন।

এদিকে নেতৃত্ব নিয়ে যখন টানাপোড়েন চলছিল, তখন সম্মিলিত পরিষদ তাদের গঠিত পর্ষদ টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা চালায়। প্রথমেই তারা পর্ষদ থেকে এস এম মান্নানকে সরিয়ে জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলামকে সভাপতি নির্বাচিত করে। এ ছাড়া চলতি মাসে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী মনিরুজ্জামানকে সম্মিলিত পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করে।

জানতে চাইলে বিজিএমইএর সদ্য বিদায়ী সভাপতি খন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমরা কোন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েছি, সেটি সবাই অবগত আছেন। শ্রম অসন্তোষ নিরসনে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। এরপরও পর্ষদ কেন ভেঙে দেওয়া হলো, সেটি আমার জানা নেই।'

জানা যায়, প্রশাসক নিয়োগের আগে গত সপ্তাহে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কয়েক দফা বৈঠক করেন ফোরামের নেতারা। এতে প্রশাসকের অধীনে ছয়-আট সদস্যের একটি অন্তর্বর্তী পর্ষদ কিংবা টাস্কফোর্স গঠন করে বিজিএমইএ পরিচালনা করার বিষয়ে আলোচনা হয়। যদিও বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

জানতে চাইলে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রশীদ আহমেদ হোসাইনী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা বিজিএমইএতে সংস্কার চাই। পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে সুষ্ঠু নির্বাচন, অনিয়ম তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তি, বিইউএফটির ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব আমরা শিগগিরই প্রশাসকের কাছে লিখিত আকারে দেব।'

করপোরেট সংবাদ

জিপিএইচ ইস্পাতের বিশেষ সাধারণ সভা

গতকাল রোববার জিপিএইচ ইস্পাতের বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত এ সভায় কোম্পানির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীর কবির সভাপতিত্ব করেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ চেয়ারম্যান ও জিপিএইচ ইস্পাতের এমডি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম; পরিচালক মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান, মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ ও মোহাম্মদ আজিজুল হক; স্বতন্ত্র পরিচালক শফিউল আলম খান চৌধুরী ও মুখতার আহমদ; অতিরিক্ত এমডি মোহাম্মদ আলমাস শিমুল। **বিজ্ঞপ্তি**

আইডিএলসি ফাইন্যান্সের নিট মুনাফা বেড়েছে

চলতি ২০২৪ সালের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) আইডিএলসি ফাইন্যান্স ১২৫ কোটি ৪০ লাখ টাকার নিট মুনাফা অর্জন করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২৫.৩০% বেশি। আলোচ্য ৯ মাসে শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) বেড়ে হয়েছে ৩.০২ টাকা, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ২.৪১ টাকা। গতকাল আইডিএলসি ফাইন্যান্সের পরিচালনা পর্ষদের ৩৪৪তম সভায় এ তথ্য জানানো হয়। সভায় কোম্পানির এমডি ও সিইও এম জামাল উদ্দিনসহ পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

সিটিজেন্স ব্যাংকের ব্যবসায়িক সম্মেলন

সিটিজেন্স ব্যাংক গত শনিবার ঢাকার একটি হোটেলে 'চেয়ারম্যান ইনভাইটেশন' শীর্ষক একটি ব্যবসায়িক সম্মেলনের আয়োজন করে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মাসুমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন চেয়ারম্যান চৌধুরী মোহাম্মদ হানিফ শোয়েব। চেয়ারম্যান ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জনগণের আমানত সঠিক পথে পরিচালনা ও সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার নির্দেশনা দেন। **বিজ্ঞপ্তি**

শুল্কায়ন জটিলতায় বেনাপোলে আটকে আছে দুই লাখ ডিম

যশোর অফিস

যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরে ২ লাখ ৩১ হাজার মুরগির ডিমবোঝাই একটি ট্রাক দুই দিন ধরে আটকে আছে। শুল্কায়ন জটিলতায় পণ্যের চালানটি আটকে আছে। এ জন্য বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার কামরুজ্জামানের স্বেচ্ছাচারিতাকে দায়ী করেছেন আমদানিকারক।

আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান হাইড্রোল্যান্ড সল্যুশনের স্বত্বাধিকারী আনোয়ার হোসেন বলেন, ডিম আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহার ৩৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৩ শতাংশ করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। ১৭ অক্টোবর এ-সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়। কিন্তু কাস্টমস কর্মকর্তারা আমদানিকারককে আগের নিয়মে শুল্ক পরিশোধের জন্য বলেন। এদিকে ডিমের চালানটি আটকে থাকায় প্রতিদিন পাঁচ হাজার টাকা করে মাশুল গুনতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বেনাপোল কাস্টমস কমিশনার কামরুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শুল্কায়নের জটিলতার বিষয়টি আমদানিকারক, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট বা কাস্টমসের কোনো কর্মকর্তা আমাকে জানাননি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নতুন গেজেট অনুয়ায়ী শুল্কায়ন করে চালানটি ছেড়ে দেব।'

বেনাপোল বন্দর ও কাস্টম হাউস সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (১৯ অক্টোবর) রাতে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে ২ লাখ ৩১ হাজার ৮৪০টি ডিম আমদানি করে ঢাকার হাইড্রোল্যান্ড সল্যুশন নামের একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান। গতকাল রোববার বন্দরের কার্গো শাখায় চালানের নথিপত্র জমা দেয় আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বেনাপোল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আগের ৩৩ শতাংশ হারে শুল্ক পরিশোধের জন্য লিখিত আদেশ দিলে আমদানিকারক শুল্কায়ন বন্ধ রাখেন। আমদানিকারক নতুন গেজেট অনুযায়ী শুল্ক পরিশোধের জন্য কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। যে কারণে শুল্কায়ন জটিলতায় পণ্যের চালানটি বন্দরে আটকে আছে।

আমদানিকারক সূত্রে জানা গেছে, শুল্কায়নসহ প্রতিটি ডিমের আমদানি মূল্য আগে পড়ত ৯ টাকা ৯৭ পয়সা। নতুন গেজেট অনুযায়ী, যার দাম পড়বে ৮ টাকা ৪৭ পয়সা। এর সঙ্গে যুক্ত হবে পরিবহন, শ্রমিক ও ওয়েস্টেজ (নষ্ট) বাবদ খরচ। সব মিলিয়ে প্রতিটি ডিম ঢাকায় পৌঁছাতে সাড়ে ১০ টাকা মতো খরচ হবে। প্রতিটি ডিমে ২০ থেকে ৩০ পয়সা মুনাফা যোগ করে তা পাইকারিতে বিক্রি করা হবে।

এদিকে বাজারে ডিমের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় কয়েক দিন আগে হঠাৎ করে ডিমের দাম অনেকটা বেড়ে যায়। ঢাকার বিভিন্ন বাজারে প্রতি ডজন ডিমের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ১৯০ থেকে ২০০ টাকা। যদিও শুক্রবার থেকে দাম কমতে শুরু করে।

আটকে থাকা ডিমের চালানটির রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কলকাতার শ্রী লক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজ। আমদানিকারকের পক্ষে ডিমের চালানটি খালাসের জন্য কাস্টম হাউসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেছে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট রাতুল এন্টারপ্রাইজ।

জানা গেছে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত বেনাপোল বন্দর দিয়ে পৌনে ১০ লাখ ডিম আমদানি হয়েছে।

কথা বলার (ভয়েস কমান্ড) মাধ্যমে ট্যাবে চলছে কুইজের উত্তর খোঁজার প্রতিযোগিতা। রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার লতিবপুর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকের দৃশ্য। ছবি : প্রথম আলো

গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠক

স্মার্টফোনজয়ী নারীদের উচ্ছ্বাসের গল্প

গ্রামীণ নারীদের ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার শেখাতে দেশজুড়ে চলছে গ্রামীণফোনের উদ্যোগে উঠান বৈঠক। যেখানে সুযোগ রয়েছে কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে স্মার্টফোন জিতে নেওয়ার। স্মার্টফোন পেয়ে উচ্ছ্বসিত গ্রামের নারীরা। *প্রথম আলোর* রংপুর প্রতিনিধি **আরিফুল হক** ও ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি **মজিবর রহমান খানের** পাঠানো তথ্য নিয়ে লিখেছেন **তারেক মাহমুদ নিজামী**

> আমি আগে ভাবতেই পারিনি আমার বাড়ির উঠানেই এত বড় অনুষ্ঠান হবে। এটা আমার জীবনের এক অন্য রকম অভিজ্ঞতা। নিজ গ্রামের নারীরা এই অনুষ্ঠান থেকে কিছুটা উপকৃত হলেও আমার ভালো লাগবে।
>
> **রুমা আক্তার**
> উঠান বৈঠকের স্থানীয় সহায়তাকারী, নাওটিকা, গড়গড়ি ইউনিয়ন, বাঘা, রাজশাহী

> ছাওয়াগুলা খালি গেম গেলায়, নাচগান দেখে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানোত আসিয়া অনেক অজানা জিনিস জানবার পাইনো। ঘরোত বসিয়া এই মোবাইল দিয়া অনেক টাকা রোজগার করা যায়। শাড়ি, কাপড়োত নকশা করার কাজ, তা-ও শেখা হইল।
>
> **মারুফা ইয়াসমিন**
> গৃহিণী, গৌভাষা গ্রাম, মর্নেয়া ইউনিয়ন, গঙ্গাচড়া, রংপুর

পূরণ হলো নাহারের স্বপ্ন

'বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি, আপন হাতের মুঠোয় পুরে'—কাজী নজরুল ইসলামের 'সংকল্প' কবিতার এই পঙ্‌ক্তি যেন এই আধুনিক যুগে মিলে যাচ্ছে। হাতে ইন্টারনেট সংযোগসহ একটা স্মার্টফোন মানেই যেন হাতের মুঠোয় বিশ্ব। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের তথ্য, খবর ও বিনোদন মুহূর্তেই পাওয়া সম্ভব। তবে এখনো নিজের একটা স্মার্টফোনের স্বপ্ন দেশের অনেকেই পূরণ করতে পারেন না। তেমনই একজন ঠাকুরগাঁওয়ের মোছাম্মৎ কামরুন নাহার। পীরগঞ্জ বিএম কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষে পড়েন তিনি। থাকেন পীরগঞ্জ উপজেলার খনগাঁও ইউনিয়নের শাহপাড়া গ্রামে।

ঢাকায় থাকা বড় ভাই ও ভাবির সঙ্গে কথা বলা বা অবসরে সময় কাটাতে কামরুন নাহারের ভরসা ছিল তাঁর চাচার স্মার্টফোন। ৯ অক্টোবর সকালে চাচার স্মার্টফোনেই ইউটিউব দেখছিলেন। তখন চাচি এসে জানান উঠান বৈঠকের কথা।

'চাচির কাছে উঠান বৈঠকের কথা শুনে বেশ আগ্রহী হই। পাশের বাড়ির ওয়াহেদ আলীর বাড়ির উঠানে আয়োজনটা হচ্ছিল। এত দিন চাচার স্মার্টফোনে নানা রকম ভিডিও দেখতাম; কিন্তু উঠান বৈঠকে গিয়ে ইন্টারনেটের খুঁটিনাটি বিষয় জানতে পেরে খুব ভালো লেগেছে। এ ছাড়া কাগজের ফুল বানানোর সময়টুকুতে নিজেকে মনে হচ্ছিল একজন শিল্পী।' বললেন কামরুন নাহার।

গ্রামীণ নারীরা জানছেন ইন্টারনেটের নানা বিষয়। রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার লতিবপুর ইউনিয়নে

উঠান বৈঠকের মূল আকর্ষণ স্মার্টফোনে কথা বলে (ভয়েস কমান্ড) নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। খনগাঁও ইউনিয়নের উঠান বৈঠকটি সঞ্চালনা করেছেন জান্নাতুল ফেরদৌস। তিনি প্রথম চারটি প্রশ্ন করে সঠিক উত্তরদাতা চারজনকে বাছাই করেন। তাঁদেরই একজন কামরুন নাহার। এরপর ধারাবাহিকভাবে কুইজের বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন কামরুন নাহার। পুরস্কার হিসেবে পান ঢাকা ব্যাংকের সৌজন্যে একটি স্মার্টফোন।

পুরস্কার জেতার পর আনন্দে উদ্বেলিত কামরুন নাহার বলেন, 'কী বলব, ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। কখনো ভাবি নাই, এভাবে স্মার্টফোন জিতব। উঠান বৈঠকে এসে ইন্টারনেটের নতুন অনেক কিছু তো শিখলামই, নিজের একটা স্মার্টফোনের স্বপ্নও পূরণ হলো।'

বিশ্বাসই করছিল না রিমার পরিবার

রিমা আক্তার থাকেন রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার শাল্টিগোপালপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে। তাঁর স্বামী সৌদি আরবপ্রবাসী। স্বামীর সঙ্গে কথা বলার জন্য নিজের স্মার্টফোন ব্যবহার করেন তিনি।

শাল্টিগোপালপুর ইউনিয়নে উঠান বৈঠক হয় ৬ অক্টোবর। জানতে পেরে তিনিও সেখানে যান।

ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার

উঠান বৈঠকে দেখানো স্বাস্থ্যবিষয়ক ভিডিও থেকে রিমা জেনেছেন নতুন অনেক তথ্য। প্রশ্নোত্তর পর্বে সবার আগে সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার হিসেবে পান স্মার্টফোন।

বৈঠকের এক সপ্তাহ পর কথা হয় রিমার সঙ্গে। তিনি বলেন, 'যখন আমি স্মার্টফোনটা নিয়ে বাড়ি ফিরি, পরিবারের কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি। সবাই ভেবেছিল, আমি কিনে এনেছি। তারপর উঠান বৈঠকে থাকা পরিচিত অন্য নারীদের কাছ থেকে জানতে পেরে সবাই অবাক হয়েছিল। এর আগে কোনো দিন কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিইনি। এটাই আমার জীবনের প্রথম পুরস্কার।'

নতুন স্মার্টফোনে ফেসবুক ও ইউটিউবে বিনোদনমূলক বিভিন্ন কনটেন্ট দেখার পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তাদের ভিডিও দেখছেন রিমা আক্তার। রিমা বলেন, 'আমার ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে। তাদের যত্ন কীভাবে নিতে হবে, কোনগুলো আয়রন বা ক্যালরিযুক্ত খাবার, এসব বিষয় ইন্টারনেট থেকে জানার চেষ্টা করছি। ওরা আরেকটু বড় হলে নিজের স্মার্টফোন ব্যবহার করে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছা আছে।'

ইশরাতের স্বপ্ন উদ্যোক্তা হওয়া

'আমি এমব্রয়ডারির কাজ পারি। একসময় করতাম; কিন্তু পারিশ্রমিক কম হওয়ার বন্ধ রেখেছিলাম। তবে আমার সন্তান ও পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য এখনো টুকটাক এমব্রয়ডারির কাজ করি। এখন ভাবছি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিজের এই দক্ষতা সবাইকে জানিয়ে কাজটি আবার শুরু করব। আমাদের গ্রামের যাঁরা এ কাজটি পারেন, তাঁদেরও সঙ্গে নেব।' বলছিলেন রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার গজঘণ্টা ইউনিয়নের গৃহিণী মোছা. ইশরাত জাহান। গত ৩০ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় ফিরোজা বেগমের বাড়ির উঠানে আয়োজিত বৈঠকে এসেছিলেন তিনি। কুইজে অংশ নিয়ে পুরস্কার হিসেবে জেতেন একটি স্মার্টফোন।

ইশরাত বলেন, 'উঠান বৈঠকে আসার আগে আমার নিজের স্মার্টফোন ছিল না। মাঝেমধ্যে বাবা ও ভাইয়ের স্মার্টফোন ব্যবহার করতাম। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সচেতনতামূলক নানা তথ্য খোঁজার পাশাপাশি ঘরে বসেও যে আয় করা যায়, সেটা জেনে উৎসাহী হয়েছি। এখন নিজের স্মার্টফোন দিয়েই ইন্টারনেটে এমব্রয়ডারির নতুন নতুন নকশা দেখার, খুঁটিনাটি জানার চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতে আমি সফল উদ্যোক্তা হতে চাই।'

ইশরাত এখন স্মার্টফোনে শিশুদের জন্য নানা রকম খাবার তৈরির ভিডিও দেখছেন, শেখার চেষ্টা করছেন। সময় পেলে স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা তথ্য জেনে নিচ্ছেন। তিনি এখন সচেতন নারী। ইশরাতের সঙ্গে যখন ফোনে কথা হয়, তার কিছুক্ষণ আগেও তিনি কাপড়ে রঙের ছাপ দেওয়ার একটি ভিডিও দেখছিলেন বলে জানান।

দেশজুড়ে উঠান বৈঠক

কামরুন নাহার, রিমা আক্তার ও ইশরাত জাহানের মতো অনেক গ্রামীণ নারী ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে স্বপ্ন দেখছেন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার। তাঁদের মতো গ্রামীণ নারীদের ইন্টারনেট সম্পর্কে জানাতে দেশের দুই হাজার ইউনিয়নে চলছে উঠান বৈঠক। গত বছরের মার্চ মাসে শুরু হওয়া বিশেষ এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গতকাল রোববার (২০ অক্টোবর) পর্যন্ত ১ হাজার ৩৮১টি ইউনিয়নে উঠান বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।

সাক্ষাৎকার

মিঠাপুকুর উপজেলার ইমাদপুর ইউনিয়নে ৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন মোছাম্মৎ সাজেদা আক্তার। ফরিদপুর গ্রামের জান্নাতুল ফেরদৌস ইতির উঠানে বৈঠকটি হয়েছিল।

আপনি ভালো থাকলে তারাও ভালো থাকবে

—**মোছাম্মৎ সাজেদা আক্তার**
গৃহিণী
ইমাদপুর, মিঠাপুকুর উপজেলা, রংপুর

প্রশ্ন : উঠান বৈঠকের কথা জেনেছেন কীভাবে?

সাজেদা আক্তার : আমাদের গ্রামের ইতি আপা এ বৈঠকের কথা বলেন। শুনে আগ্রহ হলো, এ জন্যই গেলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, এখানে ইন্টারনেটের অনেক তথ্য জানতে পারব।

প্রশ্ন : নতুন কী শিখেছেন এবং আপনার ইন্টারনেট ব্যবহারে কী পরিবর্তন এসেছে?

সাজেদা আক্তার : গুগলে কীভাবে কথা বলে (ভয়েস কমান্ড) তথ্য খুঁজে বের করা যায়, নিজের ও শিশুর যত্ন কীভাবে নিতে হবে—এ রকম স্বাস্থ্য ও অন্য বিষয়ের নানা তথ্য জেনেছি। আগে মুঠোফোনে টাইপ করে সার্চ করতাম, এখন ভয়েস কমান্ড দিয়ে তথ্য খুঁজি। আগে ইন্টারনেটে শুধু নাটক-সিনেমা দেখতাম, এখন দরকারি অনেক ভিডিও দেখছি।

প্রশ্ন : উঠান বৈঠকে আপনার সেরা মুহূর্ত কোনটি?

সাজেদা আক্তার : টাকা জমিয়েছিলাম একটা নতুন স্মার্টফোন কেনার জন্য। নানা ব্যস্ততায় দোকানে গিয়ে কেনা হয়নি। উঠান বৈঠকে এসে কুইজের সঠিক উত্তর দিয়ে স্মার্টফোন জিতেছি। এটাই আমার কাছে সেরা মুহূর্ত। স্মার্টফোন কিনতে আমাকে দোকানে যেতে হয়নি, স্মার্টফোনই আমার কাছে এসেছে!

প্রশ্ন : গ্রামীণ নারীদের উদ্দেশে আপনি কী বলতে চান?

সাজেদা আক্তার : সাংসারিক নানা কাজ এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি যত্ন নিতে গিয়ে আমরা নিজের যত্ন নেওয়ার কথা ভুলে যাই। তাই আমার মতো গ্রামের নারীদের বলছি, পরিবারের অন্য সদস্যদের পাশাপাশি নিজেরও খেয়াল রাখবেন। কারণ, আপনি ভালো থাকলে তারাও ভালো থাকবে।

সাজেদা আক্তার। ছবি : প্রথম আলো

ছবিতে উঠান বৈঠক

কুইজ পর্বে উত্তর দিচ্ছেন একজন অংশগ্রহণকারী। গাইবান্ধা সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের উঠান বৈঠক

প্রতিটি উঠান বৈঠকেই থাকে প্রশ্নোত্তর পর্ব। শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার সিংগাবরুনা ইউনিয়নে

বিভিন্ন বয়সের নারীরা অংশ নেন উঠান বৈঠকে। গোপালপুর ইউনিয়ন, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর

ইন্টারনেটের প্রতি গ্রামীণ নারীদের প্রবল আগ্রহ দেখা যায় উঠান বৈঠকে। জামালপুর সদর

কুইজের উত্তর দিচ্ছেন অংশগ্রহণকারী। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার নারগুন ইউনিয়নে

কুইজে বিজয়ী হয়ে স্মার্টফোন পুরস্কার নিচ্ছেন মোছাম্মৎ কামরুন নাহার (ডানে)। ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার খনগাঁও ইউনিয়নের শাহপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে। ছবি : প্রথম আলো

টুকরো খবর

'প্যাকেট খুললেই পুরোনো হয়ে যাবে!'

গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার ভাতগ্রাম ইউনিয়নের গৃহিণী সাবিনা আক্তার। ৬ অক্টোবর খোর্দ্দরুহিয়া গ্রামের উঠান বৈঠকে এসে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন। পুরস্কার হিসেবে স্মার্টফোন হাতে পেয়ে ভীষণ খুশি তিনি। নিজের একটা স্মার্টফোন হলো। তবে পুরস্কার জেতার পর সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও তিনি নাকি প্যাকেটই খোলেননি। তিনি বলেন, 'জীবনের প্রথম স্মার্টফোন। প্যাকেট খুললেই তো পুরোনো হয়ে যাবে! আগে স্বামীর স্মার্টফোনে দেখব ইন্টারনেটের মাধ্যমে কী কী করা যায়। তারপর আমারটা কী কাজে লাগাব, সেটা ঠিক করব।'

স্মার্টফোনজয়ী গৃহিণী সাবিনা আক্তার

বারান্দায় 'উঠান বৈঠক'

বেলা ১১টায় শুরু হবে উঠান বৈঠক। সবকিছু প্রস্তুত। রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার শাল্টিগোপালপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামের আজিজুন নাহারের উঠানে আয়োজন করা হয়েছে বৈঠকের। কিন্তু সকাল সাড়ে ১০টা থেকে তুমুল বৃষ্টি।

'এই বৃষ্টির মধ্যে কীভাবে হবে উঠান বৈঠক?' রংপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা একে অপরের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকান।

উত্তর এল অংশগ্রহণকারী এক নারীর কাছ থেকে, 'প্রয়োজনে বারান্দায় হবে।'

হ্যাঁ, সেদিন আজিজুন নাহারের বাড়ির বারান্দাতেই অনুষ্ঠিত হয় উঠান বৈঠক।

বৃষ্টির কারণে আজিজুন নাহারের বাড়ির বারান্দায় অনুষ্ঠিত হয় উঠান বৈঠক

সংসারে ফিরেছেন

বিচ্ছেদের পর আগের সংসারে ফিরেছেন কোরীয় অভিনেত্রী চুং জু-ইউন। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

মুনের গান

ভিন্নধর্মী গানের জন্য আলাদা পরিচিতি আছে অটামনাল মুনের। এই গায়ক, সুরকার ও সংগীত পরিচালক চালু করেছেন ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম 'মুন এর গান'। সপ্তাহখানেকের ব্যবধানে চ্যানেলটিতে প্রকাশিত হয়েছে দুটি গান, 'একটি দমকা হাওয়া', 'মনের মনে দিস না ব্যথা'। মুন জানান, নিজের মতো বাধাহীন কাজ করতেই এই নতুন প্ল্যাটফর্ম। এখানে নিজের গাওয়া গানের পাশাপাশি তাঁর সুর ও সংগীতে অন্য শিল্পীরাও গাইবেন। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

অটামনাল মুন। ছবি : শিল্পীর ফেসবুক থেকে

প্রতিজ্ঞা রাখতেই

বাবা সিদ্দিকের মৃত্যুর পর নতুন করে নিরাপত্তার শঙ্কায় সালমান খান। লরেন বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকি সত্ত্বেও কড়া নিরাপত্তায় 'বিগ বস'-এর ১৮তম মৌসুমের শুটিং করেছেন অভিনেতা। মৃত্যুর হুমকি নিয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুলেছেন অভিনেতা। 'বিগ বস'-এ সালমান বলেন, ঝুঁকি নিয়ে তাঁর শুটিংয়ে আসা ঠিক হয়নি। কিন্তু আগে থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকায় শুটিং বাতিল করেননি তিনি। এ ছাড়া তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে মা-বাবাও ভীষণ উদ্বিগ্ন বলে জানান অভিনেতা। **বিনোদন ডেস্ক**

সালমান খান। ছবি : এএফপি

ফার্স্ট লুক এল

প্রকাশ্যে এল জনাথন এন্টহুইসলের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা *ক্যারাটে কিড : লেজেন্ডস*-এর প্রথম লুক। *ক্যারাটে কিড* ফ্র্যাঞ্চাইজির এটি ষষ্ঠ সিনেমা, মুক্তি পাবে ২০২৫ সালের ৩০ মার্চ। এতে অভিনয় করেছেন জ্যাকি চান, বেন ওয়াং, রালফ মাচ্চিও, জশুয়া জ্যাকসন। **বিনোদন ডেস্ক**

ক্যারাটে কিড : লেজেন্ডস-এর প্রথম লুক। ছবি : আইএমডিবি

ব্যান্ড সংগীত

এখন জেন-জিরা কনসার্টে যায়

বছরখানেক পর কনসার্টে ফিরেছে অর্থহীন, আসছে ব্যান্ডটির নতুন অ্যালবাম *ফিনিক্সের ডায়েরি* ২। ২ অক্টোবর উত্তরার অর্থহীনের স্টুডিওতে *প্রথম আলোর* সঙ্গে আড্ডা দিলেন ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা, বেজ গিটারিস্ট, ভোকালিস্ট **সাইদুস সালেহীন খালেদ সুমন**; শ্রোতাদের কাছে যিনি 'বেজ বাবা' সুমন নামে সমধিক পরিচিত। আড্ডার সূত্রধর ছিলেন **মকফুল হোসেন**

২ অক্টোবর উত্তরার অর্থহীনের স্টুডিওতে 'বেজ বাবা' সুমন। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

ফিলিংস থেকে ওয়ারফেজে গেলেন, ওয়ারফেজ থেকে বেরিয়ে অর্থহীন করলেন। সেই সময় অর্থহীনকে আন্ডারগ্রাউন্ডে গান করতে দেখা গেছে।

অনেকের ধারণা, আগে অর্থহীন হেভি মেটাল ছিল; এখন এসে একটু সফট হয়েছি। অথচ, ব্যাপারটা একদম ভুল। আগে আমাদের ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ গান সফট ছিল, বাকি গানগুলো ছিল হেভি মেটাল। এসব গান নিয়ে যখন কনসার্ট করতে গেলাম, তখন বিশেষ একটা ব্যান্ড বলা শুরু করল, অর্থহীনকে না নিলে ভালো হয়। কেউ কেউ বলল, অর্থহীন থাকলে তারা থাকবে না। আয়োজকেরা বড় ব্যান্ড ফেলে অর্থহীনকে রাখবে কেন? একের পর এক কনসার্ট থেকে অর্থহীনকে বাদ দিতে থাকল। পরপর তিনবার এমন ঘটনা ঘটার পর মনে হলো, প্রতিটি কনসার্টেই কমন একটা বা দুটি ব্যান্ড ছিল। তখন বুঝলাম, তারা চায় না আমরা কনসার্ট করি, মেইনস্ট্রিমে আসি। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিলাম, আন্ডারগ্রাউন্ডের ছোট ব্যান্ডগুলোকে টেনে তোমাদের জায়গায় নিয়ে যাব। তখন দেখি তোমরা কোথায় যাও? জয় নামে আমার এক বন্ধু তখন আন্ডারগ্রাউন্ড কনসার্ট আয়োজন করত। আমরা ওকে বললাম, অর্থহীন আন্ডারগ্রাউন্ড কনসার্ট করবে।

অর্থহীন তখন সিনিয়র ব্যান্ড, অর্থহীনকে আন্ডারগ্রাউন্ডে পারফর্ম করতে দেখে তোলপাড় অবস্থা হয়েছিল। এর আগে আমি ওয়ারফেজে, ফিলিংসে বাজিয়েছি, আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে এসে পারফর্ম করছি বলে কেউ কেউ অবাকও হয়েছিল। আন্ডারগ্রাউন্ড কনসার্টে আমাদের হেভি মেটাল গানের সঙ্গে মেগাডেথ, মেটালিকার গান করতাম। আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যান্ডগুলো নিয়ে মিক্সড অ্যালবাম করেছি, সেসব অ্যালবামে আমাদের হেভি মেটাল গান বেশি ছিল।

কনসার্টে নিয়মিত হেভি মেটাল গাইলেও আমাদের প্রথম অ্যালবাম *ত্রিমাত্রিক*, দ্বিতীয় অ্যালবাম *বিবর্তন*-এর ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ গানই সফট ছিল। অ্যালবামের বাকি গান ছিল মেটাল। *বিবর্তন* বের করার পর মেগা হিট করল। ওই সময় আমরা মেইনস্ট্রিমে চলে যাই। তত দিনে আমাদের ওপর আন্ডারগ্রাউন্ডের সিল পড়ে গেছে। এ পর্যন্ত যতগুলো অ্যালবাম করেছি, সব হিসাব করলে দেখা যাবে, অর্থহীনের ৬৫ শতাংশের মতো গান সফট। বাকি ৩৫ শতাংশের মতো হেভি মেটাল বা হার্ড রক।

আমাদের দুই ধরনেরই ফ্যান আছে। আমরা কনসার্টে 'নিকৃষ্ট' গাইতেছি, মানুষজন চিৎকার করে ফাটিয়ে ফেলছে। সেই কনসার্টে 'এপিটাফ' করলে মানুষজন কাঁদছে। আমরা সব সময় রেলেভেন্ট (প্রাসঙ্গিক) থাকতে চেয়েছি।

'অদ্ভুত সেই ছেলেটির' মতো গানকে অর্থহীনের 'সিগনেচার' গান বলা হয়; অর্থহীনের এই ধরনের গান নব্বইয়ের দশকের শ্রোতারা শুনতে চান।

অনেকে বলেন, সুমন ভাই, 'অদ্ভুত সেই ছেলেটি', 'কৃষ্ণচূড়া'র মতো গান আর করেন না কেন? আপনাদের গান আর ভালো লাগে না। ওনারা নব্বইয়ের ডাইহার্ড ফ্যান। তবে এখন কনসার্টে যান না। এখন জেন-জিরা কনসার্টে যায়, ওদের গান দেব। ওরা এখন সিনে (দৃশ্যপটে) আছে, ওরা গান শুনছে। আমি ওদের জন্য গান করব।

স্পটিফাইয়ের তথ্য বলছে, আমাদের ১০ শতাংশ ফ্যানের বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছর। এটা কেউ বিশ্বাস করবে? কারণ, আমরা রেলেভেন্ট থাকতে চেয়েছি। আমি স্টেজে গিয়ে কথা বললে ওরা আমার কথা ধরতে পারছে। আমি যখন বলছি, আমি এখন একটা 'ফ্লেক্স' করি? তখন ওরা বলছে, সুমন ভাই 'ফ্লেক্স' শব্দটা ব্যবহার করেছে? ওয়াও!

হালের জেন-জি শ্রোতাদের বোঝাপড়াটা অনেক ব্যান্ড ধরতে পারছে না, ফলে অনেক পুরোনো ও নামী ব্যান্ড হালের শ্রোতাদের কাছে সেকেলে হয়ে গেছে। আপনারা জেন-জি শ্রোতাদের বোঝাপড়াটা কীভাবে ধরছেন?

আমি সব সময় নতুন জিনিস পছন্দ করি। *ত্রিমাত্রিক* ও *বিবর্তন*-এর পর থেকেই অর্থহীন পরিবর্তন হওয়া শুরু করেছে। প্রতিটি অ্যালবামেই অর্থহীন ধীরে ধীরে বদলেছে। *ফিনিক্সের ডায়েরি* ২ অ্যালবামে আমরা আরেক রকম হতে যাচ্ছি। আমরা আজকেই ফল পাওয়ার জন্য বসে থাকি না। একটা সময়ে এসে গানগুলো মানুষ শুনবে। আমাদের ফ্যানদের একটা ঘটনা বলি, এক কনসার্টে এক ভদ্রলোক তার ছেলেকে নিয়ে এসেছে। দুজনই অর্থহীনের ফ্যান। বাপ 'অদ্ভুত সেই ছেলেটি' শুনে লাফাচ্ছে, ছেলে 'বিদ্রোহী' শুনে লাফাচ্ছে। এটাতেই বোঝা যায়, আমরা চেঞ্জ না হলে আজকে ছেলেটা আসত না, শুধু বাপই আসত।

'ফিনিক্সের ডায়েরি ১' অ্যালবামে নতুন একটি ধারা নিয়ে আপনারা নিরীক্ষা করেছেন। অর্থহীন এই ধারার নাম দিয়েছে, 'বাংলা ন্যু রক'। সেসব গান জেন-জি শ্রোতারা পছন্দও করছেন। এই ধারাটা আসলে কী?

'বাংলা ন্যু রক'-এর লিরিক অর্থহীনের লিরিকের মতোই। তবে মিউজিকের স্ট্রাকচারটা একটু আলাদা। গিটার, কি-বোর্ডের পাশাপাশি দেশীয় বাদ্যযন্ত্র থাকবে। এই অ্যালবামে সেতার, তবলাও বাজানো হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে একটা 'জিনিস' হয়েছে, যেটা আমার কয়েকজন বন্ধুকে শুনিয়েছি। গ্র্যামিজয়ী মিউজিশিয়ানরা বলেছে, আমরা এর জনরাটা ধরতে পারছি না। জিনিসটা দারুণ হয়েছে। আমরা এটাকে 'বাংলা ন্যু রক' বলছি।

আপনি যখন বেজ বাজানো শুরু করলেন, তখন ব্যান্ড সংগীতে বেজ গিটার খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বেজ গিটারে আগ্রহী হলেন কেন?

স্টিভ হ্যারিসকে দেখে আমার মনে হলো, বেজ বাজিয়ে ফাটিয়ে ফেলতে হবে। বয়স কম ছিল, খুব দ্রুত বাজাতে হবে। আমার ইচ্ছা ছিল, দেশের সবচেয়ে দ্রুতগতির বেজিস্ট হব। আমি সেকেন্ডে ১৪টার মতো নোট বাজাতে পারছিলাম। আমি বেজকে ভালোবাসি। এখন আমি গান গাই, মানুষ গায়ক হিসেবে চেনে। কিন্তু এখনো আমি নিজেকে বেজ প্লেয়ার হিসেবেই চিন্তা করি। আমি প্রথমত একজন বেজ প্লেয়ার, দ্বিতীয়ত গীতিকার, তৃতীয়ত ভোকালিস্ট, চতুর্থ সুরকার, পঞ্চমত মিউজিক প্রডিউসার।

সম্প্রতি মহান ফাহিম অর্থহীন ছেড়েছেন। অর্থহীনের যাত্রার পর থেকে একের পর এক সদস্য এসেছে, আবার চলেও গেছে। তবু অর্থহীন নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে টিকে আছে।

এটার মূল কারণ হলো, অর্থহীনের বেশির ভাগ গান লিখি ও সুর করি আমি। মিউজিক বাজাচ্ছে তরুণেরা। তাদের জোশ আইডিয়া আছে। তবে গানের লেখা ও সুরটা আমার। যেই কারণে ছেদ পড়ছে না। আমি যত যা-ই করি না কেন, আমি জানি কীভাবে মিউজিক করতে হয়। আমি মিউজিশিয়ানদের স্বাধীনতা দিই। 'নিকৃষ্ট ৩' গানটা মার্ক ডন বানিয়েছে, আরেকটা গান বানিয়েছে শিশির। এই জন্য আমাদের ব্যান্ড চলতে থাকে। আমি যদি চিন্তা করি, আমিই সব বানাব, তাহলে আমরা ডাইনোসর হয়ে যেতাম।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকার এসেছে। ব্যান্ড সংগীত অঙ্গনে কী ধরনের সংস্কার প্রয়োজন দেখছেন?

বিগত সরকারের সময় বেশ কিছু ফ্রি কনসার্ট হয়েছে। ফ্রি কনসার্ট মানুষের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। ফ্রি কিছু দিলে মানুষ সেটাকে অধিকার মনে করতে থাকে। এখন অ্যালবাম বিক্রির কোনো উপায় নেই। স্ট্রিমিং চলে এসেছে। স্ট্রিমিংয়েও সাবস্ক্রাইব করে ওইভাবে গান শোনে না। ইউটিউবের ভিউ থেকে কয় টাকা পায়? সেটা দিয়ে পেট চলবে না। মূলত কনসার্ট থেকেই মিউজিশিয়ানরা টাকা পায়। ফ্রি কনসার্ট থেকে দূরে সরে আসতে হবে।

কোনো কিছুই ফ্রি না। এটা যদি না থামে, একটা মিউজিশিয়ান যদি কনসার্ট করেও টাকা কামাতে না পারে, তাহলে একটা মানুষ কী থেকে টাকা কামাবে? এই জিনিসটা থামাতে হবে। সরকারকে এই জায়গায় চোখ দিতে হবে। এটা সংস্কার করলে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে।

প্রয়াণ

মনি কিশোর। ছবি : সংগৃহীত

মনি কিশোরের নীরব বিদায়

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম অ্যালবাম *চার্মিং বউ*তেই বাজিমাত। অ্যালবামের 'কী ছিলে আমার' শিরোনামের গানটি দিয়ে হয়ে ওঠেন অনেকের প্রিয় শিল্পী। অথচ মাত্র ছয় লাইনের গানটি অ্যালবামে রাখতেই চাননি মনি কিশোর। নব্বই দশকের শুরুতে এই *চার্মিং বউ* দিয়েই শুরু হয় তাঁর পেশাদার সংগীতজীবন। একে একে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ৩০টির বেশি একক অ্যালবাম। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিলেন মনি কিশোর। প্রায় এক দশক কোনো অনুষ্ঠানে ডাক পাননি একসময়ের জনপ্রিয় এই শিল্পী। সেই অভিমান থেকেই নাকি এমনটা করেছিলেন তিনি। রামপুরা টেলিভিশন ভবনের পাশে একটি ভাড়া বাসায় একা থাকতেন। সেই বাসা থেকেই গত শনিবার রাতে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা যায়, ভবনের মালিক ভাড়ার জন্য মনি কিশোরের খোঁজ করছিলেন। ফোন বন্ধ পাওয়ায় সরাসরি ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখতে পান, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তিনি জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে কল দিয়ে পরিস্থিতি জানান। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, চার থেকে পাঁচ দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

পাঁচ শতাধিক গানে কণ্ঠ দিয়েছেন মনি কিশোর। মূলত অডিওতেই চুটিয়ে কাজ করেছেন। পুলিশ কর্মকর্তা অনিল কুমার মণ্ডলের সাত সন্তানের মধ্যে মনি ছিলেন চতুর্থ। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর একা থাকতেন মনি। তাঁর একমাত্র মেয়ে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী। নড়াইল জেলার লক্ষ্মীপুরে মামাবাড়িতে ১৯৬১ সালের ৯ জানুয়ারি জন্ম মনি কিশোরের।

“সাধারণভাবে আমি বলব, বাংলাদেশ পুরুষ জাতীয় দলের চেয়ে বাংলাদেশ নারী দল ভালো খেলে।

পিটার বাটলার
সাফে পাকিস্তানের সঙ্গে ড্রয়ের পর সংবাদ **সম্মেলনে** বাংলাদেশ নারী দলের কোচ

সাকিবকে নিয়ে

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের গেটে সাকিবের জার্সি নম্বর ‘৭৫’ কেটে দিয়ে যেন স্টেডিয়ামে তাঁর প্রবেশাধিকারই নিষিদ্ধ করতে চাইলেন সাকিববিরোধীরা (ওপরে)। কিন্তু সাকিব-ভক্তরা তা মানবেন কেন! কাল দুপুরে সাকিবের পক্ষ নিয়ে তাঁরা বিক্ষোভ করছিলেন স্টেডিয়ামের বাইরের রাস্তায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সামনেই সাকিববিরোধীদের হামলার শিকার হতে হলো তাঁদের (নিচে)। ওপরের ছবিতে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে কাল দুপুরে মিরপুর স্টেডিয়ামের আবহ।
ছবি : শামসুল হক

তারপরও এটা ‘সাকিবের টেস্ট’

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ

মিরপুর টেস্টের দল থেকে ব্যাখ্যাহীনভাবে ‘নিখোঁজ’ সাকিব। তবু এই টেস্ট যেন হয়ে থাকছে সাকিবের টেস্টই।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মিরপুর টেস্টে সাকিব আল হাসান কেন খেলছেন না, এ নিয়ে যাদের ব্যাখ্যা দেওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি, সেই বিসিবিই এখন পর্যন্ত নিশ্চুপ। যেন এটা কোনো ঘটনাই নয়!

গত শুক্রবার শুধু একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আজ শুরু প্রথম টেস্টের দলে সাকিবের জায়গায় বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদকে নেওয়া হয়েছে। তাতে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য থাকলেও, তা মূলত মুরাদকে নিয়েই। সাকিব কেন এই টেস্টের দল থেকে হঠাৎ ‘নিখোঁজ’ হয়ে গেলেন, তার কোনো ব্যাখ্যা কাল সন্ধ্যায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্তও দেয়নি বিসিবি।

বিসিবির মৌনতার কারণ হতে পারে একটাই—সবাই তো জানেই সাকিব কেন নেই। অথবা সাকিবকে যে প্রথমে দলে নিয়েও মিরপুর টেস্টে খেলানো যাচ্ছে না, এতে তারা নিজেরাই বিব্রত। কিছু বলার ভাষাই হয়তো খুঁজে পাচ্ছে না বিসিবি।

বিষয়টা নিয়ে বিসিবিই যেখানে মৌন, সেখানে নাজমুল হোসেনই-বা কী বলবেন! কাল মিরপুরে সিরিজপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে বাংলাদেশ অধিনায়কের বক্তব্যটাও তাই অনেকটা ‘যা বোঝার বুঝে নিন’ ধরনেরই হলো। অবশ্য নাজমুল তবু কিছুটা সাহস নিয়ে বলেছেন, ‘এটা দুর্ভাগ্যজনক… এটা (সাকিবের মিরপুর টেস্ট খেলতে পারা) হওয়া উচিত ছিল।’ পরের বাক্যেই আবার প্রকাশ পেয়েছে একজন ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর অসহায়ত্ব, ‘…তবে আমরা সবাই জানি, কেন হয়নি।’

নাজমুল হোসেনের প্রায় ২০ মিনিটের সংবাদ সম্মেলনে অর্ধেক প্রশ্নই হয়েছে সাকিবকে নিয়ে, যা পরিষ্কার করে দিয়েছে—সাকিব দলে না থাকলেও মিরপুর টেস্টটা সাকিবেরই টেস্ট হয়ে থাকছে। তবে নাজমুলের কথায় স্পষ্ট, অধিনায়ক হিসেবে খেলোয়াড় সাকিবের অভাব এই টেস্টে তিনি ভালোভাবেই বোধ করবেন, ‘এখনো সমস্যা হচ্ছে, কম্বিনেশন মেলাতে। অস্বীকার করার কিছু নেই। হয়তো এ জায়গাটি ঠিক করতে আমাদের আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।’

কোচ ফিল সিমন্সের পরামর্শ মেনে বাংলাদেশ অধিনায়ক চেষ্টা করছেন বিতর্ক বাদ দিয়ে খেলামুখী চিন্তা করতে। সাকিবকে না পাওয়ার আফসোস নিয়েও বলেছেন, ‘উনি (সাকিব) যদি এখান থেকে শেষ করতে পারতেন, খুব ভালো হতো। তবে আগামীকাল (আজ) একটা টেস্ট ম্যাচ শুরু হবে। ফোকাসটা পরবর্তীতে ওই জায়গায় আনা হয়েছে যে কীভাবে আমরা টেস্ট ম্যাচটা জিততে পারি।’ তা ছাড়া ক্রিকেটাররা চাইলেও তো আর এই টেস্টে পাবেন না সাকিবকে। নাজমুল তাই বললেন, ‘আসলে যত কথাই বলব এখান থেকে, কোনো কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ, আমরা সবাই জানি, কেন উনি আসতে পারছেন না।’

সাকিবের বিকল্প ক্রিকেটার যে বাংলাদেশে এখনো তৈরি হয়নি, সেটা এর আগে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন বলেছেন। বললেন নাজমুলও, ‘ম্যাচ করাটা (সাকিবের মতো কেউ) কঠিন এই মুহূর্তে, একজন অধিনায়কের জন্য অবশ্যই অনেক কঠিন। হয়তো আমরা বাড়তি একজন ব্যাটসম্যান বা বোলার নিয়ে খেলতে পারতাম, ওই জিনিসটা থাকবে না। এই মুহূর্তে সাকিব ভাইয়ের মতো কোনো ক্রিকেটার মনে হয় না আমাদের আছে।’ তবে তাঁর আশা, মেহেদী হাসান মিরাজ কিছুটা হলেও পালন করতে পারবেন সেই ভূমিকা।

কিন্তু টেস্ট ক্রিকেট থেকে সাকিবের শেষটা যে শেষ হয়েও হলো না শেষ! প্রসঙ্গক্রমেই প্রশ্ন আসে, তবে কি কানপুরই হয়ে থাকছে সাকিবের শেষ টেস্ট? নাজমুল অবশ্য তা মনে করেন না। মিরপুরে সাকিবকে বিদায়ী সংবর্ধনা জানাতে তাঁদের যে প্রস্তুতি ছিল, সেটাকে তাই বাতিল করে না দিয়ে আপাতত ‘স্থগিত’ই বলছেন তিনি।

এই সিরিজে সাকিবের বিদায়ী টেস্ট খেলতে না পারাটাকে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ বলে মন্তব্য করে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেছেন, ‘বাংলাদেশের বলব না, বিশ্বের সেরাদের একজন (সাকিব)। খুবই দুর্ভাগ্যজনক, যেকোনো কারণেই হোক…হচ্ছে না (বিদায়ী সংবর্ধনা)। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি এবং আমাদের প্রতিটি ক্রিকেটার অনুভব করে যে এটা স্থগিতই থেকে গেল।’

নাজমুলের এ কথার অর্থ তো একটাই দাঁড়ায়, ভবিষ্যতে হয়তো ঘরের মাঠে খেলেই টেস্টকে বিদায় বলবেন সাকিব। অধিনায়ক কিন্তু সে আশাটাই ধরে রাখছেন, ‘রিটায়ার তো করেন নাই…তাহলে তো আশা করতেই পারি।’

স্পিন-চ্যালেঞ্জে তাঁর রোমাঞ্চ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এইডেন মার্করাম

‘স্পিন’, ‘রিভার্স সুইং’—বাংলাদেশ সফরে আসার পর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অনুশীলনে এই দুটি জিনিস চোখে পড়ছে। রাবাদা, এনগিডি, মুল্ডারদের মতো পেসারদের দক্ষিণ আফ্রিকার তিনটি অনুশীলন সেশনেই পুরোনো বল দিয়ে অনুশীলন করতে দেখা গেছে। নেটে স্থানীয় স্পিনারদের মধ্যে অফ স্পিনার, বাঁহাতি স্পিনার, লেগ স্পিনার—সবই ছিল। সঙ্গে আছে প্রযুক্তিও। নিজেদের অনুশীলনে ফুলট্র্যাক এআই নামের অ্যাপ ব্যবহার করছে প্রোটিয়ারা।

সর্বশেষ ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সফরে আসা দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য সবচেয়ে ‘কমন’ চ্যালেঞ্জের নাম স্পিন। অধিনায়ক এইডেন মার্করামও তা মানছেন, ‘স্পিন স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়, কারণ আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছি। আমরা এ ধরনের কন্ডিশনে খুব বেশি খেলার সুযোগ পাই না। আমাদের জন্য নতুন ও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হতে যাচ্ছে।’ টেম্বা বাভুমা ছাড়া বাংলাদেশের মাটিতে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নেই এই দক্ষিণ আফ্রিকা দলের আর কারও। চোটের কারণে সেই বাভুমাকেও প্রথম টেস্টে পাচ্ছে না দক্ষিণ আফ্রিকা। মার্করাম এই ঘাটতিটা মেনে নিয়েও বলছেন, ‘এই দলটা বেশ তরুণ ও উপমহাদেশে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতাও কম। যেকোনো ক্রিকেটার এ ধরনের চ্যালেঞ্জের জন্য মুখিয়ে থাকবে। আমরাও এই সিরিজটা খেলতে মুখিয়ে আছি।’

দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজ গত বছর বিপিএলে ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলেছেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগাতে চাইছেন মার্করাম, ‘কেশব খুবই বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ একজন ক্রিকেটার। ছেলেরা তথ্যের জন্য তাঁর কাছে যাচ্ছে, কথা বলছে।’

সাকিব আল হাসানের প্রসঙ্গও এল। দক্ষিণ আফ্রিকা সাকিবকে মিস করবে কি না প্রশ্নটা শুনে একটু অবাকই হলেন মার্করাম। সত্যিই তো, প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে কেন মিস করতে যাবেন? মার্করাম হাসতে হাসতে বললেন, ‘আমরা তাঁকে মিস করব না। সে খুবই ভালো ক্রিকেটার। তবে সাকিব ছাড়াও ওদের দলটা বেশ শক্তিশালী। আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জটা কঠিনই হতে যাচ্ছে।’

টেস্ট ফর্ম (সর্বশেষ ম্যাচ শুরুতে)

বাংলাদেশ				
হার	হার	জয়	জয়	হার
দক্ষিণ আফ্রিকা				
জয়	ড্র	হার	হার	হার

শামসুন্নাহারের গোলে হারতে হারতে ড্র

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ

বাংলাদেশ ১ | ১ পাকিস্তান

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে*

ময়মনসিংহের কলসিন্ধুরবাসী কাল কি বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটা দেখেছেন? দেখে থাকলে নিশ্চয়ই শামসুন্নাহার জুনিয়রের জন্য তাঁদের গর্ব হওয়ার কথা। এই তরুণীর গোলেই যে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনালের আশা ভালোভাবে টিকে থাকল চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের।

কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে কালিমাটি সোলট্রি মোড হোটেলে ফিরতে ফিরতে শামসুন্নাহারও নিশ্চিতভাবে দারুণ খুশি ছিলেন। বাসে সতীর্থদের অভিনন্দনে সিক্ত হয়েছেন। তার আগে অভিনন্দনে ভেসেছেন দশরথের সবুজ ঘাসে। যখন কিনা বাংলাদেশ রীতিমতো খাদের কিনারে। ৯০ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তান ১-০ গোলে এগিয়ে। যোগ হওয়া ৬ মিনিটও শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশ কি হেরে সাফ থেকে বিদায়ের শঙ্কায় পড়ছে? ঠিক এমন রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় ৯১তম মিনিটে ফরোয়ার্ড ঋতুপর্ণা চাকমার ঝলক। তাঁর ক্রসে জটলা থেকে হেডে বাংলাদেশকে সমতায় ফেরান শামসুন্নাহার জুনিয়র।

৩২ মিনিটে বাংলাদেশের রক্ষণভাগের ভুলে পাকিস্তান এগিয়ে গিয়েছিল। ডিফেন্ডার শিউলি আজিম বল ক্লিয়ার করতে পারেননি। গোলকিপার রুপনা চাকমা অনেকটা এগিয়ে আসেন। এ সুযোগে যুক্তরাজ্যপ্রবাসী পাকিস্তানের ফরোয়ার্ড জাহমিনা সামিন মালিকের প্লেসিংয়ে বল জালে। এই একটি গোল ছাড়া পাকিস্তান আর ম্যাচে তেমন কিছুই করতে পারেনি। যদিও তারা শারীরিকভাবে বাংলাদেশের মেয়েদের চেয়ে শক্তিশালী, উচ্চতায়ও এগিয়ে। দলটিতে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে বেড়ে ওঠা ছয়জন খেলোয়াড়। এঁদের সমন্বিত চেষ্টায় পাকিস্তান প্রায় পুরো ম্যাচে কোণঠাসা থেকেও জিতেই যাচ্ছিল।

কিন্তু শেষটা বাংলাদেশের। গোল আসছে না দেখে ৬৯ মিনিটে সাবিনা খাতুনকে তুলে কৃষ্ণা রানীকে, ৮০ মিনিটে তহুরা খাতুনের জায়গায় সাগরিকা ও ৮২ মিনিটে মনিকা চাকমার জায়গায় মারিয়াকে মাঠে পাঠান কোচ পিটার বাটলার। আক্রমণের গতি আরও বাড়ে। ম্যাচসেরা হয়েছেন মনিকা চাকমা। গোল করতে না পারলেও দারুণ খেলেছেন এই ফরোয়ার্ড। তবে ম্যাচজুড়ে ঋতুপর্ণা ও শামসুন্নাহার জুনিয়রের বোঝাপড়া ছিল দেখার মতো।

২৩ অক্টোবর ভারতের সঙ্গে গ্রুপের দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচে ড্র করলেই গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে সেমিফাইনালে যাবেন সাবিনারা। এমনকি ভারতের কাছে ২ গোলের ব্যবধানে হারলেও সমস্যা হবে না বাংলাদেশের। পাকিস্তান যে প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে হেরে বসে আছে ৫-২ গোলে। ভারতের কাছে বাংলাদেশ হারলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পয়েন্ট হবে সমান ১। যেহেতু বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ ড্র হয়েছে তাই গোল ব্যবধান ভালো থাকলে বাংলাদেশেরই সুযোগ বেশি শেষ চারে যাওয়ার।

তবে ভারতকে চমকে দিতে চান বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসে সেটাই বললেন প্রথমে। তারপর চমকপ্রদ একটা মন্তব্য করে বসলেন, ‘জয় আমাদের প্রাপ্য ছিল। সেটা হয়নি, কিছু করার নেই। মন থেকে বলছি, আজ বাংলাদেশ সিনিয়র পুরুষ দলের চেয়ে আমরা ভালো খেলেছি।’ শুধু কি আজকের ম্যাচ? পিটার বাটলারের উত্তর, ‘সাধারণভাবে আমি বলব, বাংলাদেশ পুরুষ জাতীয় দলের চেয়ে বাংলাদেশ নারী দল ভালো খেলে।’

তবে পাকিস্তান কোচ আদিল মীর্জার আশা, বাংলাদেশ ভারতের কাছে বড় ব্যবধানে হারবে। সেটি নিশ্চয়ই হতে দিতে চান না পিটার বাটলার।

যোগ করা সময়ে গোল করে সমতা আনার পর শামসুন্নাহার জুনিয়র। ছবি : বাফুফে

বিরল আউটের শিকার মার্শাল

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মার্শাল আইয়ুব

মুশফিকুর রহিমের পর এবার মার্শাল আইয়ুব! প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট হওয়া বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানের সংখ্যা এখন ২।

সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে কাল বরিশালের বিপক্ষে অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট হয়েছেন ঢাকা মহানগরের অধিনায়ক মার্শাল। এর আগেই সেঞ্চুরি করেছেন, যা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ২৫তম। শেষ পর্যন্ত করেছেন ১২৭ রান। অকস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট হওয়ার কারণ, তাঁকে রানআউট করতে কাভার ফিল্ডারের ছোড়া বল ইচ্ছাকৃতভাবে গায়ে লাগিয়েছেন বলে মনে হয়েছে আম্পায়ারের। বরিশালের ফিল্ডারদেরও তা মনে হয়েছিল বলেই তো আবেদন করেছেন তাঁরা।

১৭৪ রানের তৃতীয় উইকেট জুটিতে মার্শালের সঙ্গী আইচ মোল্লা (১২২) পেয়েছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি। মহানগর ৫ উইকেটে ৪০৮ রান করে ইনিংস ঘোষণা করার পর বরিশালের রান বিনা উইকেটে ২২। মুশফিক অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট হয়েছিলেন ২০২৩ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুর টেস্টে। হাত দিয়ে বল ঠেকিয়েছিলেন, আগের নিয়মে যা হ্যান্ডলড দ্য বল আউট হতো।

সিলেটের আরেক ভেন্যুতে ৪২৬ রানে অলআউট রাজশাহী খুলনাকে ১৯৪ রানে থামিয়ে ২৩২ রানের লিড নেয়। রাজশাহীর অফ স্পিনার এস এম মেহরব ৩৫ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট।

ছোট পর্দায় আজ

মিরপুর টেস্ট-১ম দিন	*টি স্পোর্টস, গাজী টিভি*
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা	সকাল ১০টা
৩য় টি-টোয়েন্টি	*সনি স্পোর্টস টেন ৫*
যুক্তরাষ্ট্র-নেপাল	সকাল ৬টা
ইমার্জিং এশিয়া কাপ	*স্টার স্পোর্টস ১, পিটিভি স্পোর্টস*
পাকিস্তান ‘এ’-ওমান	বেলা ৩টা
ভারত ‘এ’-আরব আমিরাত	সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.

চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ডের মেয়েদের বিশ্বজয়ের উল্লাস। দুবাইয়ে কাল নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩২ রানে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিউজিল্যান্ড। ছবি : এএফপি

৩৬ বছর পর নিউজিল্যান্ড

বেঙ্গালুরু টেস্ট

খেলা ডেস্ক

গ্রাহাম ডাউলিং, জন রাইট…এরপর টম ল্যাথাম।

মাঝে কতজন এলেন-গেলেন; কিন্তু ভারতে টেস্ট জয়ের স্বাদ পাওয়া নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক এ তিনজনই। ১৯৬৯ সালে নাগপুরে ডাউলিংয়ের নিউজিল্যান্ড হারিয়েছিল মনসুর আলী খান পতৌদির ভারতকে। এরপর ১৯৮৮ সালে রাইটের নিউজিল্যান্ড ওয়াংখেড়েতে জেতে দিলীপ ভেংসরকারের ভারতের বিপক্ষে। সেই জয়ের ৩৬ বছর পর গতকাল ল্যাথামের নিউজিল্যান্ড ৮ উইকেটে হারাল রোহিত শর্মার ভারতকে।

ভারতে নিউজিল্যান্ডের সর্বশেষ জয়ের সময় নিউজিল্যান্ডের এই দলের মাত্র একজনেরই জন্ম হয়েছিল। সেই একজন, এজাজ প্যাটেলেরও তখন বয়স ছিল মাত্র এক মাস!

চতুর্থ ইনিংসে ১০৭ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে আগের দিন শেষ বিকেলে নিউজিল্যান্ড চার বল খেললেও কোনো রান হয়নি। শেষ দিনে সেই রানটা তুলতে ২৭ ওভারের বেশি নেয়নি কিউইরা। যদিও শুরুতে নিউজিল্যান্ডকে বেশ ভুগিয়েছেন বুমরা-সিরাজরা। শূন্য রানে ওপেনার ল্যাথামকে ফেরানোর পর ৭ ওভারের টানা স্পেলে আরেক ওপেনার ডেভন কনওয়েকেও ফেরান বুমরা। এরপরই অবিচ্ছিন্ন ৭৫ রানের জুটি গড়ে নিউজিল্যান্ডকে স্মরণীয় এক জয় এনে দেন উইল ইয়াং ও রাচিন রবীন্দ্র।

প্রথম টেস্টে এই হারের পরও সিরিজ জয় নিয়ে মোটামুটি নিঃসংশয়ই ভারত অধিনায়ক রোহিত, ‘আমরা ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও প্রথম টেস্টটা হেরে গিয়েছিলাম, পরে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছি। সবাই জানে এই পরিস্থিতিতে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়।’

কিউই অধিনায়ক ল্যাথাম এই জয়ের জানা কারণটাই বলেছেন আবারও, ‘আমি তো ভেবেছিলাম টস জিতলে ব্যাটিং করব। টস হেরে গিয়ে ভালোই হয়েছে।’ প্রথম ব্যাটিং করে ভারতের কী দশা হয়েছিল, মনে আছে তো! দেশের মাটিতে সর্বনিম্ন রানে (৪৬) অলআউট হয়ে যাওয়ার পর ভারত যতটুকু লড়াই করেছে, সেটাই তো অনেক।

সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়ে হোক যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা

রংপুরে গোলটেবিল বৈঠক

স্টপটিবি পার্টনারশিপের সহযোগিতায় ‘যক্ষ্মা চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *রংপুর*

সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বয় করে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যক্ষ্মা প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই পুরোপুরি যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। রংপুরে ‘যক্ষ্মা চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ কথা বলেন।

গতকাল রোববার বিকেলে রংপুর নগরের আরডিআরএস বাংলাদেশের মিলনায়তনে এই গোলটেবিল বৈঠকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই এ বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন। সভায় শনাক্তের বাইরে থাকা যক্ষ্মারোগীদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে সচেতনতামূলক প্রচারের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।

গোলটেবিল বৈঠকটি স্টপটিবি পার্টনারশিপের সহযোগিতায় যৌথভাবে আয়োজন করে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) ও *প্রথম আলো*। ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন আইসিডিডিআরবির এসিটিবির পিপিএম পরামর্শক আবু তালেব।

অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন ডিরেক্টর (টিবি) মাহফুজার রহমান সরকার। তিনি বলেন, ‘সরকারিভাবে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি কাজ করছে। এর সঙ্গে অন্য এনজিওগুলো আছে, তারাও আমাদের সঙ্গে কাজ করে। সেই সঙ্গে বেসরকারি অংশীদার যারা আছে, তারাও আমাদের সঙ্গে কাজ করে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞে যদি সবাই যুক্ত না হয়, তাহলে কখনোই সফল হওয়া সম্ভব নয়।’

মাহফুজার রহমান সরকার বলেন, ‘২০ থেকে ২১ শতাংশ ডায়াগনসিস করতে পারছি না, কোনো কারণে মিসিং হয়ে গেছে। যাদের ডায়াগনসিস করতে পারছি না, তারা কিন্তু মিসিং থেকেই যাচ্ছে।’

মাহফুজার রহমান সরকার আরও বলেন, আগে শুধু একটা এনালগ এক্স-রে করে টিবি ডায়াগনসিস করতে হয়েছে। ডিজিটাল এক্স-রে ছিল না। এখন জিন এক্সপার্ট যন্ত্র এসেছে। উপজেলাসহ সব জায়গায় এ যন্ত্র আছে। ফলে খুব সহজেই যক্ষ্মারোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে।

রংপুর বিভাগীয় যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ ডা. রানা চৌধুরী বলেন, ‘যক্ষ্মা নিয়ে আমাদের সফলতার হার কিন্তু অনেক বেশি। যার উদাহরণ জিন এক্সপার্ট যন্ত্র। পুরো রংপুর বিভাগের সবখানেই জিন এক্সপার্ট যন্ত্র আছে। এই যন্ত্র আরও অনেক জায়গায় দেওয়ার ইচ্ছে আছে।’

রংপুরের ডেপুটি সিভিল সার্জন রহুল আমিন বলেন, ‘একজন টিবি (যক্ষ্মা) রোগীকে চিকিৎসা দিতে গেলে সরকারকে ১২-১৫ হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে। যক্ষ্মারোগীর পাশে দাঁড়াতে সরকার এই কাজ করে যাচ্ছে। আমরা রংপুর জেলায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন এমন ১৭০ জন চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। সরকারিভাবে আমাদের সচেতনতা কার্যক্রম চলমান আছে। সবার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যক্ষ্মামুক্ত বাংলাদেশ চাই। আমরা আশাবাদী।’

গোলটেবিল বৈঠকে (বাঁ থেকে) রংপুর বিভাগীয় যক্ষ্মাবিশেষজ্ঞ ডা. রানা চৌধুরী, ইউএসএআইডির এসিটিবি পরামর্শক ডা. আজহারুল ইসলাম খান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের লাইন ডিরেক্টর (টিবি) মাহফুজার রহমান সরকার ও রংপুরের ডেপুটি সিভিল সার্জন রহুল আমিন। গতকাল রংপুর নগরের আরডিআরএস বাংলাদেশের মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

সমাপনী বক্তব্যে ইউএসএআইডির এসিটিবি পরামর্শক ডা. আজহারুল ইসলাম খান বলেন, ‘প্রতিটি উপজেলায় চলে জিন এক্সপার্ট যন্ত্র। দুই ঘণ্টার মধ্যে ফলাফল। কোনো চিকিৎসার ক্ষেত্রে ফি নেওয়া হয় না। আমরা প্রতিটি হাসপাতালে যাব। যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।’

রংপুর মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এস এম রওশন আলম বলেন, ‘যক্ষ্মারোগের জীবাণু এখনো আমাদের শরীরে রয়ে গেছে। আমরা জানি না, দেখি না। এ জন্য আমাদের নাগরিক অংশগ্রহণে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে। প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে একটি গণ-আন্দোলন হওয়া উচিত।’

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির বিভাগীয় ব্যবস্থাপক জাফরুল আলম প্রধান বলেন, ‘সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালসহ জেলখানায়ও যক্ষ্মারোগীর সেবা দিয়ে আসছে ব্র্যাক। অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েও আমাদের জেলখানায় যেতে হয়। এ ক্ষেত্রে অনেক বাধাবিপত্তিও হয়। যক্ষ্মা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা (ব্র্যাক) সারা দেশে ৬২টি ডায়াগনস্টিক সেন্টার করেছি। ডায়াগনসিসের ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি।’

গুড হেলথ হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ডা. সৈয়দ মামুনুর রহমান বলেন, যক্ষ্মারোগী ২১ শতাংশ নির্ণয় হচ্ছে না। যারা শনাক্ত হচ্ছে না, তারাই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে বেশি। বাংলাদেশে প্রায় ৭০ শতাংশ রোগীকে বেসরকারিভাবে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। টিবি রোগ নির্ণয়ে যে সমন্বিত ব্যবস্থা থাকা লাগে, সে ধরনের ব্যবস্থা নেই, প্রশিক্ষণও নেই। তিনি বলেন, ‘সরকারিভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। যেহেতু আমি বিভাগীয় ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে আছি, আমি কোনো তথ্য পাই না।’

যক্ষ্মা নিরসনে চ্যালেঞ্জ ও মোকাবিলা প্রসঙ্গে আপডেট ডায়াগনস্টিকের প্রধান ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা ডা. নূরুল হাসান বলেন, যক্ষ্মারোগ এখনো ৩০ শতাংশ শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। এটি ভেবে দেখার বিষয়। এই আসল জায়গায় হাত দেওয়া হয়নি। সরকারি পর্যায়ে অবহেলা রয়েছে। সেখানে বেসরকারি পর্যায়ে যক্ষ্মারোগের সেবা দেওয়া হচ্ছে অনেক বেশি করে। যক্ষ্মারোগে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আল আমিন বলেন, যক্ষ্মা চিকিৎসাসেবায় বেসরকারি খাতকে আরও কীভাবে যুক্ত করা যায়, সেটি গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে। সরকারিভাবে প্রচারণা আরও বাড়াতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের পক্ষ থেকেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

আলোচক হিসেবে আরও ছিলেন আরডিআরএস বাংলাদেশের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর বজলুর রশিদ, রংপুর প্রাইম মেডিকেলের প্রধান নির্বাহী (বিপণন) এম এ জলিল খান, দ্বীপ আই কেয়ার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডা. খায়রুল ইসলাম, এনটিপির ডিএসএমও ডা. মাবুদ উজ জামান, রংপুর মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার সিদ্দিকী, স্থানীয় পত্রিকা *সকালের বাণী*র প্লানিং এডিটর ফরহাদুজ্জামান।

গোলটেবিল বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলো*র সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন *প্রথম আলো* রংপুরের নিজস্ব প্রতিবেদক আরিফুল হক।

মোহাম্মদপুরে দিনদুপুরে প্রায় ১২ লাখ টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের মোহাম্মদিয়া হাউজিং লিমিটেড এলাকায় দিনের বেলায় প্রকাশ্যে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে প্রায় ১২ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার সকাল সোয়া ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, গাড়িতে টাকা নিয়ে ব্যাংকে যাচ্ছিল নেস্‌লে কোম্পানির পণ্য পরিবহনকারী একটি গাড়ি। রাস্তায় গাড়িটি আটকে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী ইফতেখার হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র বলছে, এ ডাকাতিতে অংশ নিয়েছিল স্থানীয় কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা। তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, মোহাম্মদপুরের বেড়িবাঁধ সড়ক হয়ে মোহাম্মদিয়া হাউজিং লিমিটেড ৩ নম্বর সড়ক দিয়ে নেস্‌লে কোম্পানির পণ্য পরিবহনকারী একটি গাড়ি যাচ্ছিল। এ সময় চারজন মোটরসাইকেলে এসে গাড়িটির পথ আটকায়। তারা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে দেয়। পরে চালক গাড়ি থামালে গাড়ির ভেতরে থাকা টাকা লুট করে নেয় ডাকাতেরা।

নেস্‌লের পণ্য বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম এসএ এন্টারপ্রাইজ। প্রতিষ্ঠানটির গুদামের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা মো. রাব্বি *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম গাড়িতে করে টাকা নিয়ে ব্যাংকে যাচ্ছিলেন। পথে গাড়ি থামিয়ে ১২ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় ডাকাত দলের সদস্যরা। তিনি বলেন, এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।

ঘটনাস্থলের আশপাশের কয়েকটি ভবনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ডাকাতির পর জনসমক্ষেই পালিয়ে যায় ডাকাতেরা। মোটরসাইকেলযোগে বেড়িবাঁধ সড়ক ধরে ঢাকা উদ্যান এলাকার দিকে যেতে দেখা যায় তাদের।

এর আগে ১১ অক্টোবর শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটার দিকে মোহাম্মদপুরের তিন রাস্তার মোড়ে বেড়িবাঁধ এলাকায় ব্যবসায়ী আবু বকরের বাসায় ও কার্যালয়ে ডাকাতি হয়। সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাক পরা ডাকাতেরা নিজেদের যৌথ বাহিনী বলে পরিচয় দেয়। তারা ৭৫ লাখ টাকা ও ৭০ ভরি সোনা লুট করে বলে গৃহকর্তা ও পুলিশ সূত্র জানায়। এ ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, ডাকাতির ঘটনায় র‍্যাবের সাবেক একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও জড়িত বলে তথ্য পেয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

পঞ্চগড়ে সারজিস আলম

ছাত্র আন্দোলনে শহীদ দুই হাজারের বেশি

প্রতিনিধি, *পঞ্চগড়*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সারজিস আলম বলেছেন, স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি। আর আহত মানুষের সংখ্যা ৪০-৫০ হাজার।

গতকাল রোববার সকালে পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সারজিস আলম এ কথা বলেন।

বিগত সরকারের উদ্দেশে সারজিস আলম বলেন, একটা দেশের সরকার যদি মনে করে সে জনগণের সরকার, তাহলে শুধু ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তারা জনগণের ওপর এটা করতে পারে না। জনগণের চেয়ে বা দেশের চেয়ে তাদের কাছে ক্ষমতাটা ছিল অনেক বড়। সেই জায়গায় চব্বিশের অভ্যুত্থান হয়েছে।

পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন পঞ্চগড়ের সমন্বয়ক ফজলে রাব্বী বক্তব্য দেন।

সারজিস আলম বলেন, ‘আগামী দিনে যদি আপনারা দেখেন কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, অন্যায় করছে, অনিয়ম করছে, দুর্নীতি করছে, তাহলে অবশ্যই আপনাদের জায়গা থেকে প্রতিবাদ করবেন। রাস্তায় না নামলেও আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় গঠনমূলক প্রতিবাদ করতে পারেন। আপনারা যদি এর প্রতিবাদ না করেন, তাহলে আবার একই কালচার (সংস্কৃতি) বাংলাদেশে তৈরি হবে।’

প্রথমা প্রকাশনের নতুন বই

জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ : ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স গ্রন্থের পাঠ উন্মোচন অনুষ্ঠানে (বাঁ থেকে) কবি ও সাংবাদিক আবুল মোমেন, মইনুল ইসলাম, অধ্যাপক মু. সিকান্দার খান, অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন ও সালমা বিনতে শফিক। গত শনিবার রাত আটটায় চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে। ছবি : সৌরভ দাশ

উঠে এল বঙ্গভঙ্গ থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

সুজয় চৌধুরী, *চট্টগ্রাম*

জাতীয় অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের লেখা *জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ : ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স* বইটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। বইটিতে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতা উঠে এসেছে। শুধু যুদ্ধদিনের কথা নয়, বরং যুদ্ধ শুরুর পেছনের গল্প উপস্থাপন করা হয়েছে, যা থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে জানা যায়।

শনিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরের থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বইটির পাঠ উন্মোচনে বক্তারা এসব কথা বলেন। *জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ : ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স* বইটি প্রকাশিত হয়েছে প্রথমা প্রকাশন থেকে। এই বইয়ের পাঠ উন্মোচন অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল শিক্ষক, সাহিত্যিক, প্রকৌশলী, আইনজীবীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের মিলনমেলা। অতিথিদের পদচারণে মুখর হয়ে উঠেছিল মিলনায়তন।

ইতিহাসের আলপথে হেঁটে সত্য তুলে এনেছেন আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। বইটিতে লেখক পাকিস্তানের জাতি গঠনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংকটগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। বাঙালি অর্থনীতিবিদদের দেওয়া দুই অর্থনীতির প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের কথাও আলোচিত হয়েছে এ বইয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বের বিভিন্ন দলিল এতে উদ্ধৃত হয়েছে। এর ভিত্তিতে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন লেখক।

পাঠ উন্মোচনে আলোচক হিসেবে ছিলেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মু. সিকান্দার খান, অর্থনীতিবিদ মইনুল ইসলাম, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক আবুল মোমেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সালমা বিনতে শফিক। সঞ্চালনা করেন কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক বিশ্বজিৎ চৌধুরী।

‘দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল’

অর্থনীতিবিদ মইনুল ইসলাম লেখকের প্রশংসা করে বলেন, ‘অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বইটি লেখা হয়েছে। কমপক্ষে ৩০০ বই ও গবেষণাকর্মের আলোচনা বইটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বইটি লেখকের সাধনার প্রকৃত পরিচয়। সে জন্য তাঁকে অভিবাদন জানাই।’

ঐতিহাসিক ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার প্রসঙ্গ টেনে অর্থনীতিবিদ মইনুল ইসলাম বলেন, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা নিয়ে এ বইতে আলোচনা রয়েছে। এই পরিকল্পনা মহাত্মা গান্ধী মেনে নিয়েছিলেন। তবে জওহরলাল নেহরু ও সরদার বল্লভভাই প্যাটেল দ্বিমত করেন। তাঁরা বলেছিলেন, এটি তাঁরা মানেন না। অতএব দোষটা প্রধানত কংগ্রেসের ওপরই পড়ে। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গৃহীত হলে হয়তো দেশভাগের দরকার হতো না। কংগ্রেস মানতে অস্বীকার করায় ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশনে’র সূচনা হয়। এরপর কলকাতা ও নানা শহরে দাঙ্গা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

মইনুল ইসলাম বলেন, ‘অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন তাঁর বইয়ের পরিশিষ্টে এই ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাটি পুরোপুরি উল্লেখ করেছেন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে। কারণ, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে সমাধানের একটি ফর্মুলা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ না নেওয়ায় আজ আমরা এ বর্তমান অবস্থায় এসেছি।’

GENESIS of the BANGLADESH WAR of INDEPENDENCE
Alamgir Muhammad Serajuddin

জেনেসিস অব দ্য বাংলাদেশ : ওয়ার অব ইনডিপেনডেন্স
আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন
প্রথমা প্রকাশন

‘ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ফেল করেছিল’

কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক আবুল মোমেন বলেন, পাকিস্তানের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক প্রয়াস এবং সংকটগুলো এই বইতে আলোচিত হয়েছে। প্রখ্যাত অনেক লেখক ও গবেষকের নথিপত্র ও উদ্ধৃতি দিয়ে সাজানো হয়েছে বইটি। পড়ার সময় পাঠককে ধরে রাখার সমস্ত রসদ রয়েছে এতে।

ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ ধরা পড়ে আবুল মোমেনের বক্তব্যে। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তান সৃষ্টির ন্যায্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে মুসলিম লীগের নেতারা সব সময় সংকটের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা বলার চেষ্টা করেছেন, ভারতবর্ষের মুসলমানরা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে ছিল। তাই ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য একটা রাষ্ট্র আসলে কীভাবে গঠিত হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল। শুধু ধর্মীয় মিল থেকে একটা রাষ্ট্র কি হতে পারে? কারণ, তারা (পশ্চিম পাকিস্তানিরা) আমাদের মুসলমানই মনে করে না। শারীরিকভাবেও তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত। আমরা দেখলাম, এটি ফেল করেছে।’

‘বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে থাকবে’

শিক্ষাবিদ মু. সিকান্দার খান বলেন, আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন অত্যন্ত ভালো শিক্ষক ও ছাত্র। তিনি দীর্ঘ পড়াশোনার ও গবেষণার পর অবশেষে বইটি প্রকাশ করেছেন। বর্তমান সময়ের পাঠককে এই বইটি অবশ্যই পড়তে হবে। বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে থেকে যাবে।

অধ্যাপক সালমা বিনতে শফিক তাঁর আলোচনায় বলেন, বইয়ের সাতটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ও সপ্তম অধ্যায় যথারীতি ভূমিকা ও উপসংহার। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির অসারতা ও অযৌক্তিকতার পক্ষে নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ। এসব প্রমাণ পাকিস্তানের ভাঙন নিশ্চিত করেছে।

আলোচনায় অংশ নেওয়ায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। তিনি বলেন, নব্বইয়ের দশকেই তিনি বইটি লিখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সম্ভব হয়নি। অবশেষে প্রথমা প্রকাশন থেকে বইটি বের হলো।

বন্যার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার সাপধরী ইউনিয়নের আটটি গ্রামে যমুনা নদীতে তীব্র ভাঙন শুরু হয়েছে। গতকাল সকালে সাপধরী ইউনিয়নের কাশারীডোবা গ্রামে। ছবি : প্রথম আলো

বন্যার পর ভাঙনে বিলীন অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি

জামালপুর

বন্যার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে সাপধরী ইউনিয়নের চরশিশুয়া থেকে চেঙ্গানিয়া পর্যন্ত দুই কিলোমিটারে ভাঙন শুরু হয়েছে।

প্রতিনিধি, *জামালপুর*

বন্যার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার সাপধরী ইউনিয়নের আটটি গ্রামে যমুনা নদীতে তীব্র ভাঙন শুরু হয়েছে। দুই সপ্তাহে গ্রামগুলোর অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি, অনেক ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙনের শিকার হয়ে বাস্তুহারা অনেক পরিবার এখন দিশাহারা। একসময় চরের সচ্ছল কৃষক হয়েও নদীভাঙনে এখন তাঁরা অসহায়-সম্বলহীন। ভাঙন রোধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, সপ্তাহ কয়েক আগে পাহাড়ি ঢল ও ভারী বর্ষণে যমুনার পানি বেড়ে যায়। পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে ওই ইউনিয়নের চরশিশুয়া থেকে চেঙ্গানিয়া পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকায় ভাঙন শুরু হয়। ওই ইউনিয়নের প্রজাপতি, শিশুয়া, চরশিশুয়া, কাশারীডোবা, মণ্ডলপাড়া, আকন্দপাড়া, ভাঙাপাড়া ও চেঙ্গানিয়া গ্রামের অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি ও শতাধিক একর ফসলি জমি যমুনার গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

যমুনা নদীর পশ্চিম পাশে সাপধরী ইউনিয়নের অবস্থান। সদরের সঙ্গে সড়কপথের যোগাযোগব্যবস্থা নেই। নদীভাঙনে উপজেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ইউনিয়নটি। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে এই ইউনিয়নে ভাঙন দেখা দেয়। কিন্তু ভাঙন রোধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বছরের পর বছর ধরে এভাবেই ভাঙনের কারণে হাজারো পরিবার ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত দুই সপ্তাহে কাশারীডোবা গ্রামের কৃষক লাল মিয়া, কাইজার আলী, জোনাব আলী, ডাবু ব্যাপারী, সাদু ব্যাপারী, মো. তারাজল, মো. মোজাম্মেল, হযরত আলী, আনোয়ার মণ্ডল, নুর মোহাম্মদ, ফইজ উদ্দিন, নুরল ইসলাম, মণ্ডল মিয়া, ভাঙ্গাপাড়া গ্রামের তোতা মণ্ডল, জবা বেগমসহ অন্যান্য গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ৫০টি পরিবারের ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

কাশারীডোবা গ্রামের শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমার ও আমার আত্মীয়স্বজনের চারটি ঘরবাড়ি ও সব জমিজমা নদীগর্ভে চলে গেছে। সব হারিয়ে এখন মহাবিপাকে পড়েছি। কিছুই নেই। কেউ ঘরবাড়ি করার জন্য জায়গায়ও না দিচ্ছেন। এখন কোথায় যাব। কিছুই বুঝতে পারছি না।’

সাপধরী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. শাহ আলম মণ্ডল বলেন, অনেক মানুষ তাঁদের ঘরবাড়ি অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন। সাধ্যমতো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সহযোগিতা করার চেষ্টা চলছে।

জামালপুর পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. নকিবুজ্জামান খান *প্রথম আলো*কে বলেন, অস্থায়ীভাবে ভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। বরাদ্দ পেলেই জিও ব্যাগ ফেলা শুরু করা হবে।

স্নাতকে ১৪তম হলেন নিহত আবু সাঈদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *রংপুর থেকে*

আবু সাঈদ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে পুলিশের অস্ত্রের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছিলেন আবু সাঈদ। গুলিতেই ঝাঁঝরা হয়ে যায় তরুণ প্রাণ। এরপর সেই ছবি হয়ে ওঠে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আইকন। নিহত আবু সাঈদ ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী। তিনি স্নাতক চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি সিজিপিএ-৩.৩০ পেয়ে সম্মিলিত মেধাতালিকায় ১৪তম স্থান অধিকার করেছেন।

গতকাল রোববার ওই ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ফলাফল প্রকাশকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক তাজুল ইসলাম, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন মিজানুর রহমান, ছাত্র উপদেষ্টা ইলিয়াছ হোসেন, অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ফিরোজুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শওকাত আলী *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ইংরেজি বিভাগে স্নাতক চূড়ান্ত পরীক্ষার ৬৯ শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে আবু সাঈদ মেধাতালিকায় ১৪তম স্থান অধিকার করেছেন। কোটা নয়, মেধার ভিত্তিতে সরকারি চাকরির আন্দোলন যে সঠিক ছিল, তা আবু সাঈদের ফলাফলের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো।’

গত ১৬ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর গেটের সামনে পুলিশের গুলিতে নিহত হন আবু সাঈদ, যে ফটকটি পরে ‘শহীদ আবু সাঈদ গেট’ নামকরণ করেন শিক্ষার্থীরা।

অস্ত্র উঁচিয়ে চাঁদা দাবি, ছোড়েন গুলি

চট্টগ্রাম নগর

গাজী ফিরোজ, *চট্টগ্রাম*

সাজ্জাদ হোসেন

একটি নির্মাণাধীন ভবনের ফটকের সামনে টমটম থেকে নামেন তিন অস্ত্রধারী। তিনজনেরই রয়েছে মুখে মাস্ক। নেতৃত্বে দেখা গেছে শটগান হাতে এক যুবককে। তাঁর সঙ্গে আছেন আরও দুজন, তাঁদের হাতেও অস্ত্র। ঢোকার মুখে তাঁরা ভবনটির নিরাপত্তাকর্মীকে অস্ত্র তাক করেন। একপর্যায়ে ভবনমালিকদের খুঁজতে খুঁজতে গুলি ছুড়তে থাকেন।

প্রকাশ্যে অস্ত্রবাজির এমন ঘটনা গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল চারটার। চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার কালারপুল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অস্ত্রধারী এই দলে শটগান হাতে থাকা যুবকটির নাম সাজ্জাদ হোসেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মো. হাছান; আরেকজনের পরিচয় জানা যায়নি। এই দুজন তাঁর সহযোগী। ভবনটির সিসিটিভির ফুটেজে ধারণ করা ভিডিওতে অস্ত্রবাজির ঘটনাটি ধরা পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সন্ত্রাসী সাজ্জাদের চাহিদামতো পাঁচ লাখ টাকার চাঁদা না দেওয়ায় অস্ত্র হাতে নিয়ে গিয়ে কৈফিয়ত চান। স্থানীয় লোকজন পুলিশকে ভিডিওটি দিলেও ভবনমালিকদের কেউ ভয়ে কিছু বলতে রাজি হচ্ছেন না। এই ঘটনায় থানায় কোনো মামলাও হয়নি।

জানতে চাইলে নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) কাজী মো. তারেক আজিজ *প্রথম আলো*কে বলেন, সন্ত্রাসী সাজ্জাদকে ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত আছে।

প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে চাঁদা নিতে আসেন সাজ্জাদ হোসেন ও তাঁর সহযোগীরা। গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেলে চট্টগ্রামের কালারপুল এলাকায়। ছবি : সিসিটিভির ফুটেজ থেকে

বিদেশে পলাতক জামায়াত-শিবির ক্যাডার হিসেবে পরিচিত আরেক সন্ত্রাসী সাজ্জাদ হোসেনের সহযোগী হিসেবে এই সাজ্জাদ অপরাধজগতে পা রাখেন। এরপর দিন দিন বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, চাঁদাবাজির ১০টি মামলা রয়েছে। শেষ গত ১৭ জুলাই চান্দগাঁও থানা-পুলিশ অস্ত্রসহ সাজ্জাদকে গ্রেপ্তার করে। পরের মাসে তিনি জামিনে বেরিয়ে আসেন। বায়েজিদ বোস্তামী থানার শিকারপুরের মো. জামালের ছেলে সাজ্জাদ।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বায়েজিদ বোস্তামী থানার অক্সিজেন অনন্যা, শীতলঝর্ণা, কালারপুল, বায়েজিদ থানার সীমান্তবর্তী হাটহাজারীর কুয়াইশ, নগরের চান্দগাঁও হাজীরপুল ও পাঁচলাইশ এলাকায় ১৫-২০ জনের বাহিনী নিয়ে দাপিয়ে বেড়ান তিনি।

বায়েজিদ বোস্তামী থানার সদ্য বিদায়ী ওসি সঞ্জয় কুমার সিনহা *প্রথম আলো*কে বলেন, সাজ্জাদ খুবই হিংস্র প্রকৃতির। ভাড়াটে খুনি হিসেবে যেকোনো কাজই করতে পারেন।

চাঁদা না পেলেই গুলি

পুলিশ ও স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চাঁদা না পেলেই সাজ্জাদ গুলি করেন। বাধ্য হয়ে তাঁকে দিয়ে দেন চাহিদামতো চাঁদা। ১৮ সেপ্টেম্বর বায়েজিদ কালারপুল এলাকার ওই নির্মাণাধীন ভবনে চাঁদা না পেয়ে গুলি করেন। ৬০ জন মিলে ভবনটি নির্মাণ করছেন। স্থানীয় একটি সূত্র বলছে, ভবনমালিকদের সাজ্জাদকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে হয়েছে।

এর আগে গত ৫ জুলাই বায়েজিদ থানার বুলিয়াপাড়া এলাকায় একটি বাসায় গুলি করেন সাজ্জাদ তাঁর সহযোগীদের নিয়ে। ঘটনার ভুক্তভোগী মো. ইকবাল *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘এলাকায় এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা নেওয়ার প্রতিবাদ করায় সাজ্জাদ আমার বাড়িতে কয়েক রাউন্ড গুলি করেন।’ এ ঘটনায় ইকবাল বাদী হয়ে বায়েজিদ বোস্তামী থানায় মামলা করেন।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে সাজ্জাদ হোসেনের মুঠোফোনে কল করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

জোড়া খুনেও সাজ্জাদ

নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার অনন্যা আবাসিক ও বায়েজিদ সীমানা-সংলগ্ন কুয়াইশ এলাকায় গত ২৯ আগস্ট প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করা হয় মো. আনিস ও মাসুদ কায়সার নামের দুই যুবককে। এ ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা হয় বায়েজিদ ও হাটহাজারী থানায়। এতে সাজ্জাদ ও তাঁর সহযোগীদের আসামি করা হয়।

আসামিরা ধরা না পড়ায় আতঙ্কে রয়েছেন বলে জানান নিহত মাসুদ কায়সারের ভাই মো. আরিফ। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, আসামিরা এলাকায় প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘুরছেন কিন্তু পুলিশ তাঁদের ধরছে না। এ কারণে এলাকায় একের পর এক ঘটনা ঘটছে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

২০ অক্টোবর, ২০২৪
০৪ কার্তিক, ১৪৩১
১৬ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- দেশে কেবল মিডিয়া তালিকাভুক্ত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা কতটি?
  উত্তর: ৫৮৪টি। [সূত্র: ডিএফপি]
- বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস কবে?
  উত্তর: ২০ অক্টোবর। [২০১০ থেকে প্রতি ৫ বছর পরপর পালিত হচ্ছে]
- জুলাই- সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ কত?
  উত্তর: ৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ। [সূত্র: বিজিএমইএ]
- বাংলাদেশ সরকার সুন্দরবনের বাঘ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে-
  উত্তর: ২০১৬ সালে।
- জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
  উত্তর: ১৯৫৪ সালে।
- নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ-২০২৪ এর ফাইনালে কোন দুটি দল মুখোমুখি হচ্ছে?
  উত্তর: দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড।
- জাতিসংঘের ১ম বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
  উত্তর: ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে।
- কত সাল থেকে আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে?
  উত্তর: ২০০৫ সাল।

২০ অক্টোবর, ২০২৪
আজকের এই দিনে

ঘটনাবলি:

১৮৫৪	অবিভক্ত বাংলায় প্রথম ডাকটিকিট বিক্রি শুরু হয়। ডাকটিকিটের চিত্রশিল্পী ছিলেন নুমারউদ্দীন।
১৯৭০	সোভিয়েত রকেট লুনা-১৬ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে।
১৯৯২	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর উদ্বোধন করা হয়।
২০০৫	বাংলাদেশের জগন্নাথ কলেজ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হয়।

জন্ম:

১৮৭১	অতুলপ্রসাদ সেন, বাঙালি কবি, গীতিকার এবং গায়ক।
১৮৯১	জেমস চ্যাডউইক, ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী ও নিউট্রনের আবিষ্কারক।

দিবস:

বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস।